



শ্রী যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শ্রী শোপনিষৎ

শ্রীশোপনিষদ্।

মূল,

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য ;

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি কৃত

ভাষ্যরহস্যবিবৃতি ও বিস্তৃত সিদ্ধান্তানুবাদ

ও শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়

প্রণীত বেদার্কদিধীতি সহ।

বর্ণানুসারে মূলের

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অগ্নে নয় সূপথা রায়ে অস্মান্ ইত্যাদি (১৮)	... ৬১
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো (৪)	... ১৯
অক্লং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে (৯)	... ৩৪
অক্লং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসন্তুতি মুপাসতে (১২)	... ৪৩
অন্ত দেবাহর্কিদ্যারাত্তদাহ ইত্যাদি (১০)	... ৩৭
অন্ত দেবাহঃ সন্তবাদন্তদাহবসন্তবাৎ (১৩)	... ৪৬
অসূর্যা নাম তে লোকা অক্লেনতমসাবৃতাঃ (৩)	... ১৬
ঈশাবান্তমিদং সর্কং যৎকিঞ্চ ইত্যাদি (১)	... ১
কুর্স্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ (২)	... ১৩
তদেজতি তন্নৈজতি তদদুরে তদন্তিকে (৫)	... ২৩
পূর্বনৈকর্ষে যম সূর্য্যপ্রাজাপত্যবৃহ (১৬)	... ৫৫
যন্ত সর্কাণি ভূতান্‌ত্বান্নেবানুপশ্রুতি (৬)	... ২৫
যস্মিন্ সর্কাণি ভূতান্‌ত্বান্নেবানুপশ্রুতি (৭)	... ২৮
বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মান্তং শরীরং (১৭)	... ৫৮
বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ (১১)	... ৩৯
সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মন্মাবিরং (৮)	... ৩১
সন্তুতিকঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ (১৪)	... ৪৭
হিরণ্ময়েনপাত্রেণ সত্যশ্রাপিহিতং স্মৃথং (১৫)	... ৫২

শ্রীশ্রীগৌড়মচন্দ্রায় নমঃ ।

শুক্লযজুৰ্বেদীয় বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা

ঈশোপনিষৎ ।

॥ ৩ ॥ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণশ্চ পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৩ ॥

॥ ৩ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ৩ ॥

ঈশাবাস্তুমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্যপিস্কনম্ ॥ ১ ॥

ঈশোপনিষদ্ভাষ্যম্ ।

বেদান্তথা স্মৃতগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কারণমামনন্তি ।

তং গ্রামস্থন্দরমবিক্রিয়মাক্সমূর্তিং সৰ্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ ॥

বেদেষু খলু কৰ্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং বিষ্ণোস্ত কৰ্ম্মাদ্বত্বং
স্বর্গাদেঃ কৰ্ম্মফলশ্চ নিত্যত্বং জীবশ্চ প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্তৃত্বং
পরিচ্ছিন্নশ্চ প্রতিবিস্তৃতশ্চ ভ্রান্তশ্চ বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং চিন্মাত্র-
ব্রহ্মায়কত্বধীমাত্রাদেবাস্ত জীবশ্চ সংসৃতিবিনিবৃতিরিত্যাপাততো-
হর্থা ত্বয়তিভিঃ প্রতীয়ন্তে । তানিমান্ পূৰ্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরশ্চ
বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসৰ্ব্বকর্তৃত্বসার্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদিধৰ্ম্মকত্বজ্ঞানসুখ-
স্বরূপত্বং নিরূপ্যতে । তথাহি ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকৰ্ম্মাখ্যাণি

।।।।। স, তন্ন ব, ৩ সংখ্যা ।

পঞ্চ তদ্বানি শ্রয়ন্তে । তেষু বিভূচৈতত্তমীশ্বরোহগুচৈতত্তম জীবঃ ।
 নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমশ্রুতদর্থত্বকোভয়ত্র । জ্ঞানশ্রাপি জ্ঞাতৃত্বং
 প্রকাশশ্চ রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্ । তত্রেশ্বরঃ স্বরূপশক্তিমান্
 প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধন্ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গো
 বিতনোতি । একোহপি বহুভাবেনাভিন্নোহপি গুণগুণিভাবেন
 দেহদেহিভাবেন বিদ্বৎপ্রতীতেবিষয়োহব্যাক্তোহপি ভক্তিবাদ্য
 একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্ । জীবাত্মনেকাবস্থা বহবঃ ।
 পরেশবৈমুখ্যাৎ তেষাং বন্ধস্তৎসান্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণ-
 রূপদ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ । প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদি-
 গুণসাম্যাবস্থা তমোমাদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র-
 জগজ্জননী । কালস্ত ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানং যুগপচ্ছিরক্ষিপ্রাদিব্যবহার-
 হেতুঃ ক্ষণাদিপরাঙ্কান্তচক্রবৎপরিবর্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো
 দ্রব্যবিশেষঃ । ঈশ্বরাদয়শ্চত্রারোহর্যা নিত্যাঃ । জীবাদয়স্ত
 তদ্বশ্রাশ্চ । কস্ম তু জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশমূনাদি বিনাশি চ
 ভবতি । চতুর্গামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্রক্কেত্যদ্বৈত-
 বাক্যোহপি সঙ্গতিরিত্যাদীনর্থান্ নিরূপয়িতুং স্বয়নাচার্য্যস্বরূপা
 শ্রুতিরাহ ঈশেত্যাদি । ঈশা বাস্ত্রমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণামান্বযাথাঅ্যা-
 প্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কস্মৈবিনিয়োগঃ কিস্তুপাসনায়া-
 মবিরোধাৎ । উপাসনা তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষসাধনং ভজন-
 মেব । সম্বন্ধো হি জীবে পরসান্মুখ্যম্ । অতঃ সজ্জেকপতো ব্যাখ্যা-
 শ্রামঃ । ঈশা বাস্ত্রেতি । তিস্রোহনুষ্টুভঃ । দধ্যাঙ্গাথর্কগন্ধাষিঃ
 স্বং শিষ্যং পুত্রঞ্চ নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তং সৎপ্রসঙ্গলুপ্তং শ্রদ্ধালুং
 শাস্ত্রাদিমস্তমধিকারিণমুপসন্নমাহ ঈশা বাস্ত্রমিত্যাদি । ঈশ
 ঈশ্বর্য্যে ক্বিবন্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্ । সর্ব্বশ্রেণীতা পরমেশ্বরঃ । স

হি সৰ্ব্বজন্তুনাং সৰ্ব্বমীশে । তেনাত্মনা ঈশা পরমেশ্বরে-
 গ্বেদং সৰ্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং বাস্তুং বস আচ্ছাদনে
 ঋহলোণ্যাদিতি গ্যৎপ্রত্যয়ঃ গিত্বাৎ স্বরিতঃ আচ্ছাদনীয়মিত্যর্থঃ ।
 সৰ্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ । স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্ঠাৎ ।
 অন্তর্বহিষ্চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি শ্রুতেঃ । যদ্বা
 ইদং সৰ্ব্বমীশা পরব্রহ্মণা বাস্তুং বস নিবাসে ইত্যস্ত রূপং বাসিতম্
 উৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চ । যতো বা ইমানি ভূতানি
 জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যময়তোষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত
 ইত্যাদি শ্রুতেঃ । ন কেবলং প্রত্যক্ষগম্যমীশা বাস্তুমপি তু সাব-
 রণং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহ যদিতি । যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধং
 জগত্যাং জগৎ স্থাবরজঙ্গমায়ুকং শেষঃ বিশ্বমীশেনোৎপাদিতং
 স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চৈত্যর্থঃ । অতঃ কারণাৎ তেনেশা ত্যক্তেন
 বিশ্বষ্টেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথাঃ ভোগাননুভবেঃ ।
 ইতোহধিকং মা গৃধঃ গৃধু অভিকাজ্জায়াং মাকাজ্জীঃ । ইতো
 নমাধিকং ভবত্বিতি বুদ্ধিং ত্যজেত্যর্থঃ । পরমাত্মাধীনত্বেন ত্দি-
 চ্ছায়া ব্যাহতত্বাদিতি ভাবঃ । এবং সৎ ধনং কস্ত স্মিৎ স্মিদিতি
 নিপাতো বিতর্কে ন কস্তাপীত্যর্থঃ । স এষ সৰ্ব্বস্ত বশী সৰ্ব্বশ্রে-
 শানঃ সৰ্ব্বমিদং প্রশান্তি যদিদং কিঞ্চৈত্যাदिশ্রুতেমুখ্যদাতা পর-
 মেশ্বরো ন স্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিতমন্ত্ৰং প্রাণিজাতমিতি বৈরাগ্যেণ
 ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকা ।

ঈশোপনিষদ্বাচ্যরহস্যবিবৃতিঃ ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তমীশমখিলস্তান্তর্বহিষ্চ স্থিতং

যদুরে নিকটে চ যচ্চ সকলং যৎ স্বপ্রভং শক্তিমং ।

ভক্তেবর্জকরং সুগুপ্তবিভবং প্রেমেদমাপ্লাবিতং
 কৃষ্ণাভিন্নমুপাসিতং বিজয়তে গৌরাভিধং তন্নহঃ ॥
 বিদ্যাভূষণভাব্যকৃৎকবরশ্রীপাদপদ্মং সদা
 ধাত্বা হংকমলে যথা স্বমতি তৎসিদ্ধান্তশুভ্রীসুখা ।
 টীকা নৈকবিধা বিচার্য কুরুতে শ্রামোহথ গোষ্ঠামিকঃ
 ঈশাশ্রোপনিষদ্রহস্যবিবৃতিং সিদ্ধান্তবাচস্পতিঃ ॥

ঈশা বাস্তুমিত্যাदिमन्त्रान् व्याचिख्यास्वर्भाषाकारस्तत्पূर्तये
 प्रथमं तावत् शिष्टाचारपरिप्राप्तेष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्गल-
 माचरति वेदास्तुथेति । विघ्नबाह्याशङ्कया वस्तुनिर्देशरूपं
 पुनर्मङ्गलमाचरति वेदेष्टिति । अनेनैवेशा वास्तুমित्यादि-
 मन्त्राणां कर्मशेषत्वशङ्का निराकृता । तथाहि कर्मजडाः केचन
 मन्त्रेणैव ईशा वास्तुमित्यादयो मन्त्राः कर्मशेषा मन्त्रत्वाविशेषां
 ईषे इति मन्त्रवत् । अतः पृथक् प्रयोजनाद्याभावादव्याख्या
 इति । तान् प्रत्याह ईशा वास्तुमित्यादीनामिति । कर्मस्थिति ।
 ईशा वास्तुमित्यादीनां मन्त्राणामाश्रयाध्याप्रकाशकत्वेन विरो-
 धादेव कर्मस्वविनियोग इत्येतेषां मन्त्राणां कर्मस्वविनियोगे
 कारणमुक्तम् । तत्र प्रथमाध्यायमारभ्य एकोनचत्वारिंशत्तमा-
 ध्यायपर्याप्तं तेषां तेषां मन्त्राणां तेषु तेषु दर्शपूर्णमासादश्व-
 मेधास्तुषु यथा विनियोगस्तथैव कर्मप्रतिपादकत्वाभावेऽपि
 सहस्रशीर्षेत्यादिवदीशा वास्तुआदीनामपि मन्त्राणां कर्मस्य यथा
 कथञ्चन विनियोगः किं न श्रुतिरिति चेन्नैवम् । अत्र पुरुष-
 ब्रह्माणं दक्षिणतः पौरुषेण नारायणेनाभिष्टौति सहस्रशीर्षा पुरुष-
 इत्यनेन षोडशर्चेनेत्यादिवत् कर्मस्य प्रमाणतो विनियोगा-
 भावात् कर्मप्रतिपादकत्वाभावाच्च । तर्हि यागकलना कुतो न

ক্রিয়ত ইতি চেৎ । বিশেষঃ পরিহৃত্যেব সা কল্পনা ভবিষ্যতি
নেতরেতি । অতএব ভাষ্যকারো বিরোধাদেবাবিনিয়োগ-
স্তেষাং মন্ত্রাণাং কৰ্ম্মস্বিতি প্রতিপাদয়তি । স্বাতন্ত্র্যসৰ্ব্বকৰ্ত্ত্ব-
সার্কজ্যপুমৰ্থত্বাদিধৰ্ম্মকবিজ্ঞানসুখস্বরূপমাত্মবাথাঅ্যাক্ষ কৰ্ম্মণা
বিরুদ্ধোতেতি যুক্ত এবেষাং কৰ্ম্মস্ববিনিয়োগঃ । উপাসনশ্চ তু
আত্মবাথাঅ্য প্রতিপাদকত্বেনাবিরোধাদেব যুক্ত এবেষাং তস্মিন্
বিনিয়োগঃ । তদেব স্কুটয়ন্যাহ উপাসনা স্থিতি । জীবে পরেশ-
সান্মুখ্যরূপশ্চ জীবপরয়োঃ সম্বন্ধশ্চ আত্মবাথাঅ্যজ্ঞানসাপেক্ষত্বা-
দুপাসনশ্চ চ আত্মবাথাঅ্যজ্ঞানদ্বারেণৈব তৎকরণত্বাদবিরোধ
ইতি শেষঃ । অত ইতি । তথা হত্র নিকামধৰ্ম্মনিৰ্ম্মলচিত্তঃ সং-
প্রসঙ্গলুদ্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাदिमानधिकारी सम्यक्को वाच्यवाचक-
भावः বিষयो निरवद्यो विभुज्ञानसुगुणगणोहचित्त्यानसुशक्तिः
सच्चिदानन्दः पुरुषोत्तमः प्रयोजनसुशेषदोषविनाशपुरःसरस्त-
साम्काङ्कार इत्यनुबन्धचतुष्टयविशिष्टाद्याध्यायते इति भावः ।
ঈশেতি ক্রিবন্তং তৃতীয়ান্তং রূপম্ । স্কুটার্থমন্তঃ ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তানুবাদ ।

উপনিষৎ পাঠকালে শাস্তিপাঠের নিয়ম গুরুপরম্পরাগত ।
“ও পূৰ্ণমদঃ” ইত্যাদি মন্ত্রটি শাস্তিপাঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
ঐ মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ ;—

“অদঃ অবতারিরূপম্ ইদম্ অবতাররূপম্ উভয়ং পূৰ্ণং সৰ্ব্বশক্তিমং ।
পূৰ্ণাদবতারিরূপাং পূৰ্ণমবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাভুর্ভবতি ।
তল্লীলাপূৰ্ত্তৌ পূৰ্ণাবতাররূপশ্চ পূৰ্ণং স্বরূপমাদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূৰ্ণমব-
তারিরূপমন্ত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ।”

পূর্ণ এই অবতারিরূপ ও পূর্ণ এই অবতাররূপ উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্বশক্তিসমবিত । পূর্ণ অবতারিরূপ হইতে পূর্ণ অবতার-রূপ লীলাবিস্তারার্থ প্রাচুর্ভূত হয়েন । লীলাপূর্তির জন্ত পূর্ণ অবতাররূপের পূর্ণ স্বরূপকেই আপনাতে গ্রহণ পূর্বক পূর্ণ অব-তারিরূপ অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন । কোনরূপেই পরমে-শ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না ।

শাস্ত্র দ্বিবিধ ;—পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় । পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রই পৌরুষেয় শাস্ত্র এবং পরমেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের নামই অপৌরুষেয় শাস্ত্র । বেদশাস্ত্র পরমেশ্বরপ্রণীত, অতএব অপৌ-রুষেয় । সর্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র কাণ্ডত্রয়াত্মক । কৰ্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড, এই তিনটি কাণ্ডই বেদের কাণ্ডত্রয় । তন্মধ্যে শেষোক্ত উপাসনাকাণ্ডেই বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য । প্রথমোক্ত কাণ্ডদ্বয় উপাসনাকাণ্ডেরই অঙ্গভূত । যে কাণ্ডে দর্শপূর্ণমাসাদি অশ্বমেধান্ত কৰ্ম্ম সকল উক্ত হইয়াছে, তাহারই নাম কৰ্ম্মকাণ্ড । যে কাণ্ডে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার যাধাশ্মা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞানকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে । আর যে কাণ্ডে পর-মেশ্বরের সান্নিধ্যলাভের উপায় সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই উপাসনাকাণ্ড । জ্ঞানকাণ্ড ও কৰ্ম্মকাণ্ডের যেরূপ পরস্পর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উপাসনাকাণ্ডের সেরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না । জ্ঞানকাণ্ড ও কৰ্ম্মকাণ্ডের যাহাতে পর্য্যবসান হয়, তাহাই উপাসনাকাণ্ড । প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বেদই উপাসনাকাণ্ড । আপাততঃ বেদকে কৰ্ম্ম-জ্ঞান-রূপ-কাণ্ডত্রয়াত্মক বলিয়াই প্রতীতি হয় । বহিদৃষ্টিই তাদৃশী প্রতীতির কারণ । অন্তদৃষ্টিতে

দর্শন করিলে, কৰ্ম ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় না। তদবস্থায় কৰ্ম ও জ্ঞান উপাসনারই অঙ্গ বলিয়া স্থির হয়। কৰ্ম ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকিল, উহারা যদি উপাসনারই অঙ্গ হইল, তবে বেদকে একমাত্র উপাসনাপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সম্ভব হইতে পারিল। কিন্তু সাধারণ লোক সকল সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন না। তাঁহারা সমগ্র বেদকেই কৰ্ম-পর বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহারা কৰ্মকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐরূপ বিবেচনা অসম্ভব হয় না। সত্য বটে, উপাসনার অঙ্গীভূত কৰ্ম ও জ্ঞান নিখিল পুরুষার্থের হেতু। কিন্তু তাই বলিয়া কি সমস্ত-কৰ্ম ও সমস্ত জ্ঞানকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু বলা যাইতে পারে? সত্য বটে, ভক্তের সকল কৰ্ম ও সকল জ্ঞানই উপাসনার অঙ্গ, কিন্তু তাই বলিয়া কি যিনি নিজকৃত কৰ্ম ও যোগার্জিত জ্ঞানকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার সেই সকল কৰ্ম ও জ্ঞানকেও উপাসনার অঙ্গ বলিতে হইবে? তাহা কখনই নহে। বেদোক্ত সকল কৰ্ম ও সকল জ্ঞানই উপাসনোদ্দেশ্যক হইলেও অনধিকারীর পক্ষে ঐ সকল কৰ্মের ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যার্থ প্রদ্যোতিত হয়। এইরূপ হয় বলিয়াই এক বেদ-বাক্য অবলম্বনে মানবসমাজে বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হইয়াছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, অর্থাৎ যিনি তামস অধিকারী তিনি কৰ্মকে যিনি রাজস অধিকারী তিনি জ্ঞানকে এবং যিনি সাত্ত্বিক অধিকারী তিনি উপাসনাকে বা তদঙ্গীভূত কৰ্ম ও জ্ঞান উভয়কে পরমপুরুষার্থের সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। কাল এই মতভেদের সহায়। ত্রিকালসত্য বেদবাক্যসমূহ সৰ্ব্বজ্ঞ আচার্য্যের

তায় ঐ সকল মতের হেয়তা ও উপাদেয়তা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । আমরা আপনাপন বুদ্ধিবৈচিত্র্য অনুসারে ঐ হেয়োপদেয়তা স্থির করিয়া লই । ভ্রান্তিবশতঃ আমরা কখন বা হেয়কে উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি এবং কখন বা উপাদেয়কে হেয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াও থাকি । করুণাময় জগদীশ্বর তদোষের প্রশমনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন । বেদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত আমরাদিগকে ইতিহাস ও পুরাণ সকল প্রদান করিয়াছেন । তদনুসারে বেদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বেদের গূঢ়ার্থ সকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । বেদের পূর্বভাগের অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের গূঢ় অর্থ সকল উহার উত্তরভাগে অর্থাৎ উপনিষদভিধেয় জ্ঞানকাণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে । এবং জ্ঞানকাণ্ডের গূঢ় অর্থ ও তদর্থনির্ণায়ক বেদান্তমূত্র সকলের গূঢ় অর্থ আবার তদ্ব্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে ও অপরাপর প্রসিদ্ধ পুরাণেতিহাসে ব্যক্ত হইয়াছে । বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষ্যখানি বেদান্তার্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত । অপরাপর ভাষ্যগুলির অধিকাংশ স্বকপোলকল্পিত । ঐ সকল ভাষ্যে কর্মকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু, বিষ্ণুকে কর্মের অঙ্গ, স্বর্গাদি কর্মফলকে নিত্য, জীব ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য, পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মেরই জীবন্ত এবং চিন্মাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । স্বয়ং বেদই ঐ সকল দূষিত মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া উপনিষদ্ভাগে তাহার স্তম্ভীমাংসা প্রচার করিতেছেন । সমগ্র উপনিষদই একবাক্যে বলিতেছেন যে, ভগবান বিষ্ণু কর্মের অঙ্গ নহেন ; পরন্তু তিনি স্বাধীন ও নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ পরমেশ্বর । তিনি সার্বভৌমাদি সর্বগুণে বিমণ্ডিত । ঈশ্বর, জীব,

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম, এই পাঁচটিই তত্ত্ব। তন্মধ্যে যিনি বিভূ-
চৈতন্য তিনিই ঈশ্বর এবং যিনি অণুচৈতন্য তিনিই জীব। উভ-
য়েই নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী। উভয়েই অস্বংশকের বাচ্য এবং
জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। পরমেশ্বর স্বরূপশক্তিসমন্বিত।
তিনিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা। তিনিই জীবের ভোগাপ-
বর্গের বিধাতা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ভক্তিবাদ্য। জীব বহু।
পরেশবৈমুখ্য বশতই জীবগণের বন্ধ এবং তৎসান্মুখ্য হইতেই
মোক্ষ ও ভগবৎসাক্ষাৎকারসুখ। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই
প্রকৃতি। প্রকৃতির নিজের কর্তৃত্ব নাই। তিনি পরমেশ্বর কর্তৃক
প্রেরিত হইয়াই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন। ভূতাদি-ব্যবহার-
হেতু জড় বা অজড় রূপে নির্দেশের অযোগ্য দ্রব্যবিশেষের
নামই কাল। উহা ঈশ্বরেরই চেষ্টা এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত।
কর্ম জড় এবং অদৃষ্টাদিশব্দব্যাপদেশ্য। ঐ কর্ম অনাদি ও
বিনশ্বর। শেষোক্ত চারিটিই পরমেশ্বরের শক্তি। পরমেশ্বর
অদ্বিতীয়। “ঈশা বাস্তুং” প্রভৃতি মন্ত্র সমূহে এই বিষয়গুলিই
ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মন্ত্রগুলি কর্মকাণ্ডীয় মন্ত্র
সকলের সজাতীয় হইলেও কর্মশেষ নহে। কারণ, এই মন্ত্র
গুলিতে আত্মসাধন-জ্ঞান-প্রতিপাদন দ্বারা জীবের পরমেশ্বর-
সান্মুখ্য-সাধন উপাসনাই প্রচার করা হইয়াছে। অতএব এই
মন্ত্রগুলি উপাসনাপর। যিনি পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারাভিলাষী,
তিনি যথারীতি এই মন্ত্রগুলির শ্রবণাদিতে রত হইবেন।

“ঈশা বাস্তুম্” প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রের অন্তঃস্থ ছন্দ।
“ছাদয়তি এনং পাপাং কর্মণঃ ইতি ছন্দঃ” যাহা পাপ কর্ম
হইতে রক্ষা করে, তাহারই নাম ছন্দ। এতদ্বারা ঐ সকল

ছন্দের আলোচনায় পাপপ্রবৃত্তির উপশম হয়, ইহাই স্মৃতিত হইতেছে।

বেদ গদ্যপদ্যময়। বৈদিক গদ্যকে ব্রাহ্মণ বা নিগদ বলে। আর বৈদিক পদ্যের নাম ঋক্ অথবা মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রে প্রধানত সাতটি ছন্দ দেখা যায়। যথা, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। তন্মধ্যে গায়ত্রী ত্রিপদা। ইহার প্রত্যেক চরণে আট আটটি অক্ষর। তিন চরণে চতুर्वিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ হয়। এই গায়ত্রীই সকল ছন্দের মূল। ইহাতেই চারি চারি অক্ষর বৃদ্ধি করিলে উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দ হয়। উষ্ণিকের অক্ষর-সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। উহা হইতে চতুরক্ষরাধিকা অনুষ্টুভ্। অনুষ্টুভ্ হইতে চতুরক্ষরাধিকা বৃহতী। বৃহতী হইতে চতুরক্ষরাধিকা ত্রিষ্টুভ্। এবং তাহা হইতে চতুরক্ষরাধিকা জগতী। বেদে উৎকৃতি পর্য্যন্ত সকল ছন্দই আছে। কিন্তু ঐ সকল ছন্দ পরে প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত পূর্বোক্ত সাতটি ছন্দই বৈদিক ছন্দ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গায়ত্রী প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি যথা—

“গায়ত্যানয়েতি গায়ত্রী। অথবা গায়তো মুখাৎ ত্রিঃ ত্রিপদা উৎপত্তিতেতি গায়ত্রী। যদ্বা গায়ন্তং ত্রায়ত ইতি গায়ত্রীতি নিরুচ্যতে। গায়ত্র্যা উর্দ্ধং স্নিহতে ইষাতে ইতি উষ্ণিক্। গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্ধেন পাদেন অনুষ্টোভতি বর্দ্ধয়তীতি অনুষ্টুভ্। ততোহপি পরিবর্হণাং বৃহতী। ততোহপি প্রপঞ্চাং পঙ্ক্তিঃ। পঙ্ক্তিঃ পঞ্চপদা। ত্রিবৃং বজ্রন্তং স্তোভতীতি ত্রিষ্টুভ্। গততমম্ অন্তিমং ছন্দ ইতি জগতী। যদ্বা জলচরগতিরিব গতির্বন্তা ইতি জগতী। পৃষোদরাদিহাং সাধুঃ।”

দধ্যাঙ্ণাথর্বণ ঋষি নিকামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্ত সংপ্রসঙ্গলুপ্ত শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন উপাসনাধিকারী নিজ পুত্র ও শিষ্যকে বলিতেছেন—

এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সে সকলই পরমেশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তিনি যাহা দেন, তাহাই ভোগ কর । তিনিই বিশ্বের অধিপতি । তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় অধিপতি নাই । তিনি যাহা দেন নাই, তাহা ভোগ করিতে অভিলাষ করিও না ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ৩৪ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ স্বাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বই পরমেশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তিনি জীবগণের অদৃষ্ট অনুসারে তাহাদিগের ভোগের নিমিত্ত এই বিশ্ব রচনা করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ামক বিধাতা । নিখিল জগৎই তাঁহার শক্তি । তিনি ঐ শক্তির অধীশ্বর । তিনি যাহা দেন, জীব তাহাই প্রাপ্ত হয়েন, আর তিনি যাহা না দেন, জীব তাহা পাইতে পারেন না । জীব যতই পান, তাঁহার আকাজ্জার নিবৃত্তি নাই । কিন্তু তাঁহার আকাজ্জার পরিপূরণ না হওয়াতে চিন্তেরও শাস্তি ঘটে না । পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পণ ভিন্ন জীব চরিতার্থ হইতে পারেন না । অতএব অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর যাহাকে যাহা দিয়াছেন, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, আর অধিক আকাজ্জা না করিয়া বিষয়বৈরাগ্যের সহিত পরমেশ্বরের কৰুণার উপর আত্মনির্ভর করে, তবে যথাকালে শুভাদৃষ্টের উদয়ে পরমেশ্বরসাম্মুখ্যলাভে চরিতার্থ হইতে পারে । আমার চেষ্ঠায় আমি অধিক লাভ করিতে পারিব, এরূপ জ্ঞান অহঙ্কারমূলক । অহঙ্কারীর পুরুষার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । বিষয়ে অপেক্ষারহিত ও নিরহঙ্কার না হইলে, পরমেশ্বরের সাম্মুখ্য লাভ করা যায় না । দৈন্ত ও নৈরপেক্ষ্যই উপাসনার মূল । দৈন্তমূলক ও নৈরপেক্ষ্যমূলক

উপাসনাতেই বহিমুখতার নিবৃত্তির সহিত অন্তর্মুখতার অভ্যাসে
পরমেশ্বরের সাম্মুখ্য ও তৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাই জীবের
পরম লাভ। অতএব তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরম লাভ
হইতে বিচ্যুত হওয়া কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ১ ॥

বেদার্কদীপ্তিঃ ।

[জগত্যাং বিদ্যে যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ ; বিদ্যে যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সৰ্বং
ঈশাবাস্তং ঈশেন আবৃতম্ । তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ
ভোগং কুৰ্বীথাঃ । কস্ত সিদ্ধনং কস্তচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাজ্জীঃ ॥ ১ ॥]

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর
কর্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম সহকারে ভোগ
কর। কাহারো ধনে আকাজ্জা করিও না ॥ ১ ॥

ভাবার্থ;—আত্ম শক্তি দ্বারা এই জগৎকে পরমেশ্বর সৃষ্টি
করিয়া স্বয়ং সেই শক্তি প্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনু-
প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। হে জীব, তুমিও তাহার শক্তিনিঃসৃত
তত্ত্ববিশেষ। তিনি পরমাত্মা, তুমি আত্মা, অতএব আত্মধর্ম
বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না।
তুমি আপাততঃ স্বরূপভ্রম বশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে পর
বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি
সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ কর
তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয় সকল গ্রহণ
করিতে হয় না। তুমি ভগবৎপরিচর্যায় সমস্ত অর্পণ কর।
এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর তাহা পরমেশ্বর দত্ত প্রসাদ বলিয়া
স্বীকার কর তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে ॥ ১ ॥

কুর্ক্স্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইদানীং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বিহিতমবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ কুর্ক্স্নেবেতি ।
কৰ্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদৌনি নিষ্কামাণি কুর্ক্স্নেবেহ লোকে শতং শত-
সংখ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ শতবর্ষপর্য্যন্তং জিজীবিষেৎ জীবিতু-
মিচ্ছেৎ । এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কৰ্ম্ম কুর্ক্সতি চ নরে ইতঃ
এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি কুর্ক্সতঃ প্রকারাদন্তথা প্রকারা-
ন্তরেণ মুক্তির্নাস্তি যদ্বাতল্লিপ্তত্বং নাস্তীতি ভাবঃ । তাদৃক্ কৰ্ম্ম
তু ন লিপ্যতে ॥ ২ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতি টীকা)

ইদানীমিতি । জিজীবিষেদিতি । ভবানিতি শেষঃ । পুরুষ-
ব্যত্যয়ঃ প্রকরণাৎ । পুরুষায়ুষশ্চ শতবর্ষপরিমিতত্বাৎ শতগ্রহ-
ণম্ । কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগ ইতি দ্বিতীয়া । যাবচ্ছক্তি
কর্তব্যং ন কদাপি ত্যাজ্যমিতি । কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু
কদাচন । মা কৰ্ম্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকৰ্ম্মণীতি ।
ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ । লিপ্যতে ন স
পাপেন পদ্যপত্রমিবাস্তসেতি ভগবদ্বচনাৎ । ত্বয়ীতি । তব এবং
কৰ্ম্ম কুর্ক্সতো জিজীবিষতো মুক্তিরস্তি প্রকারান্তরেণ তু সা
নাস্তীতি ভাবঃ । স্বর্গাদিপ্রাপ্তৌ যথা নানোপায়াঃ সন্তি ন তথা
মুক্তাবিত্যর্থঃ । ব্রহ্মার্পণবুদ্ধ্যা কৃতকৰ্ম্মণা শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব
মুক্তিরিত্যাশয়ঃ । ননু কৰ্ম্মণোহবশ্যং স্বর্গাদিনা ফলেন ভাব্যং
কথং মুক্তিরিতি চেৎ তত্রাহ তাদৃগিতি । মুক্ত্যর্থঃ ক্রিয়মাণং
কৰ্ম্ম নরে মনুষ্যে ত্বয়ি ন লিপ্যতে ন বধ্যতে । স্মোচিতেনাস-

ক্লান্তফলেন কৰ্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ন্তং নরমপি হ্যং ন কৰ্ম্ম বাধতে
 তশ্চ মুক্তিকারণান্তঃকরণশূন্যাপাদকত্বেনোপক্ষীণশক্তিস্বাদিত্যর্থঃ ।
 উক্তং হি—দ্বাবিমাবথ পস্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । প্রবৃতি-
 লক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তৌ চ বিভাষিত ইতি ॥ ২ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত কৰ্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়,
 ইহাই বলিতেছেন ;—

ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম সকল যথাবিধানে অনুষ্ঠান করিলে,
 মনুষ্য একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন । তিনি তাঁহার
 ঐ সুদীর্ঘ জীবনে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে যে কিছু কৰ্ম্ম করিবেন,
 তাহা তাঁহাতে লিপ্ত হইবে না । বিশেষতঃ তাদৃশ অনুষ্ঠান ভিন্ন
 অত্র কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।—মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ একশত বৎসর ।
 কিন্তু অনাচার ও অত্যাচারে ঐ আয়ুর ক্ষয় হয় বলিয়া অধি-
 কাংশ লোক ঐ নির্দিষ্ট কালের পূর্বেই গতাস্ব হইয়া থাকেন ।
 যিনি বিধিবিধানে শাস্ত্রোক্ত আচার পালন করেন, তিনি
 কখনই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন না । দীর্ঘজীবন লাভ
 সৌভাগ্যের কথা । আত্মসাধাভ্যাসজ্ঞানোপযোগী এই জীবন যদি
 অসময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিকাশোপযোগী কুশুম যদি মুকুলেই বিনষ্ট
 হইয়া যায়, তদপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় ক্ষতির বিষয় আর কি আছে !
 যে ভগবত্পাসনা দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য
 অবসরসাপেক্ষ । মানবজীবন শতবর্ষব্যাপী হইলেও অবসর-
 বিবেচনায় অত্যল্প । পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, “শতং জীবতি
 যদ্যল্পং নিদ্রা তস্তাৰ্দ্ধহারিণী । বাল্যরোগজরাহুঃখৈস্তদৰ্দ্ধমপি

হীয়তে ॥” আমাদিগের শতবর্ষপরিমিত জীবনের অধিকাংশ নিদ্রায় এবং অবশিষ্টাংশেরও অধিকাংশই বালা, রোগ ও জরা প্রভৃতিতে বৃথা অপব্যয়িত হইয়া থাকে । অতএব প্রথমতঃ সুদীর্ঘ জীবন লাভের চেষ্টা, পরে ঐ জীবনকে ঈশ্বরারাধনা দ্বারা সফল করিবার চেষ্টাই আমাদিগের একান্ত কর্তব্য । উভয়ই কৰ্ম্ম-সাপেক্ষ । সংকৰ্ম্ম ভিন্ন দীর্ঘজীবন লাভ ও চিত্তশুদ্ধির কোনটিই হয় না । চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মবাহ্যাত্মজ্ঞানসাধন ভগবৎজন ও সুসিদ্ধ হয় না । তদ্ব্যতিরেকে মুক্তিও ঘটে না । সত্য বটে, কৰ্ম্মের ফল স্বর্গাদিতোগ । উহাও লৌহশৃঙ্খলের পরিবর্তে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্ধনের ন্যায় জীবের বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাও সত্য । কিন্তু কৰ্ম্ম দ্বিবিধ ; প্রবৃত্তিসাধক সকাম কৰ্ম্ম এবং নিবৃত্তি-সাধন নিষ্কাম কৰ্ম্ম ; সকাম কৰ্ম্মই জীবকে বন্ধন করে, ভজনের অঙ্গীভূত নিষ্কাম কৰ্ম্ম তাহা করে না । দৈন্ত ও নৈরপেক্ষ্য সহকারে অনুষ্ঠিত ভগবদারাধনলক্ষণ নিম্নলিখিত কৰ্ম্ম জীবকে বন্ধন করিতে পারে না । ঐ সকল কৰ্ম্ম পদ্মপত্রে সলিলের ন্যায়, জীবে লিপ্ত হয় না । অতএব তাদৃশ কৰ্ম্মই জীবের অনুর্ত্তেয় । উহাই মুক্তির অনন্ত সাধন ॥ ২ ॥

(বেদার্কদীপ্তিঃ ।)

[ইহ জগতি এবং প্রকারেণ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ ।
ত্বয়ি নরে এবং জীবতি সতি কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে । ইতঃ অন্তথা নাস্তি ॥ ২ ॥]

এই জগতে পূর্বোক্ত প্রকারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুক । এক্রপে জীবিত থাকিলেও তুমি কৰ্ম্মে লিপ্ত হইবে না । ইহার অন্তথা নাই ॥ ২ ॥

ভাবার্থ ;—সৰ্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন পূৰ্ব্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিলে কেবল আত্মানুষ্ঠানই হইয়া থাকে । অতএব শত শত
বৎসর জীবিত থাকিলেও জীবকে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না ।
দেহ যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে কৰ্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, নতুবা
জীবন সদ্যই বিনাশ হয় অথবা সুন্দর নির্বাহিত হয় না । যদি
পরমাত্মানুশীলনরূপ সংসার পত্তন করা যায় তবে তৎসম্বন্ধীয় কোন
কৰ্ম্মই কৰ্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হইবে না । জ্ঞান বা ভক্তিরূপে লক্ষিত
হইবে । পরমাত্ম জ্ঞান কার্য্য সমস্তই ভক্তি । অতএব নারদ
বলিয়াছেন ;—

সৰ্ব্বোপাধিবিনিৰ্ম্মুক্তং তৎপরমেন নিৰ্ম্মলম্ ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিক্রমমা ॥ ২ ॥

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

অথ কাম্যপরান্ নিন্দতি অসূর্য্যা ইতি । যে কে চ যে কেচিৎ
জনাঃ আত্মানং ঘৃণ্তি সংসারে সম্বন্ধয়ন্তীত্যাত্মহনঃ তে প্রেত্যা
মৃত্বা তান্ লোকান্ অভিগচ্ছন্তি । লোকাঃ কথমুতা ইতা-
পেক্ষায়ামাহ অসূর্য্যা নাম ইত্যাদি । অসূর্য্যা অসুরপ্রাপ্যাঃ নাম
তে লোকা অন্ধেন গাঢ়েন তমসা আবৃত্তাঃ সংবৃত্তা ইত্যর্থঃ । অবি-
দ্বাংসঃ কাম্যপরাঃ আত্মহন্তারো জনাঃ মৃত্বা দুরন্ততমসাবৃত্তমসুর-
লোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতি টীকা)

অথেতি । অতীতি । অভিরাতিমুখ্যে । অসুরাণামিমে
অসূর্য্যাঃ অসুযু প্রাণেষু এব রমন্ত ইত্যসুরাঃ প্রাণপোষণমাত্র-

পর। অজ্ঞানিনঃ কেবলবিষয়সক্তাঃ প্রাপ্য অশ্রুয়াঃ । পুনঃ
কীদৃশাঃ—অনেন তমসা অজ্ঞানাত্মকেন তমসা আবৃত্তা আচ্ছা-
দিতাঃ । অজ্ঞানাধিক্যকারিণ ইত্যর্থঃ । অনাত্মজ্ঞাঃ পুনঃ পুন-
র্জায়ন্তে ত্রিমুখ্যন্তে বেতি ভাবঃ । উক্তং হি শ্রীভগবতা—কৰ্ম্মজং বুদ্ধি-
যুক্তা হি কলং ত্যক্তা মনীষিণঃ । জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং
গচ্ছন্ত্যনাময়মিতি । অনেকচিত্তবিস্রাস্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহত্চাবিতি । তস্মাৎ যথা-
যোগং বর্ণাশ্রমবিহিতকৰ্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ন্তুঃপ্রসাদেন নিবৃত্ত-
স্বাস্তঃকলুষো জাতবৈরাগ্য আত্মবিশুদ্ধো ভবতীতি প্রমট্ট-
কার্থঃ ॥ ৩ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর কাম্যকৰ্ম্মপরায়ণ লোক সকলের নিন্দা করিতেছেন ;—
যাহারা আত্মঘাতী, তাহারা মৃত্যুর পর প্রগাঢ় তিমিরাবৃত্ত
অন্তরলোকেই গমন করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই মানবজীবন মোক্ষোপযোগী । যিনি ঈদৃশ
জীবন প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সদ্যবহার করেন না, যিনি দুর্লভ
মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও ভবসাগর সমুত্তরণের চেষ্টা করেন না,
তিনিই আত্মঘাতী । আত্মঘাতীর সত্ত্ব উদ্ধার নাই । তিনি
মৃত্যুর পর ভোগলুপ্ত স্বার্থপর লোক সকলের নিবাসভূত গাঢ়াক-
কারাবৃত্ত নরকে গমন করেন । পক্ষান্তরে নিষ্কাম ভগবৎ-
পরায়ণ সাধু পুরুষ সকল উপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভে কৃতার্থ হইয়া
আত্মানন্দে ভাসিতে থাকেন । এরূপ লোকের ইহলোকে পুনরা-
বৃত্তি হয় না । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৰ্ম্মফলে আকাজ্জকরহিত
হইয়া স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে

করিতে তৎপ্রসাদে চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ঈশ্বরাতিরিক্ত বিষয়সমূহে
নিরপেক্ষ ও ঈশ্বরে সমাসক্ত হইবেন। এইরূপ হইলে, মুক্তি
স্বয়ং তাঁহার সেবা করিবে। নতুবা তৎকৃত সকাম কৰ্ম্মের ফলে
তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারেই গতায়াত করিতে হইবে, এবং
তাঁহার অজ্ঞানাক্রকার ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া পরমেশ্বরসাক্ষাৎ-
কারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবে ॥ ৩ ॥

(বেদার্কদীক্ষিতি)

[অন্থথা কুর্বন্ মরঃ আত্মহা ভবতি । যে কে আত্মহনঃ জনাঃ তে প্রেত্য
অন্ধেন তমসাবৃতান্ অশ্ব্যান্ লোকান্ গচ্ছন্তি ॥ ৩ ॥]

যাহারা পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে
ভোগ করে তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী।
তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরী ভাব প্রাপ্ত
লোক সকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত) তাহাই
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ;—যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কৰ্ম্ম করে না, বিরাগ লাভো-
দ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মাত্মশীলনের জন্ত বিরাগকে
আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কৰ্ম্ম, ধর্ম্ম ও বিরাগ স্বার্থপর
অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কারক হয়, আত্মাত্মশীলনের সহকারী
নয়। অতএব তাঁহাদের জীবন মরণ প্রায়। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

ন যন্ত কৰ্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবনমপি মৃতো হি সঃ ॥

যে জীবের এরূপ আচরণ, তাহার আত্মা জড় বিনষ্ট প্রায়
হইতে থাকে। তজ্জন্তই তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলা যায়।
সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আত্মরী ভাবকে লাভ করে;—

আত্মার স্বাভাবিক দৈবভাবেকে ত্যাগ করে । অতএব সৰ্ব্বতো-
ভাবে সংসারে পরমাত্ম সন্থক স্থাপনপূর্বক শরীর চেষ্টারূপ কৰ্ম
আচরণ কর । নামমাত্র কৰ্ম থাকিবে । স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎ
পরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদেবা আপ্নুবন্ পূর্বমৰ্ষৎ ।

তদ্ধাবতোহন্থানত্যেতি তিষ্ঠ-

ত্যান্নিমপো মাতরিখা দধাতি ॥ ৪ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম্ । তদব্রহ্ম কিংবিধ-
মিত্যত আহ অনেজদিতি । ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্কেয়মৃক্ । অনেজদকম্পন-
মচলদভয়মিতি বা একং সমাধিকরহিতম্ । যদ্বা সৰ্ব্বভূতেষু
বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্ । মনসো জবীয়ঃ বেগবত্তরং তদপ্রাপ্যম্ ।
দেবা ইন্দ্রিয়ানি ব্রহ্মাদ্যা এনৎ এতৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ গোচরী-
কুৰ্বন্তি । তত্র হেতুঃ পূর্বমৰ্ষদিত্যাदि । পূর্বমৰ্ষৎ পূর্বমেব
গতং জবনান্মনসোহপি । কিঞ্চ লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরমাহ
তিষ্ঠদিতি । তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সৰ্ব্ব-
গতত্বাৎ ধাবতঃ ক্রতং গচ্ছতঃ অন্থান্ মন-আদীন্ অত্যেতি
অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মাতরিখা
বায়ুঃ ক্রিয়াত্মকঃ অপঃ কৰ্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণাণি দধাতি
ধারণতি । যদ্বা মাতরিখা যস্মিন্ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি স্থাপয়তীতি ॥ ৪ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতি টীকা)

ব্রহ্মবিজ্ঞানমেবেতি । অনেজদিতি । এজ্ কম্পনে । ন এজ-
তীত্যনেজৎ । অজরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মেতি শ্রুতেরভয়মিতি ।

সমাধিকরহিতমিতি । ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্বেতাশ্ব-
 তরোক্তেঃ । একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ় ইত্যাদিশ্রুতিবলাদাহ
 য়েতি । মনস ইতি । মনসো জবীয়ঃ মনো হি বেগবৎ প্রসিদ্ধঃ
 ততোহপি জবীয়ঃ বেগবত্তরং জবোহস্তাস্তীতি জববদতান্তঃ
 জববদিতি জবীয়ঃ ঈয়স্বনি কৃতে বিন্মতোলুগিতি মতুপো লুক্ ।
 দেহস্থশ্রাপি মনসোহতিদূরস্থব্রহ্মলোকাদিসঙ্কল্পনং ক্ষণমাত্রাদ্ভব-
 তীতি মনসো বেগবত্তরত্বং তশ্রাপ্যগম্যত্বাৎ ব্রহ্ম মনসোহপি
 জবীয় ইতু্যপপদ্যতে । দেবা ইতি । দেবা দ্যোতমানাশ্চক্ষুরা-
 দয়োহপ্যেনন্ন আপ্নুবন্ প্রাপ্তবন্তঃ মনসোহগম্যত্বাৎ । কিঞ্চ
 ব্রহ্মাদ্যা দেবা অপি এনৎ ব্রহ্ম নাপ্নুবন্ কাৎক্ষ্যেন নাজানন্নিত-
 তাবঃ । পূৰ্বমিতি । সৰ্বজগৎকারণং যতো বা ইমানীত্যাদি-
 শ্রুতেঃ । অৰ্ঘদিতি । ঋষগতো । অৰ্ঘতীত্যৰ্ঘৎ জ্ঞানস্বরূপং সত্যং
 জ্ঞানমনস্তমিতিশ্রুতেঃ । সৰ্বজগৎকারণত্বাৎ জ্ঞানস্বরূপত্বাচ্চ
 মনসোহপি জবনমতীত্য বৰ্ত্তত ইতি শেষঃ । মাতরিষেতি ।
 মাতরি অন্তরীক্ষে স্থয়তি বৰ্ত্তত ইতি মাতরিখা বায়ুঃ টু ও শ্বি
 গতিবৃদ্ধ্যোরিতি ধাতোঃ । অপ ইতি কৰ্ম্মণাম্ । কার্য্যকারণ-
 জাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যশ্চ সূত্রসংজ্ঞাঃ সৰ্ব্বশ্চ জগতো
 বিধারয়িতা সৰ্ব্বপ্রাণভূক্ষেষ্টকঃ সোহপি বায়ুঃ প্রাণিনাং চেষ্টা-
 লক্ষণানি কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বাধিষ্ঠানে সতি দধাতি সৰ্ব-
 চেষ্টেকো বায়ুস্তশ্রাপি চেতয়িত্ব ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । ভীষান্মাদ্বাতঃ পবত
 ইতিশ্রুতেঃ । যদেতি । মাতরিখা বায়ুঃ অপঃ কৰ্ম্মাণি আপ্যাস্তে
 প্রাপ্যাস্তে সূৰ্য্যদুঃখানি যাভিস্তা অপঃ কৰ্ম্মাণি আপ্নোতেহ্ৰস্ব-
 শ্চেতি ক্ৰিপ্ ধাতোহ্ৰস্বশ্চ তানি কৰ্ম্মাণি যজ্ঞহোমাদীনি যস্মিন্
 দধাতি স্থাপয়তি সৰ্ব্বপ্রাণিকৰ্ম্মাণি সমৰ্পয়তীত্যর্থঃ । দেবা

গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমীতমনসম্পত ইমং নো দেবদেবেষু
যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে বা ইতি সমিষ্টযজুর্মন্ত্রে বায়ুহৃত্বোক্তেঃ
সৰ্বকৰ্ম্মাণি তাবৎ বায়ৌ স্থাপ্যন্তে সমষ্টিব্যষ্টিৰূপোহসৌ বায়ু-
রপি তানি সৰ্ব্বাণি তস্মিন্ দধাত্যতো যাগহোমাদীনাং কৰ্ম্মণাং
পরমাস্পদত্বং ব্রহ্মলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ■ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে জীবের চরিতার্থতা সিদ্ধ হইবে ।
এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন ;—

আত্মা নিশ্চল ও সদা একরূপ । তিনি মন হইতেও বেগ-
বান । তিনি ইন্দ্রিয়বর্গ ও তদধিষ্ঠাতা দেবতাগণেরও অগ্রগামী,
অতএব উহার তাঁহাকে জ্ঞানবিষয়ীভূত করিতে পারে না । তিনি
সৰ্ব্বগত, স্বস্থানে থাকিয়াও দ্রুতগামী মন প্রভৃতিকে অতিক্রম
করেন । তাঁহার অধিষ্ঠান বশতই বায়ু কার্য্য করিতেছে । এই
মন্ত্রটির ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ ॥ ■ ॥

তাৎপর্য্য ।—আত্মা বিকারবর্জিত, অতএব তাঁহার চাঞ্চল্য সম্ভব
হয় না । তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কিছুই নাই । তিনি
বিজ্ঞানঘনস্বরূপে সদা একরূপ । ইহ সংসারে মনই সৰ্ব্বাপেক্ষা বেগ-
বান । মন দেহস্থ হইয়াও ক্ষণমধ্যেই অতিদূরবর্তী ব্রহ্মলোকাদিরও
সঙ্কল্ল করিতে পারে । কিন্তু ব্রহ্ম তদপেক্ষা বেগবত্তর । কারণ,
মনও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না । মন, ইন্দ্রিয় সকল
ও তদধিষ্ঠাতা দেবতা সকল অতি দ্রুত ধারিত হইয়াও তাঁহাকে
আত্মগোচর করিতে পারে না । তিনি স্বতাবতই উহাদিগকে
অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য স্থান করিতেছেন । মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি
প্রভূত চেষ্টা করিয়াও সাকল্যে ব্রহ্মবস্তুর বিষয়গোচর করিতে

।।।।। সঙ্গিনী ৩য় ব, ৫ম সংখ্যা ।

সমর্থ হয় না। আবার সর্বপ্রাণভৃচ্চেষ্টক প্রাণবায়ু যে কার্য্য করিতেছে, তাহাও ঐ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। অতএব এক ব্রহ্মই সকলের বিধাতা ও পরমাস্পদ ॥ ১ ॥

[বেদার্কদীপ্তি]

[অনেজং ন এজং এজ্ কম্পনে নিশ্চলং ইতি অর্থঃ। তৎ আত্মতত্ত্বং নিশ্চলং একং। মনসঃ জবীয়ঃ। দেবা ইন্দ্রিয়াণি তৎ ন আপ্লবন্ প্রাপ্তবন্তঃ। যতঃ পূর্ব্বমর্ষণং পূর্ব্বং এব গতং তৎ ধাবতঃ ক্রুতং গচ্ছতঃ অগ্নান্ মনঃপ্রভৃতীন্। অতোতি অতিক্রামতি। তৎ তিষ্ঠৎ। তস্মিন্ আত্মনি মাতরিখা বায়ুঃ। অপঃ কস্মাণি দধাতি ধারয়তি ॥ ১ ॥]

পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চল, এক এবং মন অপেক্ষা বেগবান্। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্তী। মনঃপ্রভৃতি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করেন। আত্মা নিশ্চল থাকিলে বায়ু তাহাতে কস্ম-বিধান করে ॥ ১ ॥

ভাবার্থ;—আত্মশব্দে আত্মজাতীয় বস্তু মাত্রকে বুঝায়। অতএব আত্মা বলিলে জীব ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝিতে হয়। পরমাত্মা বৃহচ্চৈতন্য। জীব অণুচৈতন্য। একরূপ বিভাগ নিত্য হইলেও তদুভয়ের ধর্ম্মের ঐক্য আছে। বেদবাক্যে অনেক স্থলে আত্মাশব্দে জীব ও অগ্ন্যাত্ম স্থলে আত্মা শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। যেখানে যেরূপ সম্ভব সেখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মতত্ত্ব উভয়ার্থক। জড়জগৎ ও লিঙ্গজগৎ হইতে চৈতন্য বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্থূল ও লিঙ্গ জগতের

মধ্যে মনই শীঘ্রগামী । তাহাও আত্মার পশ্চাৎবর্তী হইয়া পড়ে । জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদগৃহীত মায়া শক্তি পরিণাম স্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্যবিধান করে । পরমাত্মা নিশ্চল কিন্তু তাহার আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥ ৪ ॥

তদেজতি তনৈজতি তদদূরে তদ্বন্তিকে ।

তদন্তরস্ত সৰ্বস্ত তচ্ সৰ্বস্তাস্ত বাহ্যতঃ ॥৫॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

রহস্তং সৰ্ব্বদৃষ্টং ন চিত্তমারোহতীতি পূৰ্ব্বমন্তোক্তমপি পুনর্দদতি তদिति । অনুষ্টুপ্ । তৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বম্ এজতি চলতি তদেব ন এজতি চ স্বতো নৈব চলতি অচলমেব সৎ মূঢ়দৃষ্ট্যা চলতীবেত্যর্থঃ । যদ্বা নৈজতি নৈজয়তি সদাচারান্ পরিভ্রাণায় সাধুনামিত্যুক্তেঃ । কিঞ্চ তদদূরে দূরদেশেহস্তি বর্ষকোটিশতৈরপি অবিহ্র্যামপ্রাপ্যত্বাৎ দূরে ইবেত্যর্থঃ । তদ্বন্তিকে তচ্ অন্তিকে বিহ্র্যাৎ হৃদ্যবভাসমানত্বাদন্তিক ইবাত্যস্তং সমীপ ইব । ন কেবলং দূরেহন্তিকে অস্তি কিন্তু অস্ত সৰ্বস্ত নামরূপক্রিয়াত্মকস্ত জগতো-হন্তরভ্যন্তরে তদেবাস্তি । অস্ত সৰ্বস্ত বাহ্যতো বহিরপি তচ্ তবেবাস্তি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ ॥ ■ ॥

[ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা]

রহস্তমিতি । তদ্বন্তিক ইতি । উকারোহপ্তক্ভোহম্পর্শানিতি প্রাতিশাখ্যেন সন্ধিঃ । মন্তস্তাস্ত অর্থান্তরমপ্যস্তি । তদ্ব্যথা । পূৰ্ব্বং কারণরূপমুক্তমিদানীং কার্য্যরূপমুদ্दिशति তদिति । তদাত্মতত্ত্বমেজতি সৰ্ব্বজন্তরূপেণ স্থিতং সচ্চলতি তদেব নৈজতি স্থাবররূপাবস্থং ন চলতি । তদদূরে আদিত্যনক্ষত্ররূপেণ স্থিতত্বাৎ । তচ্

অন্তিকে ধরাদিক্রপেণ স্থিতত্বাৎ । অশ্রু সৰ্বশ্রু প্রাণিজাতশ্রু অন্ত-
 র্মধ্যে অন্তর্য্যামিক্রপেণ স্থিতং তদেব যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানা-
 দন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যশ্রু বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো
 যময়তীতি শ্রুতেঃ । অশ্রু সৰ্বশ্রু জগতো বাহতঃ তহু তদেব কাল-
 রূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ । অন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈরिति সাত্তত-
 শ্রুতেঃ ॥ ■ ॥

(সিদ্ধান্তাহ্বাদ)

অতি গুহ্য বিষয় একবার বলিলে, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না,
 অতএব পূৰ্ব্বমন্তোক্ত বিষয়টি পুনৰ্কার বলিতেছেন ;—

আত্মতত্ত্ব সচল হইয়াও অচল, দূরস্থ হইয়াও সমীপবর্তী ;
 উহা সকলের অন্তঃস্থ হইয়াও বাহ্যগত । এই মন্ত্রটির অল্পষ্টু ভ
 ছন্দ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—আত্মা স্বরূপতঃ অচল হইয়াও অজ্ঞ জীবের
 সম্বন্ধে সচলের স্থায়ী প্রতিভাত হইয়া থাকেন । ফলতঃ তিনি
 অচল হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সচলভাবেই প্রকাশিত
 হয়েন । তিনি সদা স্বধামস্থ হইয়াও সাধুগণের পরিভ্রাণের নিমিত্ত
 সদাচারপ্রবর্তনার্থ এই প্রপঞ্চে অবতার স্বীকার করিয়া থাকেন ।
 তিনি এত দূরবর্তী যে অজ্ঞ ব্যক্তি সকল শতকোটিবর্ষের চেষ্টাতেও
 তাঁহার নিকট গমন করিতে পারেন না, অথচ তিনি অতি
 নিকটস্থ, সদাই সাধুগণের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন । তিনি
 এই নামরূপক্রিয়াত্মক জগতের অন্তর্য্যামিস্বরূপে অবস্থান করি-
 তেছেন । তিনি এই পরিদৃশ্যমান সংসারে ওতপ্রোতভাবে
 রহিয়াছেন । তিনি আকাশের স্থায় ব্যাপক বস্তু । এই জগতের
 অভ্যন্তরেও ঘেরূপ বিরাজ করিতেছেন, ইহার বাহিরেও তদ্রূপ

ইহাকে সৰ্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন । বস্তুতঃ এই সংসার তাঁহারই শক্তির প্রকাশ । তিনি ভিন্ন কিছুই নাই । তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে, অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না । তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সৰ্ব্ববিধ বিরুদ্ধ গুণের আশ্রয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন । নিখিল বিরোধী গুণ তাঁহাতেই সামঞ্জস্য ধারণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[তদেজ্জতি তৎ আত্মতত্ত্বং এজতি চলতি । তন্নৈজ্জতি এজতি তদূরে বৰ্ত্ততে । তদ্বদন্তিকে বৰ্ত্ততে । তৎ অন্তরস্ত সৰ্ব্বস্ত । তদু তৎ অন্ত বিদ্বস্ত সৰ্ব্বস্ত বাহতঃ তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥]

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল । দূরে ও নিকটে ।
বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ ;—যেমন জড়বস্তু মাত্রে একটি জড়শক্তি লক্ষিত হয় তদ্রূপ আত্মবস্তু মাত্রেই একটি আত্মশক্তি বলিয়া শক্তি আছে । সেই শক্তি ক্রমে জড় সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ ধর্ম সকল আত্মতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করে । সচলত্ব ও অচলত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম, দূরত্ব ও নিকটত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম, এবং অন্তর বাহ্য রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম জড়ে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ থাকা সম্ভব না হইলেও আত্মাতে তদ্রূপ অচিন্ত্য শক্তি নিবন্ধন তাহা সম্ভব ॥ ■ ॥

যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

অথোপাসনাপ্রকারমাহ ষষ্টিতি । অনুষ্ঠুপ্ । যঃ পুনরবিকারী সৰ্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি আত্মন

আত্মনি এব অনুপশ্চতি ব্রহ্মণ্যেব সৰ্ব্বাণি ভূতানি স্থিতানীতি
জানাতি আত্মানং ব্রহ্ম চ সৰ্বভূতেষু অনুপশ্চতি ততস্তস্মাৎ দৰ্শনাৎ
ন বিজুগুপসতে জুগুপ্সাং নাপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

অধোপাসনেতি । আত্মনিস্তি সপ্তম্যা লুক্ । বিজুগুপসতে
ইতি । জুগুপসাতোঃ স্বার্থে সনুপ্রত্যয়ঃ । যো মাং পশ্চতি সৰ্বত্র
সৰ্বং চ ময়ি পশ্চতি । তস্মাহং ন প্রণশ্চামি স চ মে ন প্রণশ্চতীতি
ভগবদ্বচনসমানার্থকোহয়ং মন্ত্রঃ ॥ ৬ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর ঐ ব্রহ্মের উপাসনার প্রকার বলিতেছেন ;—

যিনি অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত্র চেতনাচেতন সৰ্বভূতকে আত্মাতে
এবং আত্মাকে সৰ্বভূতে দৰ্শন করেন, তিনি আর কখন অধোগতি
প্রাপ্ত হইবেন না । তাদৃশ অধিকারীর মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী । এই
মন্ত্রটির অনুষ্টুভ ছন্দ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই মন্ত্রটিতে অতি সঙ্ক্ষেপে উপাসনা ও উপা-
সনার অধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে । অপরাপর অধিকারীর গ্রায়
উপাসনার অধিকারীও উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ ।
উক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে উত্তম অধিকারীর কথাই এই মন্ত্রে
বলা হইয়াছে । সাঙ্ক্যত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—
“অৰ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে । ন তদ্বক্তেষু চাত্রেষু
স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্বতঃ ॥” যিনি মানবরচিত শ্রীবিগ্রহকেই
শ্রীহরিবুদ্ধিতে শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক অৰ্চনা করেন, কিন্তু তদীয় ভক্ত সক-
লের পূজা করেন না, তিনিই নিম্নশ্রেণীর ভক্ত বা অধিকারী ।
কারণ, তিনি সাধনমার্গেই অবস্থিত । তাঁহার হৃদয়ে ভাবোদ্বেক

হয় নাই। তিনি তখনও ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নিবাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মধ্যম অধিকারী ইহাঁ হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তল্লক্ষণ যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে। “ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্বপি। প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥” মধ্যম অধিকারীর ঈশ্বরে প্রেম, তত্ত্বক্ষে মৈত্রী, ঈশ্বরতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিতে কুপা ও স্বমতবিরোধী ব্যক্তিতে উপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তম অধিকারীর ত কথাই নাই। তিনি স্বাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল সংসারেই শ্রীভগবানকে দর্শন করেন এবং এই সমস্ত বিশ্বকেই শ্রীভগবানে সন্দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল সংসারই ভগবৎক্ষেত্র এবং ভগবানই সংসারের অদ্বিতীয় আশ্রয়। তখন তিনি সকল বস্তুকেই প্রেমনয়নে অবলোকন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই হৃৎখশোকময় সংসার সূত্থের ও প্রেমের আগার হইয়া উঠে। ভক্তের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা। ইহাই পরমেশ্বরে অনন্তমমতার অবস্থা। এই অবস্থাতে জীবের নিখিলেন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবন্মুখী হয়। সুতরাং ভক্ত তখন সর্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া দীনতার সহিত সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা তত্তদধিপতি শ্রীভগবানের সেবা করিতে উপাসনা করিতে থাকেন। এইরূপ উপাসনায় আত্মার সুদৃঢ় অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়। ভক্ত সর্বত্রই ভগবানের পরমমধুর রূপ দর্শন করিতে থাকেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের গুণাবলীর স্ফূর্তির সহিত তদীয় বিচিত্র লীলারসের আন্বাদন—মাধুর্য্যানুভব হইতে থাকে। ভগবান মাধুর্য্যরসের সাগর। সুতরাং যে ভক্ত একবার ঐ সাগরে অবগাহন করেন, তাঁহাকে আর পুনর্বার রসান্তরান্বাদনার্থ অন্ত্র কুত্রাপি গমন করিতে হয় না। তিনি মুক্ত

হয়েন—পরমপুরুষার্থসিদ্ধিতে চরিতার্থ হয়েন । ইহাই উপাসনার শেষ সীমা । ইহাই প্রকৃত নির্বাসন অবস্থা ॥ ৬ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যঃ তু আত্মনি সৰ্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি সৰ্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি স ততঃ তন্নাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৩ ॥

যিনি আত্মাতে সৰ্বভূত এবং সৰ্বভূতে আত্মা
এরূপ দৃষ্টি করেন তিনি তৎপ্রযুক্ত সৰ্বত্র ঘৃণা শূন্য
হন ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ ;—ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব । ঘৃণা শূন্য না হইলে
প্রীতি সম্পত্তি লাভ হয় না । যাঁহার সৰ্বত্র আত্ম সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকে,
তাঁহার ঘৃণার পাত্র অভাবে, ঘৃণা জন্মে না । তিনি সহজে প্রীতি
সম্পত্তি লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সৰ্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাত্মভূদ্বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকমেকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইমমেবার্থঃ দ্বিতীয়ো মন্ত্রো বদতীত্যাহ যস্মিন্নিতি । অনুষ্টুপ্ ।
যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে বিজানতঃ সৰ্বাণি ভূতানি আত্মনি সন্তি আত্মা
চ সৰ্বভূতেষ্বস্তুতীতি বিশেষণ জ্ঞানবতঃ পুরুষস্ত সৰ্বং খন্দিৎ
ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যার্থবিচারেণ সৰ্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাত্মভূদ্বন্তি । তত্র-
বস্থাবিশেষ একত্বমাত্মৈকত্বমনুপশ্যতস্তস্ত কো মোহঃ কঃ শোকশ্চ ।
শোকশ্চ মোহশ্চাজ্ঞানতো ভবতীতি ॥ ৭ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতি টীকা)

ইমমেবেতি । যস্মিন্নিতি । জ্ঞানিনঃ সৰ্বভূতেষ্ববস্থিতঃ আত্মা

এক এবৈতি জ্ঞানং ভবতি । সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতোকল্প-
মাস্থিতঃ । সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্তত ইতি শ্রীভগ-
বদ্বাক্তেঃ । তদ্রেতি । অবিদ্যা কার্যায়োঃ শোকমোহয়োঃ সৰ্বথা-
সম্ভবাৎ সকারণকশ্চ সংসারস্তাত্যস্তমুচ্ছেদো ভবতি । ভিদ্যাতে
হৃদয়গ্রহিষ্টিদ্যন্তে সৰ্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন
দৃষ্টে পরাবরে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৭ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

উক্ত বিষয়টি পুনৰ্কার দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন ;—

যে অবস্থায় ভক্তের সৰ্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সেই অবস্থায়
ঐ আত্মদর্শীর কোন শোক বা কোন মোহই থাকিতে পারে না ।
এই মন্ত্রটিরও অনুষ্টুভ ছন্দ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—জ্ঞানী ব্যক্তি সৰ্বভূতে একই আত্মাকে দর্শন
করেন । তাদৃশ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্ত । এক শ্রীভগবানের শক্তি
সৰ্বভূতে বিরাজিত, ইহাই ভক্তের অনুভব । তিনি জানেন,
ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল পদার্থই শ্রীভগবানের শক্তি । পৃথক্
দৃষ্টি অজ্ঞানের কার্য্য । যতদিন অজ্ঞান থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত
হৃদয়ে ভগবত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, ততদিনই সংসারের স্বাতন্ত্র্য-
বোধ । ভগবত্ত্বের ক্ষুণ্ণিতে ঐ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায় ।
সুতরাং তৎকালে সৰ্বভূতেই আত্মশক্তির—ভগবৎ-শক্তির ক্ষুণ্ণি—
সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । ভগবৎ-শক্তির অভ্যুদয়ে—তৎসাক্ষাৎকারে
অবিদ্যা কার্য্য শোক-মোহের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব তাদৃশ
ভক্ত তৎকালে জীবাত্মাথাত্মা-জ্ঞান-সহকৃত পরমাত্ম-বাথাত্মজ্ঞান
লাভে চরিতার্থ হয়েন । ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন । এই
অবস্থা চিন্মাত্র-ব্রহ্ম-নির্কীণাবস্থা নহে । কারণ, এই অবস্থায়

ভক্ত আপনাকে ও স্বাতিরিক্ত নিখিল সংসারকে শ্রীভগবানের শক্তি জানিয়া ও শ্রীভগবানকে ঐ শক্তির পরমাশ্রয় জানিয়া তাঁহাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। প্রেমিকের প্রেম কখনই নির্বিষয় হইতে পারে না—শূন্যে লয় পাইতে পারে না। উহার বিষয় অবশ্যই থাকিবে। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ উপাস্ত - শ্রীভগবানই উহার বিষয়—আশ্রয়। লীলাময় সবিশেষ শ্রীভগবানই ভক্তিরসিকের উপাস্ত তত্ত্ব। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-তত্ত্ব কখনই উপাস্ত হইতে পারেন না। তৎকালে সর্বত্রই শ্রীভগবানের একত্ব অনুভূত হইলেও শ্রীভগবান নিজ অচিন্ত্য বিশেষ দ্বারা ভক্তের সম্বন্ধে তাদৃশী অবস্থাতেও সবিশেষরূপেই স্বকীয় লীলারসের পোষণ করিতে থাকেন ॥ ■ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[যস্মিন্ কালে সৰ্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ তস্মা তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকঃ সম্ভবতি ? ॥ ৭ ॥

যে সময়ে সর্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয় তখন একত্ব দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে ? ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ;—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয় তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্তব্য ॥ ■ ॥

স পর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-

মস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ন্তু-
যাথা তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

(ঐশোপনিষদ্ভাষ্য)

এবন্তুতাত্মজ্ঞানিনঃ ফলমাহ স ইতি । জগতী । যোহধিকারী
পূর্বোক্তপ্রকারেণাত্মানং পশুতি স কীদৃশমাত্মানং পর্য্যগাৎ পর্য্যগা-
প্নোতি । কীদৃশম্—শুদ্ধং শুদ্ধং শুদ্ধং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবম্ অকায়ং
ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যন্ত তম্ অব্রণম্ অচ্ছিন্নং
পূর্ণম্ অস্নাবিরং ন বিদ্যন্তে স্নাবাঃ শিরা যন্ত সোহস্নাবিরন্তম্ ।
অত্রৈব হেতুগর্ভবিশেষণমাহ । শুদ্ধমনুপহতম্ । তদেব স্পষ্টয়তি ।
অপাপবিদ্ধং ধর্মান্ববর্জিতম্ । কায়াদিরহিতোহপি পরমাত্মা
জগৎসর্জনাদি করোত্যচিন্ত্যশক্তিতাদিত্যাহ কবিরিতি । জ্ঞানী
যং পর্য্যোতি স আত্মা শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ শাশ্বতীষু সমাস্তু যাথা-
তথ্যতঃ যথার্থস্বরূপান্ অর্থান্ পদার্থান্ ব্যদধাৎ বিদধাতি । কীদৃশঃ
সঃ—কবিঃ সর্বজ্ঞঃ মনীষী মেধাবী পরিভূঃ সর্বশ্র বশী স্বয়ন্তুঃ
স্বতন্ত্রঃ ॥ ৮ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিসৃতিটীকা)

এবন্তুতাত্মজ্ঞানিন ইতি । পর্য্যগাদিতি । ছন্দসি লুঙ লঙ লিট্
ইতি সূত্রাদ্বর্তমানে লুঙ । অকায়মিতি সূক্ষ্মশরীরনিষেধঃ অস্না-
বিরমিতি স্নাবোপলক্ষিতধাতুময়স্থূলশরীরনিষেধ ইত্যপোনরুক্তম্ ।
শাশ্বতীভ্য ইতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ । যাথা তথ্যত ইতি । যথা তথা-
ভাবো যাথা তথ্যং যথার্থ্যং তেন যাথা তথ্যতঃ ভেদে তৃতীয়া ।
পরিভূরিতি । পরিভবতি সর্বং বশীকরোতি ইতি পরিভূঃ । স্বয়ন্তু-
রিতি । স্বয়মেবাত্মদনপেক্ষ্য ভবতীতি স্বয়ন্তুঃ । যদ্বা স প্রকৃতঃ

পরমাত্মা পরিতঃ অগাং সৰ্বং ব্যাপং । শুক্রমিত্যাद्याঃ শব্দাঃ
 পুংস্বেন বিপরিণম্যাঃ স ইতু্যপক্রমাং । শুক্রো দীপ্তিমান্ ।
 অকায়োহস্মাবির ইতি স্থূলশূক্ষ্মদেহশূত্রঃ । অত্রণঃ অক্ষতঃ বিনাশ-
 শূত্রঃ । শুদ্ধঃ রাগাদ্যনাবিলঃ । অপাপবিদ্ধঃ কৰ্ম্মশূত্রঃ । কবিঃ
 সৰ্ব্বজ্ঞঃ । মনীষী চতুরঃ । পরিভূঃ মায়াভিভবী । স্বয়ন্তুর্নির্হেতুকঃ ।
 যথাতথ্যতঃ সত্যতয়া । ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং
 যথাতথম্ ইতি হলাযুধঃ । অর্থান্ মহাদাদীন্ । সমাঃ সম্বৎসরান্
 ব্যাপ্য । সম্বৎসরো বৎসরোহকো হায়নোহস্ত্রী শরৎ সমাঃ
 ইত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর উক্ত আত্মজ্ঞানীর—ভক্তপ্রবরের ঐ আত্মজ্ঞানের—
 ভক্তির ফল নির্দেশ করিতেছেন ;—

পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্বদর্শী ভক্ত শুদ্ধ, অশরীর, অক্ষত, শিরারহিত,
 নিষ্মল, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিত, সৰ্ব্বজ্ঞ, মেধাবী, মায়াভিভবী, স্বয়ন্তু
 ও মহাদাদি তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেন ॥৮॥

তাৎপর্য্য ।—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভক্ত আত্মার আত্মা পরমাত্মাপর-
 পর্য্যায় শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত করেন । ঐ ভগবান অনন্ত—অনন্ত-
 শক্তি । তাঁহার স্বরূপ মাকল্যে নির্দেশ করা সম্ভব নহে । কিন্তু
 তিনি একান্ত অনির্দেশ্যও নহেন । তিনি শুক্র । শুক্র শব্দের
 অর্থ শুদ্ধ ; অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানানন্দস্বভাব স্বপ্রকাশস্বরূপ
 পদার্থ । দীপ যেক্রপ নিজের প্রকাশে দীপাস্তরের অপেক্ষা করে
 না, শ্রীভগবানও তদ্রূপ । তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান্ পদার্থ । তিনি
 নিজেই নিজের প্রকাশক । তাঁহার প্রকৃতি স্থূলশরীর বা শূক্ষ্ম-
 শরীর নাই । তিনি পূর্ণ । তিনি শুদ্ধ ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিত ।

তিনি সর্বজ্ঞ । তিনি কুশলী । তিনি মায়ায় অধীশ্বর । তিনি স্বয়ং
অকারণ হইয়াও সর্ব-কারণ-কারণ । এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান
বিশ্ব, তাঁহারই রচিত । তিনিই নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতি-
গুণের ক্ষোভোৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে কাল সহকারে
মহাদির আকারে পরিণামিত করিয়া জগতের উৎপাদন
করিয়াছেন, অথচ তিনি ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্গিপ্তভাবে অবস্থান
করিতেছেন ॥ ৮ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[স পরমাত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমস্তাৎ অগাৎ । শুক্রং শুক্লং । অকায়ং স্থল-
লিঙ্গরূপজড়দেহরহিতং । অব্রণং অক্ষতং । অস্রাবিরং স্রাবা শিরা তচ্ছূত্বং ।
শুক্লং উপাধিশূন্যং । অপাপবিক্রং মায়াতীতং । কবিঃ কান্তদর্শী । মনীষী
সর্বজ্ঞঃ । পরিভূঃ সর্বোপরি ভবতি । স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ । যাথাতথ্যতঃ
যথা তথা ভাবো যাথাতথ্যঃ । সর্বার্থান্ সর্বপদার্থান্ তত্ত্বং বিশেষ লক্ষণেন
ব্যদধ্যাৎ বিহিতবান্ । শাস্ত্রীভ্যঃ সমাভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ বৎসরেভ্যঃ ॥ ৮ ॥]

পরমাত্মা সর্বব্যাপী শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরা-
রহিত, উপাধি শূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ
ও পরিভূ । তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অন্য
নিত্য পদার্থ সকলকে তত্ত্বদ্বিশেষ দ্বারা পৃথকরূপে
বিধান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ । দ্রব্যং কস্মৈচ কালশ্চ স্বভাবো জীব এবচ । যদনু-
গ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ এই ভাগবৎ বচন দ্বারা পরমে-
শ্বরের অধীন পাঁচটী পদার্থ আমরা লক্ষ্য করিতেছি । এই
পদার্থগুলি তত্ত্বদ্বিশেষ ধর্ম দ্বারা পরস্পর পৃথক কৃত হইয়াছে ।
নিত্যো নিত্যানাং চেতন চেতনানাং মেকো বহুনাং এই শ্রুতি
। । । । । সঙ্গিনী ওয় ব, ষষ্ঠ সংখ্যা ।

বচনে আমরা বুঝিতেছি যে ঐ পাঁচটি নিত্য পদার্থ। পরমাত্মা ঐ সকল নিত্য পদার্থের আশ্রয় স্বরূপ পরম নিত্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই। তাঁহার সিদ্ধ স্বরূপ সর্বদা অপ্রাকৃত। তিনি স্বীয় চিহ্নিত্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

ইদানীং পূর্কোক্তপ্রকারেণান্যবিদঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ সন্তঃ কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ত এব যে জিজীবিষন্তি তান্ প্রতি উচ্যতে অন্ধং তম ইতি । যড়মুষ্ঠুভঃ । অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিটীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে । যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অত্মাম্ অবিদ্যা কৰ্ম্ম তাং কেবলামুপাসতে কুৰ্ব্বন্তি স্বর্গার্থানি কৰ্ম্মানি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ । ততস্তদ্বাদকাত্মকাং তমসঃ সংসারাং ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাজ্ঞানে এব রতাঃ ॥ ৯ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা)

ইদানীমিতি । তত ইতি । কৰ্ম্ম ত্যক্ত্বা বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানেন প্রত্যবায়ে সত্যন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুদয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

সম্প্রতি, যিনি আত্মার ঈদৃশ তত্ত্ব অবগত না হইয়া কেবল কৰ্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহার গতি বলিতেছেন ;—

যাহারা ভক্তি-সম্পর্ক-বর্জিত কেবল স্বর্গাদিফলক কৰ্ম্মের

অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞানাবৃত সংসারেই প্রবেশ করিয়া থাকে । আর যাহারা তদ্বিজ্ঞিত কেবল আত্মৈক্যজ্ঞানে রত হয়, তাহারা তদপেক্ষা গাঢ়তমসচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—যাহারা পূর্বোক্তপ্রকার আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং তত্ত্বগন্ধশূন্য সকাম কর্ম্মই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহারা তত্ত্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি লাভ করিলেও তাহাদিগের এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত অবশ্যস্তাবী । ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তিরই যখন পুনরাবর্তন শ্রবণ করা যায়, তখন তদধোবর্ত্তী স্বর্গাদি লোক হইতে পতন যে অপরিহার্য্য, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । যাহাই হউক, এই কর্ম্মগতি বরং উৎকৃষ্ট, কিন্তু ভক্তির অনঙ্গীভূত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানজ্ঞান আরও অপকৃষ্ট । কর্ম্মগতিতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, তৎপূর্ব্বেই উন্নতির সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু তাদৃশজ্ঞানগতিতে সে সম্ভাবনা নাই । জ্ঞানীর প্রাপ্য নির্কিংশেষ ব্রহ্ম । তৎপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মনির্কাণে অনুভবাতাবে আত্মার পাষণ-কল্পত্ব ঘটে । ঐ অবস্থা প্রলয়ান্তস্থায়িনী । প্রলয়াবসানে ব্রহ্ম যখন পুনর্বার সৃষ্ট্যানুগ্ৰহ করেন, তখন ঐ সকল জীবের কামনা-ভাবের বাসনা হইতেই জীবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ ঐ সকল জীবের উদ্ধারার্থই তদদৃষ্টানুসারেই উহাদিগের পুনঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন । সুতরাং তৎকালেই তাহাদিগের পুনরুৎপত্তির অবসর হয় । অতএব জীবের এই অবস্থা জ্ঞানাবস্থা বলিয়া প্রথিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে গাঢ়তর অজ্ঞানের অবস্থাই বলিতে হইবে । মায়োপাধিবর্জিত ব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত জ্ঞানীরই যখন এই দশা, তখন মায়োপাধি আত্মার ভাবে ভাবিত জ্ঞানী-

দিগেরত কথাই নাই। যাহারা আপনাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া
স্বাতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাহারাও যে তদ্রূপ
গাঢ়তর তিমিরাবগুণে আচ্ছাদিত হয়, তাহাদিগকেও সেই
সকল নাস্তিককেও—অমুরকেও ক্ষেপুনর্বীর এই ভীষণ সংসারে
পুনঃ প্রবেশ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৯ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধাঃ তমঃ প্রবিশন্তি । যে উ তু বিদ্যায়াং
রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরঃ তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ৯ ॥]

যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময়
স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন
তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে
প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ । পরমাত্মা হরির একটি অচিন্ত্যস্বরূপ-শক্তি আছে ।
স্বেতাশ্বতরে সেই শক্তিকে “পরাস্ত শক্তির্কিবিধৈব শ্রু্যতে” “জ্ঞান
বল ক্রিয়াচ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিচার করিয়াছেন । সে অচিন্ত্য
শক্তির একটি প্রভাবকে মায়া বলা যায় । মায়া দ্বারা পরমাত্মা
এই বিশ্ব সৃজন করেন । মায়ার দুইটি বৃত্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা ।
বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে । অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব
করে । জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত, অতএব
জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎ প্রকৃতি আবৃত থাকে । জড় হইতে
যাহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড় বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত
সহজে স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না । অতএব আত্ম বিনাশরূপ
অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন । মায়িক জগতে পরমাত্মার সহক
সংস্থাপন না করিতে পারিলে জীব কখনই জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে

পারে না । জড়ে যে বিশেষ নামক ধর্ম আছে তাহার উপাদেয়ত্ব
পরিত্যাগ করিতে গেলে নির্বিশেষরূপ অনর্থ আসিয়া চিত্তকে
আক্রমণ করে ও জীবের বিশেষ দুর্গতি হয় । দেবগণ বলিয়াছেন,
যেহন্তোরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্যাস্ত তবাদবিগুহবুদ্ধয়ঃ । আরুহ
কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যহধোনাদৃত যুগ্মদজ্বরঃ ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাত্ত্ববিদ্যায়ান্যদাহরবিদ্যয়া ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

জ্ঞানকর্মণোঃ ফলভেদমাহ অন্যদেবেতি । বিদ্যয়া জ্ঞানে-
নান্যদেব ফলম্ আহঃ । অবিদ্যয়া কর্মণা সাধ্যমান্যদেব ফলমাহঃ ।
যদ্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনান্যদেব ফলমমৃতরূপমাহর্ব্বক্ষবাদিনঃ ।
অবিদ্যয়া কর্মণা বান্যদেব ফলং পিতৃলোকাদিক্রূপ মাহার্ব্বদ্বাংসঃ ।
কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকা-
নাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তীত্যাদিশ্রুতেঃ । কথমেতদবগত-
মিত্যাহ ইতীতি । ইতোবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীম-
তাং বচনম্ । যে আচার্য্যা নোহস্মভাং তৎ কর্ম চ জ্ঞানঞ্চ স্বরূপ-
ফলতো বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবস্তন্তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্যাগত
ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা)

জ্ঞান কর্মণোরিত্যাদি স্মাষ্টেন ॥ ১০ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এক্ষণে জ্ঞানফলের ও কর্মফলের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন ;—
বিদ্যা অর্থাৎ আত্মৈক্যজ্ঞান বা প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবুদ্ধির
ফল একপ্রকার এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মের ফল অন্যপ্রকার ।

যে সকল আচার্য্য আমাদিগকে কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের স্বরূপ এবং ফল উপদেশ করেন, তাঁহাদিগের নিকট এইরূপই শ্রবণ করা যায় ॥১০॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তিশূন্য কাম্য কৰ্ম্মের ফল ক্ষণবিধবংসী স্বর্গাদি লোক, এবং তদ্রহিত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের বা নাস্তিকতার ফল পরিশেষে ব্রহ্মনির্বাণ। অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানীও নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং নাস্তিকতাবাপন্ন আত্মেশ্বরতাবাদী অম্বরগণও নির্বাণ লাভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্তের নরকাদিতে পতন নাই ; কিন্তু শেষোক্তের তাহাও ঘটে। এইস্থলে বিদ্যাশব্দে বিদ্যাভিধেয় অদ্বয়জ্ঞানই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাশব্দে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানও বোধিত হয়। কিন্তু ঐ অর্থে পূৰ্ব্বমন্ত্ৰের সঙ্গতি করা যায় না। কারণ পূৰ্ব্বমন্ত্ৰে বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তির কৰ্ম্মীর প্রাপ্য অজ্ঞানান্নকারাবৃত স্থান হইতে অপকৃষ্ট স্থান প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। তবে বিদ্যাশব্দের তাদৃশ অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া মঙ্গলময়ী শ্রুতি স্ককৌশলে জীবের পরমপুরুষার্থসম্পাদনী বিদ্যার প্রশংসাও না করিয়াছেন, এমন নহে। এই পক্ষে বিদ্যাশব্দের অর্থ হ্লাদিনীসারসমবেত সধ্বিজপা ভক্তিদেবী। ভক্তির ফল অবিদ্যার ফল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবিদ্যামূলক কৰ্ম্ম ও জ্ঞান পরমাত্মসাধুজ্য ও ব্রহ্মনির্বাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারে, কিন্তু অমৃতত্ব বা ভগবৎপ্রেমরূপ পরমমোক্ষ—পরমপুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিই একমাত্র তাহা প্রদান করিতে পারেন, ইহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের উপদেশ ॥১০॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[পরমাত্ম তত্ত্বং বিদ্যায়া অত্ৱং পৃথক্ ইতি ধীরাঃ আহঃ অবিদ্যায়া চ পৃথক্ আহঃ। যে ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তৎতত্ত্বং নঃ অস্মান্ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং ধীরাণাং এতদ্বচনং বয়ং শুশ্রুমঃ ॥ ১০ ॥

পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে
পৃথক্, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন । যে পণ্ডিতগণ আমা-
দিগকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট
হইতে ঐ কথাটি আমরা শুনিয়াছি ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ । আত্মা চিহ্নস্ত । বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পৃথক্ ।
পরমাত্মাকে মায়া কিছুমাত্র আবিষ্ট করিতে পারে না । মায়া যখন
কার্য্য করে তখন পরমাত্মার স্বরূপ শক্তি তাহাতে সামর্থ্য অর্পণ
করিয়া থাকে । অতএব পরমাত্মা মায়ার নিয়ন্তা । জীবাত্মা
চিহ্নস্ত বটে কিন্তু বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা ক্লান্ততশ্চ । ভাগো
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্যাতে । এই শ্বেতাশ্বতর বচন
দ্বারা জীবকে অণুচৈতন্য বলিয়া জানা যায় । জীবের বিভূতা
না থাকায় তাহার মায়া কর্তৃক বশ্যতা স্বীয় গঠন-সিদ্ধ । জীব
মায়ায় বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি অবিদ্যা
বশে জড়ময় অন্ধকারে ক্লেশ পান । ঐ ক্লেশ মোচনের জন্ত
যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করেন তখন নির্বিশেষ চিন্তা হইতে তাঁহার
অধিকতর ক্লেশ হইয়া পড়ে । অতএব বেদ বলিতেছেন যে হে
জীব ! তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা
হইতে পৃথক্ ॥ ১০ ॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীহ্নী বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সমুচ্চয়মাহ বিদ্যামিতি । বিদ্যাঞ্চ জ্ঞানঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ কস্মৈ চ
যৎ তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ জানাতি ।

যদ্বা বিদ্যাঅজ্ঞানমবিদ্যা তৎসাধনভূতং কৰ্ম চক্ষয়ং পরস্পরসমুচ্চ-
 য়ার্থং তদ্বভয়ং সহ পুরুষার্থহেতুত্বেন যো বেদ একেনৈব পুরুষেণা-
 নুষ্ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিদ্যায়া ঈশ্বরপূৰ্ণবুদ্ধ্যা কৃতানা-
 মগ্নিহোত্রাদিকৰ্মণাং মৃত্যুং মারকম্ অন্তঃকরণমলং তীৰ্থা অন্তঃ-
 শুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যায়াঅজ্ঞানেনামৃতমমৃতত্বং মোক্ষা-
 মশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা)

সমুচ্চয়মাহেতি । অমৃতমিতি ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ । এব-
 মেবোক্তং শ্রীভগবতা । যৎ সাষ্ট্র্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোগৈরপি
 গম্যতে । একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্নতি স পশ্নতীতি । সাষ্ট্র্য-
 যোগশব্দৌ জ্ঞানকৰ্ম্মপরৌ ॥ ১১ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়ের ফল বর্ণন
 করিতেছেন ;—

যিনি কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকে যুগপৎ একই ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় বলিয়া
 অবগত হইলেন, তিনি উক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধিতে বিনাশকর
 অজ্ঞানময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ
 করেন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বোক্ত মন্তব্যে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের নিন্দা করিয়া-
 ছেন । জ্ঞান ও কৰ্ম্মের ভেদদৃষ্টিতেই ঐ নিন্দার ভাজন হইতে
 হয় । অর্থাৎ যে পুরুষ, জ্ঞানকে অস্বতন্ত্র বিবেচনা করিয়া উহাকে
 কৰ্ম্মের শেষ কৰ্ম্মের ফল কৰ্ম্মেরই অঙ্গ ভাবিয়া কৰ্ম্মকেই একমাত্র
 পুরুষার্থের সাধন মনে করিয়া কেবল তদনুষ্ঠানে নিরত হয়,
 তাহার তাদৃশ কৰ্ম্মের সকামত্ব ভক্ত্যানঙ্গীভূতত্ব প্রযুক্ত তদনুষ্ঠিত

উক্ত কৰ্ম তাহাকে ক্ষণবিশ্বংসী স্বৰ্গাদি প্রদান করিলেও নিত্য মোক্ষফল বা ভগবৎপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। কারণ, উক্ত কৰ্মের মূলে জ্ঞানকামনারূপ দৃঢ়তর ফল-কামনা বিদ্যমান থাকাতে উহা চিত্তের ঐর্ষ্যা সম্পাদন করিতে পারে না। তাদৃশ কৰ্ম্মীর প্রকৃত জ্ঞানের ধারণা না থাকাতে তাহার চিত্ত সদাই বিক্ষিপ্ত হয়। তাহার চিত্তে শান্তির পরিবর্তে উত্তরোত্তর অশান্তিরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অশান্ত চিত্তে প্রেম কখনই স্থান পাইতে পারে না। শুদ্ধ বৈরাগ্যের রসশোষকত্ব ত প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞানীর সম্বন্ধে ও ঐরূপই বলা যাইতে পারে। জ্ঞানীর জ্ঞানের মূলে কৰ্ম্মবিদ্বেষ অপরিহার্য। যেখানে বিদ্বেষ-ভাব, সেখানে প্রেমের হানি অবশ্যস্তাবিনী। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন “কৰ্ম্ম বিক্ষেপকং তস্তা বৈরাগ্যং রস-শোষকম্। জ্ঞানং হানিকরং তত্ত্বচ্ছেদিতং ব্রহ্মযাতি তাম্॥” কিন্তু যে সকল ধীর ব্যক্তি জ্ঞান ও কৰ্ম্মের ভেদ দর্শন করেন না, যাহারা তত্ত্বভয়ের কোনটিরই বিদ্বেষী নহেন, যাহারা কৰ্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে পূৰ্ব্বোক্ত নিন্দনের পাত্র হইতে হয় না। তাঁহাদিগের কৰ্ম্ম ও তাঁহাদিগের বন্ধনের বা পতনের কারণ হয় না। অথবা তাঁহাদিগের জ্ঞান ও তাঁহাদিগের হানিজনক হইতে পারে না। পরন্তু তাঁহাদিগের তত্ত্বাসম্প্রীভূত কৰ্ম্ম ও জ্ঞান তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি ও স্বপরাভিবোধ উৎপাদন করিয়া পরিশেষে ভগবৎপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান পূৰ্ব্বক তাঁহাদিগকে অমৃতময় করেন। তাঁহাদিগের কৰ্ম্ম ও জ্ঞান স্বার্থমূলক নহে। যাহা স্বার্থমূলক নহে, তাহাই বিগুহ। যাহা বিগুহ, তাহাই বিগুহি জন্মাইতে

সমর্থ। পক্ষান্তরে কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর কর্ম্ম এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বার্থযুক্ত। যাহা স্বার্থযুক্ত তাহার ফলও অবশ্য তদ্রূপ অকিঞ্চিৎ-করই হইবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানকর্ম্মের ঐক্যই বিভাবনীয়। ভক্তিতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় দেখা যায়। ভগবন্তুজনাশ্রয় কর্ম্ম এবং তৎস্বরূপাদ্যাশ্রয় জ্ঞান পরস্পর বিরোধী নহে। অতএব তাদৃশ অবিরুদ্ধ জ্ঞানকর্ম্মাশ্রয় সাধনভক্তি যে সাধাভক্তিরূপ ভগবৎপ্রেমফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ভগবৎপরিচর্যাশ্রয় কর্ম্মক্ষেত্রে উপ্ত ভজনীয়ত্বানুসন্ধানাশ্রয় জ্ঞানবীৰ্য্য ভাবাস্কুর উৎপাদন পূর্বক যথাকালে প্রেমফল বিকাশিত করিয়া দেয়, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

[বেদার্কদীপ্তি]

[যঃ আশ্রয় তৎসং বিদ্যাং অবিদ্যাং উভয়ং বেদ স অবিদ্যায়া সহ মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যায়া সহ অমৃতং অমৃতং ॥ ১১ ॥

যিনি আশ্রয়তত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥ ১১ ॥

ভাবার্থ। বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে মায়া তাহা পরমাশ্রয় চিহ্নিত হইতে পৃথক্ নয়। তাহার ছায়ারূপ বিকৃতি মাত্র। ছায়াতে যাহা যাহা থাকে তাহা মূল তত্ত্বে সম্পূর্ণ ভাবে এবং নির্দোষ ভাবে অবস্থিত। অতএব চিহ্নিত্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়াস্তম্ভিত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্ন পান, তবে তিনি চিহ্নিত্তিগত বিশেষ

ধর্মকে দেখিতে পারেন । সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্বিশেষ লক্ষণ জড়বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না । মায়াগত বিদ্যা জড় বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে । মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শ তত্ত্বে পরিণত হইবে । তাহা হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদগত পরমরসের উদ্ভাবন করিবে ॥ ১১ ॥

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতি মুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে । যে অসম্ভূতং সম্ভবনং সম্ভূতিঃ কার্য্যশ্রোত্ৰপত্তি-
কৃতপত্তিবিশিষ্টা বা তস্মা অত্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণং তাম্
অব্যাকৃতাখ্যাম্ অবিদ্যাকামকস্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে
তে তদনুরূপমেবান্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি ।
যে তু সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্তাদৌ উ এব রতান্তে
ততস্তস্মাদপি ভূয়ঃ বহুতরমিব এব তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ১২ ॥

[ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা]

অধুনেতি । ক্ষুটার্থো গ্রহঃ । যদ্বা উক্তমেব উত্তরগ্রহ-
ত্রয়েণ সমর্থ্যতে অন্ধঃ তম ইতি । যে ভ্রুবিদ্যামুপাসতে তে অন্ধঃ
তমঃ প্রবিশন্তীত্যুক্তম্ । তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে অসম্ভূতিমিতি ।
যে প্রাণিনঃ অসম্ভূতিঃ নাস্তি সম্ভূতির্জগত উৎপত্তাদির্ষস্মাৎ
সৌহসম্ভূতিস্তং সম্ভূতেকপলক্ষণত্বাৎ পরমেশ্বরো ন জগৎপত্তাদি

কর্তা অপি তু স্বভাবত এবোৎপদ্যতে অবতিষ্ঠতি নশ্চতীত্যা-
 ত্মানমুপাসতে তে অক্লং তমঃ প্রবিশস্তীত্যর্থঃ । যতো বা
 ইমানীত্যাदिश्चेत्यं प्रयस्यति संविशस्तीत्यादिश्रुतिविरुद्धत्वाৎ ।
 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम् । अपरम्परसम्भूतं
 किमग्रं कामहेतुकम् । एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टा आनोहरन् बुद्धयः ।
 प्रभवस्त्यग्रकर्माणः कुर्यात् जगतो ह हिताः । आश्रयीं योनिमापन्ना
 मृता जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कोऽन्तेय ततो यास्त्यधमां
 गतिमिति ভগবদ্বক্তেচ্চ । অগ্রং পূর্ববৎ । যদ্বা যথানিয়মাদি-
 সম্বন্ধবান্ বিজ্ঞানাত্মা কশ্চিন্নাস্তি । জলবুদ্বুদবজ্জীবাঃ । মদশক্তি-
 বদ্বিজ্ঞানম্ । ইত্যাদিহুর্বাদিনো বৌদ্ধা অনেন নিন্দ্যন্তে । যে
 নরা অসম্ভূতিং ন সম্ভূতিরসম্ভূতিস্তাং মৃতশ্চ পুনঃ সম্ভবো নাস্তি
 অতঃ শরীরান্তে অস্মাকং মুক্তিরেবেতি যে উপাসতে সিদ্ধান্তয়ন্তি
 তে অক্লং তমঃ প্রবিশস্তি তথা যে বৈ যে চ সম্ভূত্যামেব রজঃ
 সম্ভবত্যাশ্চ ইতি সম্ভূতিঃ পরদেবতা তত্রৈবাসক্তাঃ কৰ্ম্মপরাঙ্-
 মুখাঃ স্ববুদ্ধিমালিন্তমজানানা আত্মজ্ঞানমাত্র এব রতাঃ আত্ম-
 বাস্তি নাগ্রং কৰ্ম্মাণ্যদিতি কৰ্ম্মকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধো নাস্তী-
 ত্যভিপ্রায়বন্ত ইত্যর্থঃ । তে নরাস্ততোহক্লং তমসো ভূয় ইব
 ইবশকো নিপাতো বহুবর্থঃ বহুতরং তমো বিশস্তি ॥ ১২ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এইরূপে জ্ঞানকৰ্ম্মের ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া, পরে
 শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বা রূপের ভেদদৃষ্টিতে উপাসনার
 নিন্দা করিতেছেন ;—

যে ব্যক্তি পৃথক্ভাবে এই বিশ্বের উপাদানরূপা প্রকৃতিশক্তির
 উপাসনা করে, সে অস্ত্রে ঘোর তমসাবৃত অব্যক্তেই প্রবেশ করে,

আর যে ব্যক্তি প্রকৃতিগুণে গুণবান হিরণ্যগর্তাদিকে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করে, সে অধিকতর অজ্ঞানগর্তে নিমগ্ন হয় ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—যে সকল মূঢ় ব্যক্তি প্রকৃতির অতীত পুরুষের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়া কেবল জড় প্রকৃতিতেই রত হয়, অথবা কেবল জড়ের উপাসনাতেই নিবিষ্ট হয়, জড়ত্বই তাহাদিগের চরম ফল। তাহাদিগের আত্মা জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আবার যাহারা পরব্রহ্মের কার্য্যভূত প্রকৃতিগুণে গুণবান হিরণ্যগর্তাদিকে আধিকারিক দেবতা সকলকে স্বতন্ত্র কর্তা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগেরই উপাসনাতে রত হয়, তাহাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্গতি ঘটে। কি প্রকৃতিকে কি হিরণ্যগর্তাদি দেবতা সকলকে পরব্রহ্মেরই শক্তি বা অংশ বিবেচনায় পূজা করিলে, যদিও অনন্তভক্তির হানি হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও তাদৃশী ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। উহাদিগকে পরমেশ্বরেরই শক্তি বা অংশ জানিয়া ভগবদ্বক্তির পরিবর্দ্ধনার্থ উহাদিগের সম্মাননায় কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; কিন্তু উহাদিগের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানেই পতন ঘটে। অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য ॥ ১২ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[যে অসম্ভূতিং উপাসতে তে অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি । যে সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ ভূয়ঃ অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ১২ ॥]

যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন তাঁহারা অন্ধতম প্রবেশ করেন আর যাঁহারা সম্ভূতিতে রত তাঁহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ । বস্তুর বিশেষ লোপ হইলে তাহার অসম্ভূতি হয়, একরূপ বলা যায়। লয় ও বিনাশ প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভূতি হয়। যাঁহারা নির্বিশেষ অনুসন্ধান করেন তাঁহারা অসম্ভূতির উপাসক। সুতরাং তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জীবাত্ত্বার সত্তা লোপ হইলে যে কি হয় তাহা কখনই বোধগম্য হয় না। অতএব তাহাতে আলোক মাত্র থাকে না। যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড় সত্তায় রত তাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে থাকেন ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাত্মঃ সম্ভবাদন্যদাত্ত্বদেবসম্ভবাৎ ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

অথোভয়োরূপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণমবয়বতঃ ফলভেদমাহ অন্তদেবেতি। সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্যাবক্ষ্যোপাসনাদন্তদেব পৃথগেব অন্ধতরতমঃপ্রবেশলক্ষণং ফলমাত্মঃ কথয়ন্তি ধীরাঃ। তথাঃ সম্ভবাদসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্তদেব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যাহঃ। ইত্যেবংবিধঃ ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রুম বয়ং ক্রতবন্তঃ। যে ধীরাঃ নোহস্মাকং তৎ পূৰ্ব্বং সম্ভূত্যসম্ভূত্যাপাসনফলং বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ॥ ১৩ ॥

[ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা]

অথোভয়োরিতি । ক্ষুটার্থমেতৎ ॥ ১৩ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

পরমেশ্বরের শক্তির উপাসনা ও হিরণ্যগর্তাদির উপাসনা উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন, পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। আমরা ঐরূপই তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—পরমেশ্বরের শক্তিভূতা প্রকৃতির উপাসনার ফল অন্তরূপ এবং কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ত্তাদির উপাসনার ফল অন্তরূপ, ইহাই পণ্ডিতগণের উপদেশ । পদার্থভেদই এই ফল-ভেদের কারণ । প্রকৃতি জড়শক্তি, হিরণ্যগর্ত্তাদি পুরুষের অংশ । জড়শক্তির উপাসনার ফল এবং চিচ্ছক্তির উপাসনার ফল অবশ্যই পৃথক্ হইবে । অজ্ঞান ব্যক্তিই তদুভয়ের ঐক্য বিবেচনা করেন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ বিবেচনা করিতে পারেন না । অতএব তদুভয়ের পার্থক্য অবগত হইয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিতে হয়, ইহাই সুধীগণের অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[আত্মতত্ত্বং সম্ভবাদন্তং এব আহঃ । অসম্ভবাৎ অন্তং এব আহঃ । বেদীরা অগ্নান্ তৎ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেবাং এতৎ বচনং বয়ং শুশ্রুমঃ ॥ ১৩ ॥]

আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় হইতে পৃথক । তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই বচন আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

ভাবার্থ । জড় জগতে জন্ম ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি এই দুয়ের যে ভাব হৃদয়গম্য হয় তাহা আত্মতত্ত্বকে স্পর্শ করে না । আত্মতত্ত্বে জন্ম বিনাশ নাই তাহা নিত্য ! জীব নিত্য তাহার উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে তাহার জীবতত্ত্বের কিছুই জানে না । জীবের জড় সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মুক্তি ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

বিনাশেন মৃত্যুং তীর্থী সম্ভূত্যা মৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

যত এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্ব্যাপাসনয়োযুক্ত এতৈক-
 পুরুষার্থত্বাচ্ছেত্যাহ সম্ভূতিক্ষেতি । সম্ভূতিম্ অসম্ভূতিং প্রকৃতিঞ্চ
 অকারলোপশ্চান্দসঃ বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগৰ্ভঞ্চ যঃ তৎ বেদ
 উভয়ং সহ বিনাশো ধর্মো যস্ত কার্য্যস্ত তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে
 বিনাশ ইতি তেন বিনাশেন হিরণ্যগৰ্ভোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যাদি
 তীর্ত্বা অতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনেনামৃতম্ আপেক্ষিকং
 প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে সমুচ্চয়োপাসনায়ান্ত অগ্নিমাট্যৈশ্বর্য্যালক্ষণং
 শুভফলং ভাবীতিবোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

যত ইতি বিশদার্থম্ । যদ্বা উক্তং সর্ব্বমুপসংহরতি সম্ভূতি-
 ক্ষেতি । সম্ভূতিং সকলজগৎসম্ভবৈকহেতুং পরব্রহ্ম বিনাশং
 বিনাশোহস্তাস্তীতি বিনাশম্ অর্শ-আদিভ্যো জিহ্বচ্ প্রত্যয়ঃ
 বিনাশধর্ম্মকং শরীরাদি তদুভয়ং শরীরিশরীররূপং দ্বয়ং যো যোগী
 সহ একীভূতং বেদ জানাতি নিত্যানিত্যং বস্তু বিবেচয়তীত্যর্থঃ ।
 দেহাভিন্নোহহং দেহীবাসং কস্ম নিমিত্তমিতি জ্ঞাত্বা শরীরেণ
 জ্ঞানোৎপত্তিকরাণি নিষ্কামকর্মাণি কৃত্বেশ্বরে অর্পয়তীতিভাবঃ
 স জ্ঞানী বিনাশেন বিনাশবতা শরীরেণ সাত্ত্বিককর্মানুষ্ঠানদ্বারা
 মৃত্যুং তীর্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধিং সম্পাদ্য সম্ভূত্যানুজ্ঞানেনামৃতমশ্নুতে
 মুক্তিং প্রাপ্নোতি । যদ্বা সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপা-
 সনদ্বয়ং যঃ সহ বেদ উভয়মুপাস্তে ইত্যর্থঃ স যোগী অবিনাশে-
 নাব্যাকৃতোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যমধর্ম্মকামাদি দোষজাতঞ্চ
 তীর্ত্বাতিক্রম্য সম্ভূত্যা হিরণ্যগৰ্ভোপাসনেনামৃতং প্রকৃতিলক্ষণ-
 মশ্নুতে প্রাপ্নোতি । অত্র বিনাশং বিনাশেনেতি শব্দদ্বয়ে অবর্ণ-

লোপো দ্রষ্টব্যঃ পৃষোদরাদিত্যাং সাধুঃ অগ্নদাহরসন্তবাদিতি
প্রকরণাৎ । যদা সমুত্যা সম্ভবতীতি সমুতিহিরণ্যগর্তাদিদেবতা
তয়া সমুত্যা সমুত্যা পাসনয়া মৃত্যুমন্তঃকরণমলাদিক্রপং তীত্বাতি-
ক্রম্য অবিনাশেন বিনাশ উপলক্ষণম্ উৎপত্তিবিনাশাদিদোষ-
রহিতেন পরমাত্মনা তজ্জ্ঞানেনামৃতং মোক্ষমশ্নুতে ইতি ভিন্ন-
ক্রমেণ পদয়োর্ব্যাখ্যানম্ ॥ ১৪ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অতএব অসমুতির ও সমুতির উপাসনার সমুচ্চর্যই যুক্ত,
ইহাই বলিতেছেন ;—

পরমেশ্বরের শক্তিভূতা প্রকৃতির উপাসনা এবং তদংশভূত
হিরণ্যগর্তাদির উপাসনা এই উভয়ই এক ব্যক্তির অন্তঃস্থ
জানিয়া যে ব্যক্তি তহুভয়ের অনুষ্ঠান করে, সে হিরণ্যগর্তাদির
উপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃতির উপাসনা
দ্বারা প্রকৃতিলয়লক্ষণ আপেক্ষিক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—প্রকৃতিকে ও হিরণ্যগর্তাদিকে পরমেশ্বর হইতে
স্বতন্ত্র জানিয়া যে ব্যক্তি উভয় উপাসনার সমুচ্চর্যকেই কর্তব্য
ভাবিয়া তহুভয়ের উপাসনাতে রত হয়, তাহার অপেক্ষাকৃত
সুগতি হইলেও পৃথক্ উপাসনা হইতে সদ্যোমুক্তিরূপ কিঞ্চিৎ
অধিক ফল লাভ হইলেও প্রকৃতিলয়লক্ষণ হ্রগতির ব্যভিচার
নাই । অতএব ঈদৃশ সমুচ্চর্যকেও বিধিবোধিত বলিয়া স্বীকার
করা যায় না । তবে প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের শক্তি ও হিরণ্য-
গর্তাদিকে তাঁহারই অংশ বা শক্তি ভাবিয়া পূজা করিলে অনি-
মাদি ঐশ্বর্য্যের লাভ ও পরমাত্মসায়ুজ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
কিন্তু ইহাকেও জীবের চরমফল পরমপুরুষার্থ বলা যায় না ।

কারণ, প্রকৃত পরমপুরুষার্থ উহা হইতে বহুদূরবর্তী। তাহাতে
 তদুভয়ের পার্থক্য বা সমুচ্চয় এই দুইটির কোনটিই স্বীকৃত হয়
 না। তবে পরমেশ্বর হইতে অস্বতন্ত্রবোধে তদুভয়ের সমুচ্চয়োপা-
 সনাতে অর্থাৎ ভক্তির অবিরোধিতাবে উহাদিগের উপাসনাতে
 পরমাত্মসায়ুজ্যাদি লাভের পরও ক্রমমুক্তি ঘটে। ইহাই একান্ত
 প্রার্থনীয় না হইলেও নিতান্ত হেয় নহে। যেহেতু ক্রমমুক্তিতে
 পরিশেষে ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। নির্বিশেষ-
 ব্রহ্মসায়ুজ্য, প্রকৃতিসায়ুজ্য ও পুরুষসায়ুজ্য এই তিনটিই মুক্তি
 বটে, কিন্তু শাস্তাদি ভক্তি হইতে ইহারা সকলেই নিকৃষ্ট। নির্বিশে-
 শেষ-ব্রহ্ম-সায়ুজ্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃতিসায়ুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর ও নাস্তি-
 কের ভক্তিবাসনার অভাবে পুনর্জন্ম ঘটে, কিন্তু পুরুষসায়ুজ্য-
 প্রাপ্ত জীবের উপাসনায় মূলে শক্তিস্ফূর্তির নিশ্চয়তা বশতঃ ভক্তি-
 বাসনা অপরিহার্য্য। যে উপাসকের উপাসনার মূলে ভক্তিবাসনা
 বিদ্যমান থাকে, তাঁহার পুনর্জন্ম ঘটিতে পারে না। অতএব
 এই ত্রিবিধ উপাসকের মধ্যে শেষোক্ত উপাসনাই অপেক্ষাকৃত
 শ্রেষ্ঠ। সকাম প্রকৃতির উপাসনারূপ নাস্তিকতায় প্রকৃতি-
 সায়ুজ্য, কামনাবিদ্বেষসম্বিত নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মসায়ুজ্য
 এবং ঐশ্বর্য্যকামনাসম্বিত পরমাত্মচিন্তনে পুরুষসায়ুজ্য প্রাপ্তি
 হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপাসকত্রয়ের উপাসনার মূলে যদি
 কিক্ষিণ্মাত্রও ভক্তিবাসনা থাকে, তবে ইহারা তত্তৎসায়ুজ্যভাব
 প্রাপ্তির পর ক্রমমুক্ত হইবেন। ঐ সময়ে উহাদিগের আত্মগত
 ভক্তিবাসনা পল্লবিত হইয়া স্ফুরিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎ-
 প্রেমপ্রবণ করিয়া ততঃপর অতএব তাঁহারা তদবস্থায় তত্তৎ-
 সায়ুজ্যাবস্থায় মুগ্ধ না থাকিয়া অন্তরে শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে

থাকেন । ঐ চিন্তাই, তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উন্নতির সাহায্য করিতে থাকে । উহা প্রাপ্ত সাযুজ্যাবস্থায় স্থির থাকিতে না দিয়া ভগ্নসংপ্রেম লাভের নিমিত্ত আকুলিত করিতে থাকে । ঐ আকুলতাই ঐ আগ্রহই পরিশেষে তাঁহাদিগের পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় হয় । তাঁহারা ক্রমে শাস্তাদিভাব প্রাপ্তিতে ঐশ্বর্য্যাসেবী বা মাধুর্য্যাসেবী ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত নিত্যানন্দে বিহার করিতে থাকেন । ইহাই জীবের পরমপুরুষার্থ । এই অবস্থার লভ্যার্থই জীবের জন্ম । যতদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থার লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীব স্থির থাকিতে পারেন না । সাযুজ্যাদি অবস্থাও জীবের চিরস্থায়ী নহে ; উহা দ্রুত সংসারশ্রমের ক্ষণিক বিশ্রামস্থল মাত্র । উহা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে পরমপুরুষার্থ শব্দ ও তদ্বোধক শাস্ত্র সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে । সাযুজ্যাদিকে পরমপুরুষার্থ বিবেচনা করা, নিজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় মাত্র ॥ ১৪ ॥

(বেদার্কদীপ্তি)

[যঃ আত্মতত্ত্বং সন্তুতিং বিনাশকং উভয়াত্মকং ইতি বেদ স বিনাশেন মৃত্যুস্তীৰ্ণা সন্তুত্যাং অমৃতং অম্মুতে ॥ ১৪ ॥]

যিনি সন্তুতি ও বিনাশ এতদুভয়াত্মক বলিয়া আত্মতত্ত্বকে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সন্তুতিতে অমৃত ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ । জড় সঙ্গই জীবের বন্ধন ও মৃত্যু । অতএব যিনি জড় বিচ্ছেদরূপ বিনাশকে লাভ করেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন । তাহা হইলে চিৎ সন্তুতি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন । অতএব জড় হইতে অসন্তুতি

লাভ করতঃ চিত্তে সন্তুতি লাভ না করিতে পারিলে সৰ্বনাশ
হয় ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্।

তত্ত্বং পৃষন্নপাবু সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি পরমাত্মস্বরূপং নিরূপ্য
তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষসাধনমিত্যতীতগ্রন্থেনোক্তম্। স চেত্ব-
সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদিমাাত্রেন ভবতি নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎ-
কারমাাত্রেন কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব। অতোহনুষ্ঠিতশ্রবণমননা-
দিকেনাপি সাক্ষাৎকারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং
যথা ভগবৎপ্রার্থনং কার্য্যং তৎপ্রকারপ্রদর্শনার্থা হিরণ্ময়েন
পাত্রেণৈত্যাছ্যন্তরমন্ত্ৰাঃ। তত্রাদিত্যরূপোপোসনমাহ হিরণ্ময়েন
পাত্রেণেতি। অনুষ্ঠুপ। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতিশ্ময়ং যৎ-
পাত্রং পিবন্তি যত্র স্থিতা রশ্ময়ো যত্র স্থিতানিতি বা পাত্রং সূর্য্য-
মণ্ডলং তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন সত্যস্ত আদিত্যমণ্ডলস্থ
অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্ত শ্রীভগবতঃ মুখং মুখমিতি সৰ্ব্ববিগ্র-
হোপলক্ষণং লীলাবিগ্রহস্বরূপম্ অপিহিতমাচ্ছাদিতং বর্ত্ততে যৎ
তন্মুখং হে পৃষন্ পৃষ্ঠাতীতি পৃষা তৎসম্বোধনং হে ভক্তপোষক
পরমাত্মন্ ত্বম্ অপাবু অপাবৃতমনাচ্ছাদিতং কুরু। কিমর্থম্
সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে সত্যধৰ্ম্মস্ত মদাদিভক্তজনস্ত দর্শনায় সাক্ষাৎ-
কারারেতি ঋষিপ্রার্থনম্ ॥ ১৫ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিবৃতিটীকা)

এবমিতি। ভগবদনুগ্রহাদেবেতি। নায়মাত্মা প্রবচনেন
লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত-

শ্রৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতিক্রতেঃ । সত্যধর্মায়ৈতি ।
সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকং তদ্রূপং ধারয়তি হৃদয়ে চিস্তয়তি
ইতি সত্যধর্ম্য তস্মৈ । চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থ্যে । দৃষ্টয়ে ইতি । দৃষির্ প্রেক্ষণে
ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এইরূপে প্রাপ্তাধিকার শিষ্যের প্রতি, পরমাত্মার স্বরূপ
নিরূপণের অনন্তর, তৎসাক্ষাৎকারই মোক্ষসাধন, ইহা পূর্বেই
বলিয়াছেন । সম্প্রতি ঐ পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারও কেবল শ্রবণাদি
সাধন দ্বারা এবং মোক্ষ কেবল পরমেশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা লাভ
হয় না ; তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরের কৃপার অপেক্ষা আছে, ইহাই
বলিবার নিমিত্ত শ্রবণাদি-সাধন-সম্পন্ন পুরুষের পরমেশ্বর-
সাক্ষাৎকারার্থ এবং প্রাপ্তপরমেশ্বরসাক্ষাৎকার পুরুষের মোক্ষার্থ
ভগবৎকৃপা প্রার্থনের প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন ;—

হে ভক্তপোষক পরমাত্মন! তেজোময় মণ্ডল দ্বারা সত্য-
স্বরূপ পুরুষোত্তমের শ্রীমুখাদি লীলাবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছে,
তুমি সত্যধর্ম্য ভক্তবর্গের সাক্ষাৎকারার্থ তোমার ঐ শ্রীবিগ্রহের
আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও । এই মন্ত্রটির অনুষ্ঠান হুন্দ ॥১৫॥

তাৎপর্য্য ।—ভগবন্! তুমি ভক্তপোষক পরমাত্মা । জ্যোতি-
শ্ময় ব্রহ্ম তোমার অঙ্গকান্তি । আদিত্যের তেজোময় মণ্ডল দ্বারা
যে রূপ আদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্তী পুরুষের বিগ্রহ আচ্ছাদিত থাকে,
ঐ ব্রহ্মরূপ জ্যোতিশ্মণ্ডল দ্বারা তদ্রূপ তোমার শ্রীবিগ্রহ আচ্ছা-
দিত রহিয়াছে । আমরা স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা কি কশ্ম দ্বারা কি
জ্ঞান দ্বারা তোমার ঐ আবরণ ভেদ করিতে পারিতেছি না ।
কশ্ম-জ্ঞানাদির সাহায্যে অবিদ্যাবরণের উন্মোচনে জ্যোতিশ্ময়

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও তদন্তর্ভুক্তী স্বদীর শ্রীমূর্তি হৃদর্শই
 রহিয়াছে । তোমার করুণা ব্যতিরেকে আমরা উহা সন্দর্শন
 করিতে পারিতেছি না । অতএব সত্যস্বরূপ তোমার লীলা-
 মাধুর্য্য অনুভব করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত স্বদীয় ভক্ত সকলের
 প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টিবিভ্রম-
 কারক অবাবরণ উন্মোচন করিয়া দাও । তাহা হইলেই, ইহার
 কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে । তোমার কৃপাই ভক্তের একমাত্র
 শরণ ॥ ১৫ ॥

[বেদার্কদীপ্তি]

[হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্ত পরমতত্ত্বস্ত মুখং অপহিতং
 আচ্ছাদিতং । সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে উপলব্ধয়ে হে পৃথ্বী তৎ পিধানং ত্বং অপা-
 বু ॥ ১৫ ॥

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়পাত্রে আচ্ছা-
 দিত আছে । হে সূর্য্য । সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্ম-
 তত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর ॥ ১৫ ॥

ভাবার্থ । হে পরমেশ্বর তুমি চিংহর্য্য । আমি তোমার
 কিরণ পরমাণু । অতি ক্ষুদ্র । আমি দ্রষ্টা হইলেও তোমার
 জ্যোতি আমাকে তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে দেয় না ।
 এই জন্য আমি সত্যধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া তোমার চিচ্ছক্তির
 ছায়া রূপা মায়া শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছি । তুমি কৃপা
 করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে দূর কর । তাহা হইলে
 অণুচৈতন্যরূপে সহজে তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইব ।
 মহাত্মা নারদ সেই রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে জ্যোতিরভ্য-
 স্তরে রূপ নতুলং শ্রামসুন্দরং ॥ ১৫ ॥

পৃষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যাহ
রশ্মীন্ সমূহ । তেজো যৎ তে রূপং
কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ
'পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

এতদেব স্পষ্টীকৃত্য ঋষির্বাচতে পৃষন্নিতি । উক্ষিক্ । হে
পৃষন্ হে একর্ষে হে যম হে সূর্য্য হে প্রাজাপত্য রশ্মীন্ প্রকা-
শয়ন্ ব্যাহ স্বদীয়ং তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মদীয়ং জ্ঞানং
বিস্তারয়েত্যর্থঃ । যদ্বা হে পৃষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য রশ্মীন্
মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ রশ্মীন্ ব্যাহ বিগময় তেজ আত্মীয়ং
জ্যোতিঃ সমূহ উপসংহর মদর্শনযোগ্যং কুরু । তথা যৎ তে
তব রূপং কল্যাণতমম্ অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা তৎ তে
তব প্রসাদাদহং পশ্যামি । কেন প্রকারেণ পশ্যসীত্যত আহ য
ইতি । যোহসৌ পুরুষঃ মণ্ডলান্তরস্থঃ অসৌ তদিতরঃ প্রতী-
কস্থিতশ্চ সোহহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

(ভাষ্যরহস্তবিরূতিটীকা)

এতদেবেতি । উক্ষিগিতি । যজুরস্তা উক্ষিক্ ত্রিপদান্ত্যো দ্বাদ-
শক ইতি বচনাৎ । হে একর্ষে ইতি । একশ্চাসাবৃষিঃশ্চকর্ষিঃ । ঋষ
জ্ঞানে । হে মুখ্যজ্ঞান ইত্যর্থঃ । হে যম ইতি । যময়তি সর্কমিতি
যমঃ । যোহন্তরো যময়তীতি শ্রুতেঃ । হে সূর্য্য ইতি । সুরিভি-
জ্ঞেয়ত্বাৎ স সূর্য্যঃ সুরিশব্দাৎ তদ্ধিতো যৎ । যশ্রেতি চেতি ইকার-
লোপঃ । হে প্রাজাপত্য ইতি । প্রজানাং পতিঃ প্রজাপতিঃ হিরণ্য-
গর্ত্তস্তস্ত বেদোপদেষ্টুং ত্বেন প্রিয় যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্কং তস্মৈ
বেদাংশ্চ প্রহিণোতি সর্কানিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেঃ । পরমমঙ্গল-

মিতি । মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলমিতি স্মৃতেঃ । পুরুষ ইতি । পুরুষে শেতে অসৌ
পুরুষঃ । সোহহমিত্যাदि । সূর্য্যমণ্ডলাদিপ্রতীকস্হো মদ্ধৃদ্যন্তস্হো
জ্যোতীরূপশ্চ এক এবেতি প্রকারেণ তে রূপং পশ্যামীত্যর্থঃ ।
এতাদৃশৈক্যজ্ঞানশ্চৈব মোক্ষসাধনত্বাদিতি ভাবঃ । অত্রাসৌ চ
শাকটায়ন ইতি প্রতিশাখ্যে ন যবয়োঃ পদান্তয়োঃ স্বরমধ্যে
লোপ ইতি প্রাপ্তলোপপ্রতিষেধাদসাবসাবিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১৬॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

উহাই পুনর্বার স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;—

হে পুংসু ! হে একর্ষে ! হে যম ! হে সূর্য্য ! হে প্রাজাপত্য !
মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার তেজোরশি সঙ্কুচিত করিয়া
তোমার স্বরূপকে আমার দর্শনযোগ্য কর । তাহা হইলে, আমি
তোমার প্রসাদে তোমার ঐ কল্যাণতম শাস্ত্র রূপ সন্দর্শন করি ।
সূর্য্যাদি জ্যোতির্শ্বগুলের ও মদীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং হিরণ্য-
গর্ত্তাদির অন্তর্হৃদয়ে বা পরব্যোমে একই তুমি বিভিন্নরূপে
বিরাজ করিতেছে । আমি তোমাকে ঐ রূপেই দর্শন করিব ।
এই মন্ত্রটি উষ্ণিক্ ছন্দে রচিত ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—হে ভগবন্ ! তুমি ভক্তপোষক, তুমি জ্ঞানময়,
তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, তুমি ভক্তগণের ভক্তিবাদ্য, তুমি বেদোপদেশ
দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয় । ভক্তানুগ্রহ তোমার সুপ্রসিদ্ধ । তুমি জ্যোতি-
শ্বয় আদিত্যের বা জ্যোতির্শ্বয় ব্রহ্মের এবং হিরণ্যগর্ত্তাদির ও
নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ । তুমি পরব্যোমাদিধামস্থ
হইয়াও ভক্তজনহৃদয়স্থ । ভক্ত তোমাকে তাদৃশ রূপেই সন্দর্শন
করিয়া থাকে । তুমি আমাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তোমার
ঐ শিবতম রূপেই দর্শন দাও ॥ ১৬ ॥

[বেদার্কদীপ্তি]

[হে পুষন্ ! হে একর্ষে ! হে ষম ! হে সূর্য্য ! হে প্রজাপত্য ! রশ্মীন্
বাহ বিগময় । তেজঃ সমূহ উপসংহর । যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে
রূপং অহং পশ্যামি । যতঃ অহং তৎ অধিকারী । য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব
অসৌপুরুষঃ । স এব অহং অস্মি ॥ ১৬ ॥]

হে পুষন্ ! হে একর্ষে ! হে সূর্য্য ! হে প্রজা-
পত্য ! তোমার রশ্মি সকল দূর কর, তোমার
তেজ নিবৃত্তি কর । তাহা হইলে তোমার কল্যাণ-
তম রূপ আমি দেখিতে পাই । আমি সেই রূপ
দেখিবার অধিকারী । যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং
জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশ স্বরূপ পরমাত্মা এবং
আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ । তোমার কৃপা হই-
লেই দেখিতে পাই ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থ । তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও মায়া অধীশ্বর রূপে
পুরুষাবতার হইয়াছ । মায়া নিয়মন কার্য্যে যে সকল পৃথক
শক্তি ব্যবহার কর সেই সকল পৃথক শক্তিতে অধিষ্ঠান করত
তুমি পুষা, এক ঋষি, ষম, সূর্য্য ও প্রজাপতির অপত্য বামন
ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছা । আমি জড় মধ্যে আবদ্ধ হইয়া
তোমার সেই সমস্ত অবতার স্বরূপ চিন্তা করি এবং তোমার
নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করি । তুমি কৃপা করিয়া অণুটৈতহের
দর্শন যোগ্য হইলে, আমি তোমার নিত্যরূপ দেখিতে পাই ।
সমস্ত কল্যাণ গুণ তোমার নিত্য রূপকে আশ্রয় করিয়া আছে ।
তুমি আমাকে চিন্ময় স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ ; অতএব তোমার
কৃপা হইলেই আমি তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারি ॥ ১৬ ॥

। । । । । সঙ্গিনী ওয় ব, চম সংখ্যা ।

বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।

ওঁ ক্রতো অর কৃতং অর ক্রতো অর কৃতং অর ॥ ১৭ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইদানীং মরিস্যতো মম বায়ুরধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈব-
তাত্মানমনিলং প্রবিশদ্বিত্তি প্রার্থয়তে বায়ুরনিলমিতি ।
গায়ত্রী । হে পরমাত্মন্ মরিস্যতো মম বায়ুঃ সপ্তদশাত্মকলিঙ্গ-
শরীররূপঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতরূপং সৰ্ব্বাত্ম-
মমৃতং সূত্রাত্মানমনিলং মুখ্যপ্রাণং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্য-
শেষঃ । জ্ঞানকৰ্ম্মসংস্কৃতং লিঙ্গমুৎক্রময়দ্বিত্যর্থঃ । অতানন্ত-
রমিদং স্থূলশরীরমগ্নৌ হতং সৎ ভস্মান্তং ভস্মাবমানং ভূয়াৎ ।
ওঁ মিতি যথোপাসনমোস্ত্রীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাত্ম্যং
ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে । ওঁ হে ক্রতো হে সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ অর
যন্মম স্মৰ্তব্যং তস্মায়ং কালঃ সমুপস্থিতোহতঃ অর ত্বং ব্রহ্মচর্যো
গার্হস্থ্যে চ ময়া পরিচরিতঃ তৎ অর । তথা কৃতং যন্ময়া বাল্য-
প্রভৃতি অদ্যাবদানুষ্ঠিতং কৰ্ম্ম তচ্চ অর । ক্রতো অর কৃতং
অরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

ইদানীমিতি । বায়ুরনিলং যজুৰ্বী ওঁমিতি পরমাক্ষরশ্চ
যোগিনামালম্বনভূতশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রণবাধ্যস্তাস্থলাদিগুণ
যুক্তশ্চ ব্রহ্মা ঋষিঃ ছন্দো গায়ত্রং পরমাত্মা দেবতা শব্দব্রহ্মারম্ভ-
বিরামে চ যাগহোমাদিষু শান্তিপৌষ্টিককৰ্ম্মসু চাত্তেযু বিনিয়ো-
গোহশ্চ । ক্রতো ইতি এতিৰ্ভজ্ঞান্ যোগী স্মারয়তীত্যনুক্রমণী ।
বায়ুরিতি । বায়ুগ্রহণং সপ্তদশলিঙ্গোপলক্ষণার্থম্ । অতএবাহ

সপ্তদশাশ্বকেত্যাদি । সূত্রান্মানমিত্যাदि । বায়ুর্বে গোতম
 তৎসূত্রেণ বায়ুনা হি গোতম তৎসূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ
 সর্কানি চ ভূতানি সংদৃকানি ভবন্তীতি শ্রুতেঃ । ভস্মান্তুমিতি ।
 ভস্মৈবান্তো যশ্চ তদ্ভস্মান্তং ভস্মাবমানং ভূয়াৎ কৃতপ্রয়োজন-
 ত্বাদিতি শেষঃ । যদা প্রত্যক্ষত এব দেহশ্চ ভস্মান্তত্বদর্শনাৎ
 দেহনাশে চ তদন্তর্গতশ্চ ব্রহ্মণো জীবন্মরণাদ্যবশস্তাবাদিত্যাশ-
 ক্যামিদমুচ্যতে । অত্রায়মর্থঃ । যদ্যপীদং শরীরং ভস্মান্তং
 দৃশ্যতে তথাপি তদন্তবর্তিনঃ পরমেশ্বরশ্চ ন মরণাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ।
 কুতঃ ব্যত্যায়াৎ । অনিলম্ অনিলঃ বায়ুর্যদা অমৃতমমৃতঃ অথ
 তদা ব্রহ্ম অমৃতমিতি কিং বক্তব্যং তদমৃতত্বশ্চ কৈমুত্যসিক্তত্বা-
 দিতি । ননু সংসারিণো বায়োঃ কথমমৃতত্বং সম্ভবতি যদুপচারেণ
 তর্হীশ্বরশ্চাপি তথাবিধমমৃতত্বং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য বায়োদেহনাশেহপি
 তৎকার্যবিজ্ঞানতিরোভাবাভাবোহস্ত্যেব । বায়ুনা বৈ গোতম
 সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্কানি চ ভূতানি সংদৃকানি
 ভবন্তি স্নেচ্ছন্তি হৃতা দেবতা ন বায়ুঃ সৈবানন্তমিতা দেবতা
 যদ্বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ । অথ প্রণবপ্রতীকং প্রার্থয়তে
 ঔমিতি । ঔম্ ওতত্বাদিগুণযুক্ত হে ক্রতো জ্ঞানরূপ মাং অর
 ময়া কৃতং ধ্যানাদিকঞ্চ অর অভ্যাসস্তাৎপর্য্যার্থঃ অভ্যাসেনার্থ-
 বিশেষঃ মত্তত ইতি যাক্ষোক্তেঃ পরমাত্মকর্তৃকং অরণং ভক্তানু-
 গ্রহোন্মুখং ত্বমেব । অবতীত্যোম্ অব রক্ষণে ইত্যস্মাৎ ধাতো-
 রন্তোভ্যোহপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্ ততোহবতেষ্টিলোপশ্চেতি
 ধাতোরকারবকারয়োরুটৌ তয়োঃ সর্বণদীর্ঘে সতি সার্কধাতুকে
 তিগুণে রূপসিদ্ধিঃ । ধাতোরন্তত্বাৎ উদাত্তত্বম্ । ত্রিমাাত্রত্বং
 প্রাতিশাখ্যাৎ ॥ ১৭ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

প্রাণ মরণান্তে অমৃতত্ব লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন ;—

মরণের পর আমার প্রাণ অর্থাৎ সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মাতে সঙ্গত হউক। প্রাকৃত দেহ প্রকৃতিতেই লীন হউক। সঙ্কল্লাত্মক মানস! আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না; কর্তব্য কার্য্য স্মরণ কর, কৃত কৰ্ম্ম স্মরণ কর। এই মন্ত্রটির গায়ত্রী ছন্দ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহ চিরস্থায়ী নহে। প্রাণাপগমে উহার নাশ অবশ্যজ্ঞাবী। জীবনান্তে পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মাদিরূপেই হউক বা যে কোনরূপেই পঞ্চভূতেই লয় পাইবে। স্থূল দেহের গ্রায় স্বক্ষদেহেরও নাশ আছে। তবে উহা বাসনার বিনাশ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, মৃত্যুর পর লোকান্তরগামী আত্মার সহিত লোকান্তরেই গমন করিয়া থাকে। পরে বাসনার বিনাশে উহারও বিনাশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভক্ত সঙ্কল্লাত্মক মনকে বলিতেছেন, হে মন, আমি এতাবৎকাল তোমার ছন্দানুবর্তন করিলাম। তুমি যখন বাহ্য কামনা করিলে, আমি তাহারই অনুবর্তন করিলাম। এক্ষণে আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তুমি এ সময়ে প্রকৃত বন্ধুর গ্রায় কৃতজ্ঞের গ্রায় কার্য্য কর। তুমি কৃতঘ্ন হইও না। আমি বাল্যাবধি তোমার যে সকল সেবা করিয়াছি, উপকার করিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকারার্থ সযত্ন হও। কার্য্যকালে বৃথা কালহরণ করিও না। আমার প্রত্যুপকারও আর কিছুই নহে, আমি এই অন্তকালের জন্ত তোমাকে যে ধ্যানাদি—যে নামাদি অভ্যাস করাইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে ॥ ১৭ ॥

[বেদার্কদীপ্তি]

[মদেহস্থং বায়ুঃ তব পরমব্যোমাস্তর্গতং অনিলং অমৃতং ভূয়াৎ । ইদং জড়শরীরং লিঙ্গশরীরঞ্চ জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং ভবতু ইতি যাচে । হে ক্রতো মনঃ কর্তব্যং স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইতি পুনর্ব্বচনং আদ-
বার্থং ॥ ১৭ ॥]

আমার শরীরস্থ জড়বায়ু তোমার পরমব্যোমস্থ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্ব লাভ করুক । আমার স্থূল লিঙ্গ শরীরদ্বয় ভস্মীভূত হউক । হে মন, তোমার কর্তব্য স্মরণ কর । তোমার কৃত বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

জড় মুক্তি প্রার্থনা যদিও ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয় সেবা দ্বার-
রূপ জ্ঞান মিশ্র ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এই মন্ত্রে জড়
মুক্তি সহকারে ভক্তির স্মৃতি বিধান করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাগমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥
ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ শিষ্যতে ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সাক্ষাৎকারপ্রার্থনানন্তরমগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মোক্ষং প্রার্থ-
য়তে অগ্নে নয়েতি । আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুপ্ । হে দেব ক্রীড়াদি-
গুণবিশিষ্ট হে অগ্নে অগ্নিপ্রতীক ভগবন্ অস্মান্ সুপথা শোভ-
নেন মার্গেণ দেবযানলক্ষনেন নয় গময় । কিমর্থম্—রায়ে ধনায়
মুক্তিলক্ষণায় । কীদৃশস্বম্—বিশ্বানি সর্বাণি বয়ুনানি কস্মাণি

প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ জুহুরাণং কুটিলং প্রতিবন্ধকং
বন্ধনাত্মকম্ এনং পাপম্ অশ্মৎ অশ্মভঃ সকাশাৎ যুষোধি পৃথক্
কুরু বিবোজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো বিভুদ্ধায় তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং
বহুতরাং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম কুর্যাম ঈদৃশাভীষ্ট-
সাধকশ্চ তব প্রতিকরণং নমস্কারপরম্পরৈব ন ত্বগ্ং প্রত্যুপ-
করণমস্তাতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যম্ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

সাক্ষাৎকারেতি। অগ্নে নয়েতি। অগস্ত্যাদৃষ্টাগ্নেরদৈবত্যা
অন্তে যজ্ঞান্ যোগী স্মারয়তীতি কাত্যায়নস্বরণাৎ। সুপথেতি
বিশেষণং দক্ষিণায়নমার্গনিবৃত্ত্যর্থম্। যতো গতাগতলক্ষণেন
দক্ষিণায়নমার্গেণ নির্ঝিগ্না বয়ম্ অতোহগ্নে স্বাং যাচামহে পুন-
র্গমনাগমনবর্জিতেন শোভনমার্গেণাস্মান্ কস্ম্যফলবিশিষ্টান্ নয়
সুপথেত্যর্থঃ। জুহুরাণমিতি। হব্ কোটিল্যে শাণচ্ জুহোত্যাদি-
ত্বেন দ্বিত্বাদৌ সতি রূপম্। যুষোধীতি। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োরদাদি-
ত্বাৎ শব্দলোপদ্বিত্বে ছান্দসং হেধিভ্বম্। যদ্বা হে দেব অগ্নে
অস্মান্ সুপথা পুনরাবৃত্তিবর্জিতেনার্চিরাদিমার্গেণ রায়ে মোক্ষাখ্য-
বিত্তায় নয় মুক্তিদো ভব। কুতঃ হে দেব আসংসারম্ অস্মদনু-
ষ্ঠিতানি বিশ্বানি পূর্ণানি মোক্ষায় পূর্বাণ্তানি বয়ুনানি সংকস্মানি
বয়ুনমিতি কস্ম্যনামেতি-নিঘণ্টুক্ষেঃ। যদ্বা বয়ুনানি শ্রবণমনন-
নিদিধ্যাসনরূপাণি জ্ঞানানি ভবান্ বেদ ত্বদন্তর্যা বয়ুনয়েতি
শ্রীভাগবতে বয়ুনশব্দশ্চ জ্ঞানার্থকত্বাৎ। ননু প্রারব্ধকস্ম্যভির্বদ্ধশ্চ
তব কথং মোক্ষ ইত্যত আহ অস্মান্ জুহুরাণমগ্নান্ কুর্কং সংশয়ে
পরিবর্তয়দিত্যর্থঃ। হ্লর চলন ইতি ধাতুঃ। ছান্দসত্বেন হ্বাদিঃ।

ঐদৃশম্ এনঃ পাপম্ অনিষ্টং কস্মৈত্যর্থঃ তদস্মদসম্ভূতঃ যুষোধি
বিযোজয় বয়ঞ্চ তে ভূভ্যং ভূমিষ্ঠাং নমউক্তিং বিধেম । ন চ
প্রকারান্তরেণ প্রতিকৰ্ত্ত্বং শক্লুম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমলালগোশ্বামিসিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃত বাজসনেয়-
সংহিতোপনিষদভাষ্যবিবৃতিঃ সম্পূর্ণা ।

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

পরিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ;—

হে অগ্নে ! তুমি আমাদেরকে মুক্তির নিমিত্ত সুপথে লইয়া
চল। প্রভো, তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই বিদিত আছ। আমা-
দিগের মালিগ্ৰ দূর কর। আমরা বিগুহ্মির জন্ত তোমার চরণে
নমস্কার করিতেছি। এই মন্ত্রটির ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য।—ভগবন্! আমরা অজ্ঞ, ধর্ম্মান্ধাদি-জ্ঞান-বিব-
জ্জিত। কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, আমরা তাহার কিছুই জানি
না। তুমি সকলই বিদিত আছ। তোমার অবিদিত কিছুই
নাই। তুমি পরম পবিত্র। তোমার নিকট গমন করিতে হইলে
পবিত্রতার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনি কোন সামর্থ্য
নাই, যদ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারি। তোমার করুণাই
আমাদিগের একমাত্র বল। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র
কর। সুপথ প্রদর্শন কর। তোমার চরণে আশ্রয় প্রদান কর।
তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবে বা মুক্তি প্রদান করিবে অথবা
তোমার চরণে স্থান দিবে, তজ্জন্ত আমরা তোমাকে কি দিব?
আমাদিগেরত এমনি কিছুই নাই, যাহা আমরা তোমাকে দিতে
পারি। তবে তোমার চরণে নমস্কার করিতে পারি না এমনি
নহে। অতএব তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ১৮ ॥

ବନ୍ଧାନୁବାଦି ସମାପ୍ତ ।

(বেদার্কদীধিতি)

[হে অগ্নে ! সুপথা শোভনেন মার্গেণ রায়ে পরমার্থায় মাং নয় । হে দেব ! বায়ুনানি প্রজ্ঞানানি বিশ্বানি সর্বাণি বিদ্বান্ জানন্ নয় । কিঞ্চ অস্মৎ জুহরাণং অবিদ্যা কোটীলাং এণঃ পাপং যুষোধিবিনাশয় । বয়ং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥]

হে অগ্নি সুপথ দিয়া আমাদেরকে পরমার্থ ধনে লইয়া যাও । হে দেব সমস্ত বিশ্বগতি ও প্রযুক্ত প্রজ্ঞান সহিত আমাদেরকে লইয়া যাও । আমাদের যে অবিদ্যা কোটিল্যরূপ পাপ আছে, তাহা বিনাশ কর । আমরা তোমারে বার বার প্রণাম করি ॥ ১৮ ॥

ভাবার্থ । জীব স্বীয় পাপ স্মরণ করিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্ত ব্যাকুল হয় । তখন পবিত্র পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করে । অগ্নির পাবকতা শক্তি পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ । জীব তখন দেখে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই । তখন তাহাই প্রার্থনা করে । ঈশ্বর জ্ঞানই জ্ঞান । বিশ্ব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান যুক্ত প্রজ্ঞানই ভক্তি । এতদ্বিজ্ঞায় প্রজ্ঞানং কুর্বাতি এই বেদ বাক্য এস্থলে স্মরণীয় । “তচ্ছুদ্ধধানো মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া । পশুন্ত্যগ্নানি চাত্মানুঃ দৃষ্ট শ্রুত গৃহীতয়া ॥” এই ভাগবতে বচনটী ও এস্থলে বিবেচনীয় ॥ ১৮ ॥

বেদার্কদীধিতি রয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গ ভক্তপদ ভক্তিবিনোদ কেন ।

শ্রীগোক্রমে দ্বিজপতে শরণ প্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভি কুঞ্জ বনাস্তরালে ॥

ইতি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি বেদার্কদীধিতিঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীমন্মথার্চার্য্য কৃত সমগ্র মূল

শ্রীশ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী ।

বা মায়াবাদ শতদূষণী ।

শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত
বঙ্গানুবাদ ।

শ্রীশ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী ।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ ।

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্ৰাস্তে বিফলামতাঃ
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাছ্যংকলে পুরুষোত্তমাং ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিষাদিত্যং চতুঃসন ॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্ হরি মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্যজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয় ধর্মান্ ক্রমাদ্ভবয়ং ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততোলক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরান্বিত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরুন্ ।
দেবমীশ্বর শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ইতি ॥

প্রমেয়রত্নবল্যাংশ্রীবলদেব কৃতৌ ।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহা দাবাগ্নিনির্কাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধু জীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সৰ্ব্বান্নমণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনম্ ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসৰ্বশক্তি
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
ছুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীধরে ভবতাস্তক্তির্হৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করম্ পতিতং মাং বিষমে ভবানুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিহ্নং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।

শূন্যায়িতং জগৎসৰ্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্নস্নহতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটৌ মৎপ্রাণনাথস্ত্ব স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকলিযুগপাবনাবতারশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রবদনাজবিগলিতঃ

শ্রীশ্রীমচ্ছিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

তত্ত্বমুক্তাবলী

বা মায়াবাদ শতদূষণী ।



অনুগতজনপালঃ ক্রুরভূপালকাল
স্তরুণতরতমাল। শ্যামলো নন্দবালঃ ।
বহুকিরণবিশালঃ সর্বশক্ত্যা বিশালঃ
স জয়তি ধৃতমালঃ পুণ্ড্রকোদ্ভাষিভালঃ ॥ ১ ॥

পৌরাণিকোয়ং স্বমতানুসারী
প্রাতঃ পুরাণং পঠতি প্রকামং ।
শৃণোতি ভক্তঃ প্রণিধানপূর্ব্বং
গ্রন্থার্থতাৎপর্য্যনিবিষ্টচেতাঃ ॥ ২ ॥

জীবাত্মনো রৈক্যমতং বিহায়
ভেদভ্রময়োঃ স্থাপয়তি স্বযুক্ত্যা ।

শ্রুতিং স্মৃতিং তত্র বহুপ্রমাণং
কৃত্বানুমানং বহুধা তনোতি ॥ ৩ ॥

জীবোয়ং ব্রহ্মণোভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা ।
ইত্যাদি বহুবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু হেতবঃ ॥ ৪ ॥

ননু ঘটপটয়ো রৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ ।

অনয়োনহি নহিতত্বং যস্মাদ্ভ্রূক্ষা প্রমেয়মেব স্যাৎ ॥৫॥

সাক্ষাৎ তদ্ব্যমসীতি বেদ বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ততে
ত্বন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিদ্বেদেহপরিহা মতিং ।

তৎশব্দোহব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং তত্র ভেদ্যোয়তঃ

যষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ॥৬॥

সর্বভক্তঃ সর্বদর্শী ত্রিভুবন মখিলঃ

হন্ত যশ্চৈদৃশং তৎ

সর্বেষাং সৃষ্টিরক্ষা লয়মপি কুরুতে

ভ্রাবিভঙ্গেন সদ্যঃ ।

অভক্তঃ সাপেক্ষ্যদর্শী ত্বমসি স ভগবান্

সর্বলোকৈক সাক্ষী

নানাত্বংবৈ সএকো জড়মলিন তর

স্বংহি নৈবংবিধঃ সঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদস্তি বাক্যং

জ্ঞেয়া নযষ্ঠী প্রথমৈব তত্র ।

দৃষ্টান্ত বাক্যে কথমন্যথাচেৎ

যষ্ঠীতুবহ্নোরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নিং মানবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্নেন্দুবিস্মং মুখং

নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবং ।

আহার্য্য ভ্রমতোভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেপ্যভেদামতিঃ
কর্তব্য। গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ ॥৯॥

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা

স্তথা বয়ং ব্রহ্মাণি ভূরি জীবাঃ ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদক্ৰি

স্তুং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥১০॥

জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানমেবদ্বয় মিহ বিদিতং

সর্বশাস্ত্রান্তরালে

ধস্মাধস্মৌ চ বিদ্যা তদনু তদিতরা

পৃষ্ঠলগ্না বিভাতি ।

এবং সর্বত্র যুগ্মং ভবতি খলু তথা

ব্রহ্মজীবৌ প্রসিদ্ধৌ

কস্মাদৈক্যং তয়োঃ শ্রাদকপট মনসা

হন্ত সন্তোবদন্ত ॥ ১১ ॥

যস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরস্ত নিখিলাধারস্ত মায়াবিনো

জীব ত্বং প্রতিবিশ্ব এব ভগবান্ বিশ্বঃ স্বয়ং রাজতে ।

একঃথে খলু চন্দ্রমা বহুবিধ স্তোয়াদিকে দৃশ্যতে

তদ্বিশ্বপ্রতিবিশ্বয়ো রিবভিদা জীবত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥১২॥

অপ্রমেয় মবিতর্ক্যমনীহং

ব্রহ্মতৎ কথিতমাগম বাক্যৈঃ ।

গোচরোসি মনসো বচসস্ত্বং

ব্রহ্মণা তব কথং ভবিতৈক্যং ॥ ১৩ ॥

নায়াবাদ মতান্ধকার মুষিত প্রজ্ঞোসি বস্মাদহং

ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহূর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ ।

ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভূতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে

তন্মেরোরিব সর্ব্বপেণহি তুলা জীবত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥ ১৪ ॥

পরিচ্ছিন্নো জীব ত্বমসি সখলু ব্যাপকতম

ত্বমেকত্র স্নাতা ভবসি সহি সর্ব্বত্র সততং ।

স্বখী দুঃখী ত্বং রে ক্ষণিক স স্বখী সর্ব্বসময়ে

কথং সোহং বাক্যং বদসি বত লজ্জাং ন কুরুষে ॥ ১৫ ॥

কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ শুভ্রিরেবাস্তি শুভ্রিঃ

রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং জ্ঞানমেঘাং ।

অন্যেষান্তুস্মরতি যদিহ জ্ঞান মন্যত্র তদ্বৎ

ভ্রান্ত্যা জীবঃ প্রবদতি তথা তত্ত্বমস্মাদিবাধ্যং ॥ ১৬ ॥

তৎশব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণায়তাক্রি

ত্বৎশব্দার্থো ভবভয়ভরব্যগ্রচিন্তোতিদুঃখী ।

তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োৰ্ভিন্নয়োৰ্বস্তগত্যা

ভেদঃ সেব্যঃ সখলু জগতাং স্বংহিদাস স্তুদীয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দে ব্রহ্মণি বক্তব্যে ব্যাপারো নাভিধা ভবেৎ ।

শক্তির্নাস্তি যতস্তস্য লক্ষণা তেন কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

এবঞ্চেল্লক্ষণা কস্মাৎ শক্য সম্বন্ধজা যতঃ ।

সম্বন্ধ স্তত্রে কেনস্যাৎসঙ্গাদৈত বস্তুনি ॥ ১৯ ॥

মুখ্যার্থ বাধে সহতেন যোগে

প্রয়োজনাদ্বাপ্যথ রুঢ়িতোবা ।

বৃত্ত্যায়য়ান্যঃ খলুলক্ষ্যতের্থঃ

সালক্ষণাস্যাত্ত্রিতয়ঞ্চ হেতুঃ ॥ ২০ ॥

অভিধা নাস্তি চেৎ কস্মাল্লক্ষণা তত্র জায়তে ।

আদাবেকত্র বাধঃস্মাৎ পশ্চাদন্যত্র লক্ষণা ॥ ২১ ॥

নাস্তীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণাতস্য নোভবেৎ ।

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা ॥ ২২ ॥

কুন্তাঃ খড়্গা ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্ত্যত্র লক্ষণা ।

হৃদয়ে পরাক্ষেপো যতো গতিরচেতনে ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র পরার্থে স্ব সমর্পণং ।

ঘোষাধিকরণং ন স্মান্ন গঙ্গা জলরূপিণী ॥ ২৪ ॥

তাদ্রূপ্য মাযু স্মৃত মেব জাতং

যদাযু রেবেদ মভেদ বুদ্ধিঃ ।

বাক্যার্থ বোধো ভ্রমতোপচারা-

দৈক্যস্তনো বাস্তবমেব জাতং ॥ ২৫ ॥

অদ্বৈতং স্থাপিতং যত্নাল্লক্ষণা সমুপাশ্রিতা ।

শক্যোলক্ষ্যশ্চ সম্বন্ধ স্ততন্ত্রিতয় মাগতং ॥ ২৬ ॥

নাভিধা সমতা ভাবান্বেষভাবাচ্চ লক্ষণা ।

মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম বোধ্যতে কেন হেতুনা ॥২৭॥

তং হেতুং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জগৎ কৰ্ত্তেতি কথ্যতে ।

সকৰ্ত্তৃকত্ব মেতেষামনুমানাচ্চ সিধ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং

প্রমেয় মাস্তে খলু তত্র তত্র ।

বেদৈশ্চ সৰ্বৈৰ রহমেব বেদেয়া

বেদ স্ততস্তদ্বিষয়ী কৰোতি ॥ ২৯ ॥

সত্যং ত্বসত্যপিজ্ঞান মৰ্থে শব্দঃ কৰোতিহি ।

কিমুত ব্রহ্মণীশানে সচরাচর কৰ্ত্তরি ॥ ৩০ ॥

বাচো নিবৃত্তা মনসা সহেতি

তস্মায়মৰ্থঃ কুরুতে শৃণুধ্বং ।

হৃদা সমং তদ্বিষয়ী কৰোতি

ততো নিবৃত্তাহনবগাহ ভাবাৎ ॥৩১॥

অগোচরং মনো বাচা মিতি শব্দাৎ প্রতীয়তে ।

শব্দশ্চৈব ততো বাচ্যং ন চ শব্দঃ সখঞ্জতি ॥ ৩২ ॥

শব্দ ব্রহ্মণি নিষণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।

ইত্যাদি মুনিবাক্যস্ত ভ্রান্তং প্রলপিতং নহি ॥৩৩॥

সচ্চিদানন্দ শব্দানাং সাক্ষাতো ব্রহ্মণি ধ্রুবং ।

যথা ঘটপটাদীনাং তত্তদৰ্থাবলোকনং ॥ ৩৪ ॥

প্রযোজ্য প্রেরকোক্তিভ্যাং সাক্ষাতো গ্রহ ঈরিতঃ ।
 আরোপাদ্ব্যতঃ পশ্চাদ্ব্যুৎপন্নো বালকো ভবেৎ ॥৩৫॥
 শ্রবণাদ্গুরু বাক্যানাং শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ ।
 ব্রহ্মাদি পদসাক্ষাতঃ শিষ্যস্তোৎপদ্যতে ধ্রুবং ॥৩৬॥

কর্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য
 শরীর সিদ্ধিঃ স্বতএব জাতা ।
 ঘটাদি কার্যেষুপি দৃশ্যতে স্ম
 কর্তা শরীরী খলু নাহশরীরী ॥ ৩৭ ॥

যদ্যস্তি দেহঃ পরমেশ্বরস্য
 তদাস্মদাদি প্রতিমো হি স স্ম্যৎ ।
 ব্যাপারবদ্রে সতি কর্তৃকানাং
 কিঞ্চিদ্ভিশেষং ন বিলোকয়ামঃ ॥৩৮॥

তৎকথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ
 কুদাল দাত্র হ্রলপাণি ভূতাং জনানাং ।
 এতে ষড়্গুণি বিবশাঃ শ্রমভারখিনা
 ভ্রতঙ্গমাত্র বিষয়ে স্করোতি সর্বং ॥ ৩৯ ॥
 অকর্তু মন্থথা কর্তুং কর্তুং প্রভবতি প্রভুঃ ।
 অতন্তয়োবিজানীয়াদন্তরং মহদন্তরং ॥ ৪০ ॥

যদ্যস্তি ভোগায়তনং শরীরং
 লোকে প্রসিদ্ধং তদপি প্রকামং ।

লক্ষ্মীপতিত্বাদ্ভগবচ্ছরীরে

ন্যূনং ন কিঞ্চিৎ ঘটতে সমগ্রং ॥ ৪১ ॥

যদ্ যচ্ছরীরং তদদিষ্ট যুক্ত

মেতাদৃশী ব্যাপ্তিকরা কৃতাচেৎ ।

তদস্মদাদি প্রবলৈ রদিষ্টৈঃ

সংপ্রেরিতোয়ং খলু সর্ব্ব কৰ্ত্তা ॥ ৪২ ॥

যদ্ যচ্ছরীরং তদনিত্যমেব

ব্যাপ্তিস্ততোপীশ্বর নিত্যদেহঃ ।

সর্ব্বত্র দৃষ্টা খলু ভূরনিত্যা

নিত্যা যথা সা পরমাণুরূপা ॥ ৪৩ ॥

নাদিষ্ট মেকস্ম জনস্ম কস্মা-

দন্যত্রলগ্নং ভবতীতি বাচ্যং ।

যস্মাদ্বিজগ্রাহশুভাশুভাভ্যা

মতিত্বরাবান্ খলু চক্রপাণিঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্রতং পুরাণে জগদীশ্বরস্ম

নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভূব ।

শরীর সিদ্ধিস্তত এব জাতা

নাভিঃ কথং হন্ত বিনা শরীরং ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াস্বাদ্যমতিপ্রসিদ্ধ

শরীর মীশস্মহি ষড়্গুণাচ্যং ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরধিগম্যমানং

যৎপাদশৌচোদকমেব গঙ্গা ॥ ৪৬ ॥

অধর্মবুদ্ধিঃ খলু ধর্মহ্রাসো

যদা যদা কাল বশাদুপৈতি ।

তদা তদা সাধুজনস্য রক্ষা

মসাধুনাশং ভগবান্ করোতি ॥ ৪৭ ॥

অবতারাৱতারিত্বাদীশোপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তাভক্ত বিভেদেন জীবোপি ভবতি দ্বিধা ॥ ৪৮ ॥

তত্রৈব কেচিৎ পরমেশ্বরস্য

বদন্তি জীবং প্রতিবিশ্বমেব ।

মতস্ত তেষাং ঘটতে ন সম্যগ্

যতো ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যং ॥ ৪৯ ॥

তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিশ্বতা স্ম্যৎ

তস্যাপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জনস্য ।

জড়স্য কস্মান্নিগমোক্ত ধর্ম্মা-

ধর্ম্মো তু তত্ত্বং সূখদুঃখ ভোগং ॥ ৫০ ॥

প্রতিবিশ্বং ভবেন্মূঢ়্যনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ ।

অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদুচ্যতি কথং ॥ ৫১ ॥

রামানুজঃ শিষ্টিগণাগ্রগণ্যো

নিনিদ বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদং ।

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ২য় সংখ্যা।

শিষ্টৈ গৃহীতং ন মতন্তু যস্মাৎ

তস্মাৎ ভবেচ্চারুতরন্তু ন্যূনং ॥ ৫২ ॥

তয়োরনাদি ভেদোস্তি দ্বাস্পর্গাবিতি শ্রুতেঃ ।

সখ্যাবিতির্নির্দেশাদৈক্যন্তু ঘটতে কথং ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী ব্রহ্মণ্যাত্মন ইক্ষণাৎ ।

শোকাদি বিনিবৃত্তিঃ স্মাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ॥ ৫৪ ॥

অহমেব খলু ব্রহ্ম ব্রহ্মণস্তাত্মনীক্ষণাৎ ।

পরোক্ষ বিনিবৃত্তিঃ স্মাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ॥ ৫৫ ॥

একাগ্রবুদ্ধ্যা পরিশীলনেন

ব্রহ্মৈব স স্মাদিতি নৈব বাচ্যং ।

কিঞ্চিদ্গুণৈশ্চৈব ভবেৎ প্রবেশো

যৎকীট ভৃঙ্গাদিষু দৃষ্টমিথং ॥ ৫৬ ॥

ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন

শূদ্রোপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি ।

কিঞ্চিদ্গুণৈশ্চৈব ভবেৎ প্রবেশো

ন ব্রাহ্মণঃ স্মাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো

যৎ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যপদেশ উক্তঃ ।

ব্যাখ্যা কৃত্য ভাষ্যকৃত্য তথৈব

গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বাচ্যেঃ ॥ ৫৮ ॥

স্মৃতেশ্চ হেতোরপিভিন্ন আত্ম
 নৈসর্গিকঃ সিধ্যতি ভেদ এব ।
 নচেৎ কথং সেবক সেব্য ভাবঃ
 কণ্টোক্তি রেষা খলু ভাষ্যকর্ত্তুঃ ॥ ৫৯ ॥
 অহং স্মৃখী কাপি ভবামি দুঃখী
 সুখস্বরূপী সততং স আত্মা ।
 এবং হি ভেদঃ কথমৈক্য মেব
 তয়োদ্বয়োৰ্ভিন্ন পদার্থয়ো যৎ ॥ ৬০ ॥
 নিত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনার্বতোসী
 বতীব শুদ্ধোজগদেকসাক্ষী ।
 জীবন্তনৈবং বিধ এব অস্মা-
 দভেদ ব্রহ্মোপরিবজ্রপাতঃ ॥ ৬১ ॥
 জীবাত্মনো যে প্রবদন্ত্যভেদং
 তেষাং মতে দ্বন্দ্বসমাসবাধঃ ।
 উদাহৃতং বাগ্‌দৃষদাদি রূপং
 দ্বন্দ্বোহি ভেদে ন কদাপ্যভেদে ॥ ৬২ ॥

অভেদে জায়তে ন্যূনং সমাসঃ কৰ্ম্মধারয়ঃ ।
 সামানাধিকরণেন নীলোৎপলমুদাহৃতং ॥ ৬৩ ॥
 অনং ব্রহ্মেতি বাক্যানাং যথা তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ ।
 তথা ব্রহ্মাহমস্মীতি বিজ্ঞেয়োপাসনা পরা ॥ ৬৪ ॥

ভেদেপ্যভেদেপি বহুনি সন্তি
বাক্যানি ন্যূনং নিগমে পুরাণে ।
মাৎসর্য্য মূৎসজ্য বিচার্য্য তথ্যং
পথ্যং শরীরং প্রবদন্তি ধীরাঃ ॥ ৬৫ ॥

ভ্রান্ত প্রতারিতমতে ননু জীব রে ত্বং
ব্রহ্মাহমস্মিবচনং কুরুদূর মাশ্রাৎ ॥
তত্ত্বং কথং ভবসি দৈবহত প্রকামং
সংসারদুস্তরমহার্ণবমধ্যমগ্নঃ ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণায়ুতাক্ৰিঃ
সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতি বিবুধৈর্যস্য পাদান্মু গঙ্গা ।
সৃষ্টেঃ পূৰ্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রুবিভঙ্গেন সদ্যঃ
সোহং বাক্যং বদসি বত রে জীবরক্ষো ন রাজা ॥ ৬৭ ॥
যেন ব্যাপ্তমখণ্ডমণ্ডলমিদং ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডাদিকং
রে রে মন্দমতে ত্বয়া কথমহো সোহং বচঃ কথ্যতে ।
কস্ম ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবন্ধক্লম
স্তত্ত্বং তৎপরিচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্য মার্গং ত্যজ ॥ ৬৮ ॥
সোহং মা বদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং
তেন শ্রাৎ তব সদগতির্ধ্রুবমধঃপাতো ভবেদন্যথা ।
নানাযোনিষু গৰ্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে ॥ ৬৯ ॥

সোহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপাদ্মং হরে
স্তম্ভাহং কিল সেবকঃ সভগবাংস্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব
স্বান্তে সম্প্রতিবিদ্যতে যদি হরাবেকান্তভক্তিস্তদা ॥৭০॥

বাক্যং নারদপঞ্চরাত্রবিষয়ে নান্যত্র সর্বত্র চ
জ্ঞাত্বা বৈষ্ণবতন্ত্রসূত্রমখিলং নির্ণীয়তাং যদ্বিতং ।
শক্তা জ্ঞাতু মহো ন ভেদমনয়ো জীবাত্মনো দুর্জ্জনো
মায়াবাদদুরাগ্রহ এসিতধীশুত্রৈব হেতু মহান্ ॥৭১॥
পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শংখস্থাং কিল কাচ কামলবতাং নেত্রে যথা শুক্লতাং ।
মাত্রাচিন্তিত চেতসামিবমলাং স্বচ্ছং হরেঃ কীর্তনং
জ্ঞাতুং দৃষ্টু মবৈতুমত্র খলু নো যাতে যথৈব ক্রমাং ॥৭২॥

যস্যৈব চৈতন্য লবেন জীব

জাতোসি চৈতন্যবতো বরেণ্যঃ ।

মাক্রহি সোহং শঠকঃ কৃতস্থা-

দন্যঃ পদং বাঞ্ছতি হস্ত ভর্তুঃ ॥ ৭৩ ॥

চ্যুতঃ ত্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া চৈতন্য লেশং ত্বয়ি
ত্বং ত্বস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ ।
লব্ধ্বাকশচন দুর্জ্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং
ভূপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গৃহীতুং মনঃ ॥৭৪॥

মায়া যস্য বশং গতা বলবতী ত্রৈলোক্য সম্মোহিনী
 বিজ্ঞেয়ঃ প্রভুরীশ্বরঃ স ভগবানানন্দ সচ্চিদ্ব্যনঃ ।
 যন্তস্তা বশমাগতঃ খলু নসি প্রেতোঽশকল্পঃ সদা
 জ্ঞাতব্যঃ সহিজীব ইথমনয়োরন্ত্যেব ভেদো মহান্ ॥ ৭৫ ॥

জ্ঞাত্বা সাংখ্যকণাদগোতমমতং পাতঞ্জলীয়ং মতং
 নীয়াংসামতভট্টভাস্করমতং বড়্ দর্শনাভ্যন্তরে ।
 সিদ্ধান্তং কথয়ন্তু হন্তু দুঃখিয়ো জীবাঅনো বস্তুতঃ
 কিস্তেদোহস্তি কিমেকতা কিমুভবে-

দেদেপ্যভেদস্তয়োঃ ॥ ৭৬ ॥

শাস্ত্রেষু পঞ্চস্য ময়া খলু তত্র তত্র
 জীবাঅনোরতিতরাং শ্রুতএব ভেদঃ ।
 বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে কিমিদং শৃণোমি
 ভেদং ততোহন্যদুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রং ॥ ৭৭ ॥

স্বাতন্ত্র্যযোগাদ্ভবতি স্বতন্ত্রো
 বিশ্বস্য কৰ্ত্তা জগদীশ্বরোহয়ং ।
 জীবঃ পরাধীনতয়াপ্রসিদ্ধঃ
 কথং তয়োরৈক্যমহো বদন্তি ॥ ৭৮ ॥

নানারস মধুর ভিন্নতয়া তরুণাং
 সন্তি ত্রিদোষহরণং কথমন্থথা চেৎ ।

জীবাস্তথা ভবতি যে প্রলয়ে বিলীনা-

নৈক্যং গতাঃ খলু যতঃ পৃথগেব স্বর্কৌ ॥ ৭৯ ॥

নদীসমুদ্রয়োর্ভেদঃ শুদ্ধোদলবণোদয়োঃ ।

তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ বিলক্ষণ গুণাশ্রিতৌ ॥ ৮০ ॥

নদ্যঃ সমুদ্রেমিলিতাঃ সমন্তা-

নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভাতি ।

ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়ো বিভেদা

দাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ ॥ ৮১ ॥

দুষ্কেতোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং

হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্ত ভেদং ।

এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রক্ষণা যে বিলীনা

ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ ॥ ৮২ ॥

দুষ্কে দুষ্কং জলমপিজলে মিশ্রিতং সর্বথা তৎ

নৈক্যং প্রাপ্তং নিয়তমনয়োন্মানমন্ত্যেব যস্মাৎ ।

এবং জীবাঃ পরমপুরুষে ধ্যানযোগাচ্ছিলীনা

নৈক্যং প্রাপ্তা বিমলমতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি ॥ ৮৩ ॥

কেচিদ্ধাদবলাঃ কুতর্ক জলধৌ মগ্নাঃ কুমার্গে রতাঃ

মিথ্যা জল্পন কল্পনা শতযুতা ভ্রান্তা জগদ্ভ্রামকাঃ ।

ব্রহ্মৈবাহমিদং চরাচরমিতি ব্রহ্মৈব দৃশ্যাখিলং

প্রাহুর্যত্নদসন্মনোরথ ইতি ব্যাখ্যা তমত্র স্ফুটং ॥ ৮৪ ॥

সকলমিদমহঞ্চ ব্রহ্মভূতং যদিহা
মহহ খলু তদাস্যাদাবয়োরৈক্যমেব ।
তব ধন সূত দারা মামকীনাস্তদাস্য
র্মম চ তব ভবেয়ুর্নাবয়োরস্তি ভেদঃ ॥ ৮৫ ॥

বিধিনিষেধশ্চ তদা কথং স্যা-
নৈক্যং যতো নাস্তি চ বর্ণ ভেদঃ ।
নির্গীতমদ্বৈতমতং ত্বয়া চেদ্
বৌদ্ধৈস্তদা কো বিহিতোহপরাধঃ ॥ ৮৬ ॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাং প্রধানা-
জ্জীবাভিধানাদপি ভিন্ন আত্মা ।
ইতীরিতো ভেদরতে তৃতীয়-
স্বক্কে পুরস্তাং কপিলেন মাতুঃ ॥ ৮৭ ॥

যে ধ্যায়ন্তিগুরুপদিষ্টপদবীমালম্ব্য শূন্যালয়ে
শূন্যান্তঃকরণেন শূন্য মখিলং শূন্যঞ্চ তদৈবতং ।
কিং বাচ্যং বহু তত্র শূন্যবিষয়ে নোবাক্য বৃত্তি র্বত
স্তেষাং শূন্যধিয়াং ভবেৎ ফলমপি প্রায়েণ শূন্যং কিল ॥ ৮৮ ॥
শূন্যবাদস্য নিন্দায়াং ভারতে ব্যাসভাষিতং ।
তেষাং তমঃ শরীরাকাং তম এব পরায়ণং ॥ ৮৯ ॥
কপিলেন তদুদ্দিষ্টং শূন্য রশ্মিপরং পুরং ।
তদেব ভারতে পশ্চাদ্ব্যাসেন সমুদাহৃতং ॥ ৯০ ॥

নৈগুণ্যবাদো গুণসাগরেহপি
 তেষামহো গড্ডরিকাপ্রবাহঃ ।
 সূত্রস্ত ভাষ্যং পৃথগেব কৃত্বা
 প্রতারণন্তি স্বমতপ্রপন্নান্ ॥ ৯১ ॥
 ঐশ্বর্য্য কৰ্ত্তৃত্বমুখাঃ সমগ্রা
 নিত্যা গুণান্তে পরমেশ্বরস্ত ।
 ততোবিভূর্নিগুণ এব কস্মাৎ
 নৈগুণ্যবাদস্ত বিবাদ এব ॥ ৯২ ॥

জ্ঞানেচ্ছাকৃতিমানয়ং স ভগবান্ নির্দ্বন্দ্বকত্বং কুতো
 বেদৈর্বা প্রতিপাদ্যতে কথমহো নির্দ্বন্দ্বকশ্চেত্তদা ।
 নৈগুণ্যং গুণসাগরে নিগদিতুং তুষ্টীং কথং স্থীয়তে
 স্থীয়ান্তঃকরণেবিচার্য্যভবতা নির্ণীয়তাং যদ্রবেৎ ॥ ৯৩ ॥

প্রতীয়তে কাপি ন বেদ লোকে
 নির্দ্বন্দ্বকং বস্তু খপুষ্পতুল্যং ।

প্রতীতিরাস্তে যদি তস্ত বেদা-

দ্বৈদাঃ প্রমাণং খলুনো তদা স্মাৎ ॥ ৯৪ ॥

প্রস্তরো যজমানো বৈ যথাত্র যজ্ঞ সাধনং ।

ধর্ম্মবাধে তথাত্রাপি নির্দ্বন্দ্বস্তৎপ্রতীয়তে ॥ ৯৫ ॥

ন ধর্ম্মে ধর্ম্মভাবস্ত কুত্রাপি ভবতা কৃতং ।

বাধে কল্লিতধর্ম্মস্ত বোধঃ সর্ব্বত্রজায়তে ॥ ৯৬ ॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৩য় সংখ্যা ।

নির্ধন্য ব্রহ্মবোধে নো সত্যাদেবনুকূলতা ।

স সত্যধর্ম ইত্যাদৌ প্রতিকূলত্বমাগতং ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চ কস্মিংশ্চ ধর্মিষ্বে সিদ্ধে সিধ্যতি কল্পনা ।

শুভ্রীরজতমিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং রজতং ভবেৎ ॥ ৯৮ ॥

আত্মাপাদানকং বিশ্বং অবিদ্যা কল্পিতং ভবেৎ ।

কেচিদ্বিবর্তমিচ্ছন্তি তন্ন হৃদ্যতরং সমং ॥ ৯৯ ॥

মিথ্যাভূত মিদং বিশ্বমিতি বক্তুং ন শক্যতে ।

নিত্যক্ৰীড়াপ্রবৃত্তস্য ক্ৰীড়াভাণ্ডং যতো হরেঃ ॥ ১০০ ॥

ন স্বপ্নতুল্যো ভবতি প্রপঞ্চঃ

স্বপ্নস্ত নিদ্রা খলু ভূরিদোষঃ ।

ভুক্তঞ্চ পীতং নহি তত্র তৃপ্ত্য

জাগ্রদশায়াং কুরুতে চ তৃপ্তিং ॥ ১০১ ॥

যদ্যেব মিথ্যা পরিদৃশ্যমান

মর্থ ক্রিয়াকারি তদা কথং শ্রাৎ ।

ঘটেন তোয়াহরণস্ত জাতং

মিথ্যা ন তন্নশ্বরমেব ন্যূনং ॥ ১০২ ॥

মিথ্যাভূতং যদিদমখিলং সর্বমেতদ্বিরুদ্ধং

প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কথিতং ধর্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধং ।

এতে চোরাঃ কিমিতি ধরণীনায়েকেনাপি দণ্ডা

মায়াবাদী স শপথবতো বক্তিবর্ণস্ত মিথ্যা ॥ ১০৩ ॥

অগ্ভোগিভোগোপমমেব বক্তুং

ত্বয়া প্রপঞ্চঃ খলু শক্যতে নো ।

বিশেষ দৃষ্ট্যা ননু নাত্র বাধঃ

প্রবাহ নিত্যং সততং বিভাতি ॥ ১০৪ ॥

অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্য ভূতো

মিথ্যা নচ শ্রীপতি সংগ্রহেণ ।

শুদ্ধত্ব মেতস্ম নিবেদনে

স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতু জাতং ॥ ১০৫ ॥

বৈরাগ্য ভোগাবিতি ভক্তিমধ্যে

স্থিতাবুদাসীনতয়া খলু দ্বৌ ।

মহাপ্রসাদ গ্রহণস্ত নিত্যং

ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব ॥ ১০৬ ॥

অত্যন্তাভিনিবেশেন ভোগী তু বিষয়ং ভবেৎ ।

বিরাগস্তদভাবেপিষ্ঠাদেব পরমার্থতা ॥ ১০৭ ॥

সৎসঙ্গেন পুনঃ পুনর্ভগবতো লীলা কথাবর্ণনাং

শুদ্ধপ্রেমবিশুদ্ধভক্তিলহরী চেতঃসরস্লামভূৎ ।

অদ্বৈতস্ত মতং বিহায় সহসা দ্বৈতে প্রবৃত্তা বয়ং

লক্ষ্মীকান্তপদারবিন্দযুগলে স্বৈরং ভজামো বয়ং ॥ ১০৮ ॥

অস্তি লোক বিষয়ে ব্যবহারো

রাজকীয় পুরুষঃ খলু রাজা ।

ব্রহ্মজীব বিষয়েপি তথৈব শ্রুয়তে

হি বিবিধাগমমার্গং ॥ ১০৯ ॥

যস্মিন্মুৎপত্তিমায়াং ত্রিভুবনসহিতং

চন্দ্রসূর্যাদিসৰ্ব্বং

যস্মিন্মাশান্ত মাস্তে ব্রজতি চ বিলয়ং

স্ব স্ব কালেন যস্মিন্ ।

বেদৈ ব্রহ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা

যং গুণাতীত মীশং

সোহহং বাক্যন্ত কস্মাদুপদিশসি গুরো

মন্দভাগ্যায় মহ্যং ॥ ১১০ ॥

নৃক্ষমস্থূলসমস্তজন্তুসহিতং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং

পকৌড়ম্বর মধ্যলভ্যমশক শ্রেণীব যস্মিন্মুৎপত্তিমায়াং ।

যস্মিন্মাপ্রলয়ঞ্চ তিষ্ঠতি নহি প্রাপ্নোতি যস্মিন্মহো

সোহহং বাক্যমিদং মদীয় বদনা-

দায়াতি কস্মাদ্গুরো ॥ ১১১ ॥

যস্ম শ্রীপরমেশ্বরস্ম কৃপয়া মুকোপি বাচালতাং

পশুঃ পৰ্ব্বতলজ্জনেহখিল মহো সামর্থ্যমেতি ক্ষণাৎ ।

জন্মাক্রোপ্যরবিন্দ সুন্দর দৃশোদ্বন্দং কিমন্যৎ পরং

বন্দে নন্দকিশোরমিন্দুবদনং তং ভক্তচিন্তামণিং ॥ ১১২ ॥

কালঃ প্রশস্তোহনন্তো বা বিষ্ণুভক্তফলং মহৎ

মদ্গুণগ্রাহকঃ কশ্চিৎ কদাচিদ্বিভা ভুবি ॥ ১১৩ ॥

শ্রীনারায়ণ ভট্টবর্য্য সবিধে তদ্বক্ত্তি ভূষাভিধং
সান্দ্রোপাঙ্গমধীত্য ভক্তকৃপয়া জ্ঞানং রহস্যব্রজং ।
ভক্ত্যাধার তয়া যথামতি শতশ্লোকী নিবন্ধা ময়া
জীবব্রহ্মবিভেদ তত্ত্ববিষয়ে সদ্ধাক্যমুক্তাবলী ॥১১৪॥

বয়মিহ যদি দুষ্কং প্রোক্তবন্তঃ প্রমাদাৎ
তদখিলমপি বুদ্ধা শোধয়ন্তু প্রবীণাঃ ।
স্থলতি খলু কদাচিদ্ গচ্ছতো হন্তপাদঃ
কচিদপি বদ বক্ত্তা বক্ত্তি মোহাদ্বিরুদ্ধং ॥১১৫॥

গুণিগণগুণ্ণিতকাব্যে যুগয়তি খলো

দোষং ন জাতুগুণং ।

মণিময় মন্দির মধ্যে পশ্যতি

পিপীলিকা ছিদ্রং ॥ ১১৬ ॥

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলুতে চ দোষং
পশ্যন্তু নাগমনয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ ।
আলোকয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু ॥ ১১৭ ॥

পূর্ণানন্দ কবেঃ কৃতি ভগবতো

জীবন্ত ভেদা শ্রিতা

তত্ত্বাতত্ত্ব বিবেক বাক্য স্তভগা

শ্রীবিষ্ণুভক্তির্মতা ॥

সাধবী মুক্তপদ প্রবন্ধ মধুরা

তৎপঠ্যতাং শ্রয়তাং

ভো ভো ভাগবতোত্তমা মনসি

চেদুক্তির্ভবেদ্বাঞ্ছিতা ॥ ১১৮ ॥

নানালঙ্কারযুক্তা মৃদুমধুর পদ

ন্যাস সম্বন্ধিতশ্রীঃ

পীযুষ প্রখ্যবাক্য প্রকর সুললিতা

চারুসর্বোদ্বলাঙ্গী ।

বিজ্ঞাননৈক ভূমিগুণগণ স্তভগা

দোষলেশেন হীনা

ভক্তানাং কণ্ঠদেশে নিবসতু সততং

তত্ত্বমুক্তাবলীয়ং ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য বিরচিতা

শ্রীশ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী সম্পূর্ণা ।



তত্ত্বমুক্তাবলী

বা মায়াবাদ শতদূষণী ।

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ কৃত

বঙ্গানুবাদ ।

অনুগত জনের পালয়িতা, ক্রুররাজাদিগের কালস্বরূপ, তরুণ তমালের ছায় শ্যামবর্ণ, অনন্ত-কিরণ বিশিষ্ট, সর্বশক্তিসমন্বিত উর্দ্ধপুণ্ড্র সমুজ্জলিতললাট, বৈজয়ন্তীমালা পরিশোভিত শ্রীনন্দ-নন্দন জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

পুরাণ শাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশক । উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহাই সৎ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস । এই পৌরাণিক তাহাকে স্বমত জানিয়া প্রত্যহ তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি পুরাণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন । গ্রন্থার্থের তাৎপর্য্যে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া বিশেষ যত্ন পূর্বক বিশুদ্ধ ভক্তজন সেই পুরাণ বাক্য সকল শ্রবণ করেন । তাৎপর্য্য এই যে স্বকপোল কল্পিত বেদান্ত-ভাষ্য পরিত্যাগ পূর্বক ঋষিদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যা প্রজ্ঞাপূর্বক পান ॥ শ্রবণ করাই কর্তব্য ॥ ২ ॥

সেই পৌরাণিক বেদান্ত ভাষ্যকার অগ্রাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত জীবব্রহ্মের অভেদ মত পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় যুক্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্থাপন করিতেছেন । শ্রুতি ও স্মৃতি

বাক্যকে প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করতঃ অনেক প্রকারে অনুমান বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

জীব সর্বদা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। এই প্রকার অনুমানের অনেক হেতু সকল জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম এবং জীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট। এইরূপ বহুবিধ শ্রুতিবাক্য আছে যদ্বারা এই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানিবে ॥ ৪ ॥

যদি বল ঘট ও পট পৃথকরূপে লক্ষিত হইলেও তাহাদের ঐক্য সংস্থাপন হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য স্থাপন হউক তাহাতে উত্তর এই ঘট ও পট উভয়েই প্রমের বস্তু অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অধীন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সেরূপ নয় যেহেতু ব্রহ্ম অপ্রমেরতত্ত্ব ॥ ৫ ॥

মায়াবাদী ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে তত্ত্বমসিরূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। তৎ শব্দে তিনি ত্বং শব্দে তুমি অসি শব্দে হও এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ নিরূপণার্থে “তত্ত্বমসি” এই বাক্যের অত্র প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তৎ শব্দ অব্যয় তস্য শব্দের যষ্টি লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। তস্য ত্বং অসি এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। তস্য শব্দ ভেদ প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্ত্ব হইতে পৃথক্কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অখিল ত্রিভুবন তাঁহার সেই তত্ত্ব

সকলের সৃষ্টি স্থিতি লয় স্বীয় ক্রভঙ্গে সদা করিয়া থাকেন ।
তুমি অজ্ঞ ও সাপেক্ষ্যদর্শী অর্থাৎ যাহার দর্শনে অনেক
বিষয়ের অপেক্ষা আছে ? তিনি সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান, সর্ব
লোকের সাক্ষী । তুমি নানা তিনি এক । তুমি অতিশয় জড়
মলিন তিনি সেরূপ নন । অতএব তাঁহার ও তোমার স্বভাবে
এরূপ নিত্য ভেদ আছে । যদি বল “ব্রহ্মাহমস্মি” অর্থাৎ আমি
ব্রহ্ম আছি এই বেদবাক্যে প্রথমাকে যজ্ঞী যে প্রকারে করিতে
পার না তাহা হইলে তত্ত্বমসি বাক্যে কেন যজ্ঞী কর ? “অপি চ
সোহয়ং” দেবদত্ত এই দৃষ্টান্ত বাক্যে যজ্ঞীর উদাহরণ না হইয়া
প্রথমা কেন হইল ? তদ্বত্তরে আমি বলিতেছি অগ্নির বিস্কুলিঙ্গ
দৃষ্টান্তস্থলে যজ্ঞী ব্যবহৃত হইয়াছে, স্মৃতির্যং তত্ত্বমসিস্থলে যজ্ঞী
কেন না হইবে ॥ ৮ ॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটু অগ্নি, মূখ পূর্ণচন্দ্রবিশ্ব, চক্ষু নীলপদ্ম, কুচ
তটমেরু এবং কর পল্লব এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কেননা
আহরণীয় ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ থাকিলেও
সাদৃশ্য ঐক্য বোধে প্রথমা ব্যবহার করিয়াছেন ; ব্রহ্মাহমস্মি
ক্রুতিতেও ব্রহ্ম ও অহং যে জীব ইহাদের নিত্য ভেদ সত্ত্বেও
প্রাদেশিক সাদৃশ্য বশতঃ অভেদমতি প্রদর্শন পূর্বক প্রথমা
ব্যবহার হইয়াছে । তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও আমাতে নিত্য
ভেদ আছে । চিজ্জাতিস্তে ঐক্য বশতঃ এক প্রদেশে অভেদ
থাকায় অহং ও ব্রহ্ম এই উভয় পদে প্রথমা ব্যবহার ইহাতে
দোষ নাই ॥ ৯ ॥

হে মায়াবাদী জীব, যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে,
আমরাও চিৎসমুদ্র রূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত । যখন তরঙ্গ

কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে। তাৎপর্য্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ বটে যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে পৃষ্ঠলগ্না অর্থাৎ একের সঙ্গে অত্রটি পৃষ্ঠলগ্নরূপে অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে, সেইরূপ ব্রহ্মও জীব পরস্পর পৃষ্ঠলগ্ন তত্ত্বদ্বয়। হে সাধু সকল, এখন অকপটে বলুন, জীবও ব্রহ্মে কিরূপে সর্ব্বাংশ ঐক্য সম্ভব হয় ॥ ১১ ॥

নিখিলাকার ভগবান্ শ্রীপরমেশ্বর মায়াধীশ,—সূর্য্য বিশ্ব-স্বরূপ। হে জীব তুমি তাহার মায়াধীন প্রতিবিশ্বরূপ। আকাশে একচন্দ্র বহুবিধ জলে পৃথক্ প্রতিবিশ্বরূপে লক্ষিত হয়। হে জীব তুমিই বিশ্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বরূপে তাহা হইতে নিত্য পৃথক্। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎকণ। মায়াগঠিত না হইলেও মায়াবশ যোগ্য। কিন্তু ভগবান্ মায়ায় অধীশ্বর। মায়া তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তিনী দাসী বিশেষ। জীব ভগবানের প্রতি কোন প্রকার অপরাধ করিলে মায়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া মায়ায় সহ-রজ-তম গুণের বশীভূত করিয়া সুখ দুঃখের অধীন করিয়া ফেলে। সুতরাং স্বভাবতঃ ভগবান্ জীবের স্বভাব হইতে পৃথক্। গুণবদ্ধজীব গুণরূপ জলবিশেষে চিৎ সূর্য্যের প্রতিবিশ্ব স্বরূপ। এই বাক্যদ্বারা কল্পিত বিশ্বপ্রতিবিশ্বিতবাদ নিরস্তু হইল ॥ ১২ ॥

আগমবাক্যে সেই ব্রহ্মকে অপ্রমেয় প্রমাণের অতীত, অবিতর্ক্য তর্কের অতীত; অনীহ নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্থির করি-

যাচ্ছেন; এবং তুমি জীব মন ও বাক্যের গোচর বলিয়া স্থির হইয়াছে। সে স্থলে পারমার্থিক অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত তোমার ঐক্য কিরূপ ঘটিতে পারে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তুমি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতে পার না ॥ ১৩ ॥

হে জীব মায়াবাদ মতের অন্ধকার কর্তৃক তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হইয়াছে। সেই কারণেই তুমি উন্মত্তের ত্রায় মুহুমুহু আমি ব্রহ্ম এই কথা বলিতেছ। দেখ তোমার ঐশ্বর্য্য বিভূতা ও সৰ্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব সর্বপের সহিত যেরূপ স্মরক পৰ্কতের তুলনা, তোমার সহিত সেরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা ॥ ১৪ ॥

হে জীব, তুমি স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু তিনি আকাশ হইতেও অত্যন্ত ব্যাপক। তুমি এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে বাধ্য, তিনি সর্বসময়ে সর্বত্র অবস্থিত। তুমি ক্ষণিক সুখদুঃখের অধীন, তিনি সর্বকালে পরম আনন্দময়। এমত স্থলে সোহং (আমিই তিনি) এ বাক্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? ॥ ১৫ ॥

কাচ কাচই থাকে, মণি মণিই থাকে, গুত্তি গুত্তিই থাকে, রৌপ্য রৌপ্যই থাকে; যেখানে ভ্রমাত্মক সেখানে ইহাদিগের পরস্পর ব্যত্যয় জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। তবে যে, কাচে মণিজ্ঞান, এবং গুত্তিতে রজত-জ্ঞান, সে কেবল ভ্রম হইতেই জন্মে। তদ্রূপ জীব জীবই থাকেন, এবং ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন ভ্রম বশতই তৎ শব্দের প্রথমার্থ, অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বমশ্রাদি বাক্য বস্তু ভ্রম হইতেই উক্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যেখানে বিগুচ্ছজ্ঞান সেখানে তত্ত্বমসির তৎ শব্দের তত্ত্ব অর্থ করিয়া আমি ব্রহ্মের দাস এই বুদ্ধি অবশ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বমসি বাক্যে, তৎশব্দার্থে পরমানন্দের পূর্ণামৃতসমুদ্র
সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। ত্বং শব্দার্থে ভবভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী
জীব। দেখ বস্তুগতিক্রমে এই দুই তত্ত্ব অত্যন্ত পৃথক্, তিনি-
জগতের নিত্য সেবা তত্ত্ব, এবং তুমি তাহার নিত্য সেবক।
সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবে কখনই ঐক্য সম্ভাবনা হয় না ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদী বলেন যে বেদে ব্রহ্ম বক্তব্য বিষয়ে অভিধা বৃত্তি
কার্য্যকরী হয় না তন্নিবন্ধন তিনি অভিধাশক্তির অভাব সত্ত্বে
লক্ষণা মাত্র অবলম্বন করেন ॥ ১৮ ॥

এস্থলে বিবেচ্য এই অভিধা শক্তির অভাবে যদি লক্ষণাকরা
হয় তাহাহইলে লক্ষণাই বা কিরূপে হইতে পারে কেন না লক্ষণা
অভিধাশক্তির শক্য সম্বন্ধ জাত বলিয়া স্থির আছে। অসঙ্গ-
অবৈতবস্তু ব্রহ্মে অভিধাশক্তির সম্বন্ধ কিরূপে হইবে ॥ ১৯ ॥

লক্ষণার তিনটী হেতু; মুখ্যার্থবাধহইলে মুখ্যার্থ যোগে
লক্ষণারস্থল হয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লক্ষণাকরা যায়।
রূঢ়ী স্বভাববশতঃ কোন কোন স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন। এই
তিন কারণে শব্দের অভিধাবৃত্তির সম্বন্ধাশ্রয়ে অত্র যে বৃত্তি অব-
লম্বন করিয়া অর্থ হয় তাহার নাম লক্ষণা ॥ ২০ ॥

যেস্থলে অভিধাসম্বন্ধই নাই সেস্থলে লক্ষণার উৎপত্তি
কিরূপে হইবে? আদৌ অভিধারবাধ দেখাও পরে লক্ষণা-
করিও ॥ ২১ ॥

যাহার অভিধা অঙ্গীকৃত হয় নাই তাহার লক্ষণাহইতে পারে
না। যেখানে গ্রামনাই তথায় সীমার প্রয়োজন কি? যেখানে
জনক নাই সেখানে পুত্র কিরূপে হয় ॥ ২২ ॥

যেস্থলে বলাযায় যে কুন্তথজ্জাধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্তি এস্থলে

লক্ষণা আছে কেন না অচেতন বস্তুতে গতিরূপ ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে হইলে পরাক্ষেপ অর্থাৎ অপরের ক্রিয়া লক্ষিতহইতে পারে। কুস্তখড়াধনুর্বাণ প্রবেশ করিতেছে বলিলে কুস্তখড়া-ধনুর্বাণধারী ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেছে এইরূপ লক্ষণা হয় ॥২৩॥

গঙ্গায়াং ঘোষঃ অর্থাৎ গঙ্গায় ঘোষপল্লী এই বাক্যে অপরের জন্ত স্বসমর্পণরূপ লক্ষণার প্রয়োজন। কেননা জলরূপিণী গঙ্গা ঘোষপল্লীর অবস্থান হইতে পারে না। এস্থলে তটরূপ অপর অর্থ উদয় করিবার জন্ত গঙ্গা শব্দের স্বসমর্পণ দেখা যায় ॥ ২৪ ॥

আয়ুর্বে যুত অর্থাৎ যুতই আয়ু। এস্থলে যুতের সহিত আয়ুর তাদ্রুপ্যরূপ অভেদবুদ্ধি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আয়ু ও যুতের একতা নাই। ফলের ঐক্যভ্রমে বাক্যার্থের বাধ করিয়া যে ঐক্য সম্পাদিত হইতেছে লক্ষণা দ্বারা তাহার যথার্থ অর্থ করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

মায়াবাদী যত্নপূর্বক জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ ও গোণী এই ত্রিবিধ লক্ষণা আশ্রিত করিয়া যে ব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বস্তুতঃ শক্য লক্ষ্য ও সম্বন্ধরূপ অভিধাশক্তির আশ্রয় সূত্রাং আসিয়া পড়িবে ॥ ২৬ ॥

মায়াবাদীর সংস্থাপনে সমতা অভাবে অভিধা-বৃত্তি নাই বলিয়া স্বীকৃত আছে আবার আমরা যে হেতুর অভাব দেখাই-তেছি তাহাতে লক্ষণারও সম্ভাবনা নাই তখন মায়াবাদী মতে কিরূপে ব্রহ্মবোধ্য হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে মায়াবাদের আচার্য্যগণ যে সকল বিচার আনিয় লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে সিদ্ধ করিয়াছেন সে সমস্তই অযুক্ত ॥ ২৭ ॥

বস্তুতস্ত অভিধারূপ মুখ্যবৃত্তি দ্বারা জগৎকর্তা বলিয়া সেই

।।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।

পরমকারণকে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত দৃষ্টপদার্থের স্বকর্তৃকত্ব অর্থাৎ সকলেই একটী কর্তা আছে ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেদ সকল ও স্মৃতি সকল প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। সেই সকল শাস্ত্রে প্রমের বস্তুর অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত রূপে উক্ত হইয়াছে। সর্ব বেদ দ্বারা আমিই বেদ্য এই সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যে বেদই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষয়ে বক্তা হইতেছেন ॥ ২৯ ॥

মায়াবাদরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়কে শব্দ দ্বারা যখন ব্যক্ত করা হইতে পারে তখন সর্বৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট চরাচরের কর্তা ব্রহ্মকে শব্দ কেন সংস্থাপন করিতে পারিবে না ॥ ৩০ ॥

তুমি বলিবে যে বেদ বলিয়াছেন বাচো নিবৃত্তা মনসা সহ অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাহা হইতে নিবৃত্ত হন হে মায়াবাদী-গণ! এই বেদবাক্যের অর্থ তত্ত্ববাদীগণ কিরূপে করেন তাহা শুন। হৃদয়ের সহিত বাক্য ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করেন তথাপি ব্রহ্ম অপরিমেয় তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবে অবগাহন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন ॥ ৩১ ॥

বেদ বলেন অবাস্ত্বনসো গোচরং অর্থাৎ মন ও বাক্যের তিনি অগোচর। এই কথায় তিনি শব্দবাচ্য ননু তাহা বলা হইল না। কেবল এইমাত্র বলা হইল শব্দ তাঁহাকে সম্যক্ বলিতে পারে না। শব্দ খঞ্জের জ্বায় একেবারে চলিতে পারে না একরূপ নয় অর্থাৎ শব্দ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াও তাঁহার অনবগাহ ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

হে মায়াবাদীগণ তোমরা পণ্ডিতাভিমানী হইলেও মুনি ঋষি

মধ্যে পরিগণিত হইতে পার না । সুতরাং মুনিবাক্য তোমাদের পূজনীয় । শব্দ ব্রহ্মে অবগাহন পূর্বক পরব্রহ্মে গমন করিতে পারা যায় এই প্রকার মুনিবাক্য সকলকে ভ্রান্ত বা প্রলপিত মনে করিও না ॥ ৩৩ ॥

যে রূপ ঘটপট শব্দ বলিলে তত্তৎশব্দের অর্থ প্রতীত হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদি শব্দ সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বতে নিশ্চয় বুঝাইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা যায় তিনি প্রযোজ্য । যিনি কার্য্য করিতে বলেন তিনি প্রেরক । প্রেরক যে বাক্য দ্বারা কার্য্য করিতে বলেন তাহা হয় সাক্ষাৎ নয় আরোপ । কোন বুদ্ধ ব্যক্তি প্রেরক হইয়া কোন প্রযোজ্য বালককে সৈন্ধব আনিতে বলিলেন । সৈন্ধব শব্দে লবণও হয় ঘোটকও হয় । উভয় ব্যক্তির কথোপকথনে পশ্চাৎ জ্ঞান হয় এবং সাক্ষাৎই দেখাইয়া দিলে অগ্রেই জ্ঞান হয় । জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত বালক শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন হয় না । অতএব শব্দ কখন সাক্ষাৎকার কখন আরোপ দ্বারা জ্ঞান প্রেরণ পূর্বক বালককে শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন করে । শাস্ত্রপ্রেরক হইয়া কোন স্থলে সাক্ষাতে অগ্রেই কোন স্থলে আরোপ দ্বারা পশ্চাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্যুৎপন্ন করেন ॥ ৩৫ ॥

প্রথমে গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাভ্যাস পূর্বক শিষ্যের ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিশ্চয়রূপে সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৩৬ ॥

পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে তাঁহার নিত্য শরীরের সিদ্ধি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে । ঘটাদি কার্য্য দৃষ্টি করিলে ঘটকর্তা

যে শরীরী ইহাই স্বীকৃত হয় । সে ব্যক্তি অশরীরী নয় ইহা নিশ্চয় স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

যদি পরমেশ্বরের শরীর স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে মানবরূপ আমাদের শরীরের ত্রায় তাঁহার শরীর এটিও মানিতে হইবে । ব্যাপারবান্ সমস্ত কর্তৃত্ব পুরুষদিগের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা যায় তাহাতে কোন ভেদ দেখি না ॥ ৩৮ ॥

তবে জীবরূপ কর্তা ও ভগবদ্রূপ কর্তা এই দু'এর মধ্যে একটা বিশেষ ভেদ আছে । জড়-জগতে বদ্ধ জীব সকল কোদাল, দা, হল প্রভৃতি বস্তুর সহায় ব্যতীত কিছু করিতে পারে না আবার তাহারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ষড়্‌শ্রীর বিবশ এবং শ্রমভারে সর্বদা ক্লিন্ন কিন্তু ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ ক্রান্তকালেই সমস্ত কার্য্য পরিবার জন্ত অবিচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ॥ ৩৯ ॥

প্রভু পরমেশ্বর কার্য্য করিতে সেই কার্য্য অন্তরূপে করিতে যথবা সেই কার্য্যকে বিনাশ করিতে অনায়াসেই পারেন । সুতরাং জীবকর্তা ও ভগবৎকর্তার মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ ॥ ৪০ ॥

যদিও জীবের শরীর ভোগায়তনরূপে লোকে প্রসিদ্ধ ভগবানের শরীর তদ্বৎ তথাপি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ জীব-শরীরের ত্রায় ষড়্‌বিকার রূপ ন্যূনতা নাই । তদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইলেও তাহা মায়াভীত সর্বদা চিন্ময় ॥ ৪১ ॥

যদি বল অদৃষ্টক্রমেই তদন্তরূপ শরীর হয়, এই যুক্তি ব্যাপ্তি করিয়া ঈশ্বর-শরীরকেও অদৃষ্টজন্ত বল, তাহা হইলেও এরূপ বুঝিও না যে ঈশ্বরের কোন অদৃষ্ট আছে তদ্বারা তাঁহার শরীর । ঈশ্বরের শরীর নিত্য । তাঁহার কর্ম্মফল না থাকায় তাঁহার অদৃষ্ট

নাই। আমাদের প্রবল অদৃষ্টক্রমে তাঁহার নিত্য শরীরই আমাদের অদৃষ্টোপযোগী হইয়া আমাদের সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া থাকে ॥৪২॥

যদি বল শরীর হইলেই অনিত্য হইবে, এবং এই বিধির ব্যাপ্তি ক্রমে ঈশ্বরের দেহও অনিত্য হউক, তাহা নহে। যে সমস্ত কার্য্যরূপ পৃথিবী অনিত্য হইলেও কারণরূপ পরমাণু নিত্য। তদ্রূপ জীবের অদৃষ্ট জনিত জীবের দেহ অনিত্য হইলেও বদ্ধ জীবদেহের স্বরূপাদর্শরূপ চিন্ময়দেহ নিত্যই থাকে ॥ ৪৩ ॥

একজনের অদৃষ্ট অত্য়ের প্রতি লগ্ন হয় না একরূপ বলিতে পার না যেহেতু সর্ব্বকোশলশুরু চক্রপাণি সত্ত্বরেই জীবের শুভা-শুভ ক্রমেই জীবের অদৃষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পৌরুষদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

পুরাণে শুনিয়াছি জগদীশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে এই সূক্ষ্ম জগৎ হইয়াছিল ইহাতে প্রতীতি হয় সর্ব্বজগতের অদৃষ্টই ঈশ্বরের শরীর। শরীর ব্যতীত নাভি কোথায় থাকে ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরের শরীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আশ্রয় বস্তু এবং ষড়্‌গুণ সর্ব্ববেদের গম্য। সেই শরীরের পাদশোচোদক রূপে পূজিতা হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

কালবশে যখন যখন অধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধর্ম্মহ্রাস হয় তখন তখন সাধুজনের রক্ষা অসাধুজনের নাশ ভগবান্ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

পরমেশ্বর অবতার ও অবতারী ভেদে দ্বিবিধ। জীব ও মৃত্ত বদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৪৮ ॥

কেহ কেহ জীবকে পরমেশ্বর-প্রতিবিশ্ব বলিয়া বলেন তাহাদের মত সামঞ্জস্য না হওয়ায় অসম্যক বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় ॥ ৪৯ ॥

পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন নির্মল অতএব তাঁহার কল্পিত প্রতি-

বিশ্বতা হইতে পারে না। পরিচ্ছেদ অর্থাৎ সীমামূলক বস্তুর সর্ব ব্যাপকতা প্রযুক্ত তাহার প্রতিবিশ্বতার স্থল নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই অত্র প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে আবার নিশ্চল পুরুষে ধর্ম্যধর্ম্য ও সুখ দুঃখ ভোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহারই জীবগত ধর্ম্যধর্ম্য ও সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বিত হইয়া জড়বৎ হওয়ায় স্বশক্ত্যাবাবে জীবস্বরূপে ধর্ম্যধর্ম্য ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহাও অযুক্ত কেননা ব্রহ্ম ও জড় দুই বস্তুর মধ্যে যদি ব্রহ্ম ধর্ম্যধর্ম্য সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পৃথক্ হন তবে কি জীবের জড়ায়তনটা নিগমোক্ত ধর্ম্যধর্ম্য ভোগে কর্তাস্বরূপ হইল? একথাটাও নিতান্ত অযুক্ত ॥ ৫০ ॥

সূর্যাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিশ্ব সম্ভব হয়। অপরিচ্ছিন্ন বাহার ধর্ম্য তাহার প্রতিবিশ্বতা কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৫১ ॥

শিষ্টগণের অগ্রগণ্য শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ মায়া-রূত বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদকে নিন্দা করিয়াছেন। শিষ্টগণ যে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা কেবল লোকরঞ্জক মাত্র বস্তুত সত্য নয় ॥ ৫২ ॥

জীবও ব্রহ্মে দ্বাসুপর্ণা এই শ্রুতি হইতে নিত্যভেদ পাওয়া যায় সেই দুইটি ব্যক্তি পরস্পর সখা এই নির্দেশবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের মায়াকল্পিত প্রতিবিশ্ববাদগর্ভ অভেদ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৫৩ ॥

বেদে আমি ব্রহ্ম সংসারী নই, ব্রহ্ম আশ্রয় দর্শন করিলে শোকাদি নিবৃত্তি হয় এই সকল বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থাকে ফল স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করা হয় নাই ॥ ৫৪ ॥

আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম এবং আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত দর্শন-
হইতে পরোক্ষ বুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মের অর্থাৎ জড়বুদ্ধি
নিবৃত্তি হয় । বস্তুতঃ অভেদ জ্ঞানরূপ ফল হয় না ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্ম বস্তুতে একাগ্রবুদ্ধির পরিশীলন হইলে যে পরিশীলক
ব্রহ্ম হইয়া পড়েন এরূপ বলিতে পার না । যেরূপ ভূষ চিন্তায়
কীটের অপরিবর্তন দৃষ্ট হয় সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুর চিন্ময় গুণরূপ
একদেশ বিশেষে কিঞ্চিৎ প্রবেশ হয় এইমাত্র জানিবে ॥ ৫৬ ॥

শূদ্র যদি ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণ পূজা করেন তাহা হইলে তাহার
কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে ? কেবল তাহার শরীরে ব্রাহ্মণের
কিঞ্চিৎমাত্র গুণ প্রবেশ করে শূদ্রজাতি কখন ব্রাহ্মণ হয় না ॥ ৫৭ ॥

কস্মিন্ কৰ্ত্তব্যপদেশাচ্চ এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও
ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন । ভাষ্যকার ও শঙ্করাচার্য্য
ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতভক্ষ্য লোকে গৃহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে এই
কয় বচন লক্ষ্য করিয়া প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একাদশ
সূত্রার্থে এই পূর্বপক্ষ তুলিলেন আত্মানো শব্দে কি বুদ্ধি জীব
অথবা জীবও পরমাত্মাকে বুঝা যাইবে ? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন
বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব
শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করি-
য়াছেন ॥ ৫৮ ॥

সূত্রেণ এই বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদে পঞ্চমসূত্র
ব্যাখ্যায় "ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্
সৰ্বভূতানি যন্তাক্রুতানি মায়ায়া এই গীতাবচন উঠাইয়াছেন ।
এই বচন বিচার করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৈসর্গিক ভেদ
সিদ্ধ হয় । কেন না স্বমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব ভাবেন ভারত । তৎ

প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিঃ স্থানং প্রাপ্যাসি শান্তং ॥ এই দ্বিতীয় বচনে সেব্য সেবক ভাবের উক্তি আছে। জীব ও ব্রহ্মের আত্মনৈসর্গিক ভেদ না থাকিত তাহাহইলে সেব্য সেবক ভাবের উক্তি কেন থাকিত। ভাষ্যকর্তা শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণে ইচ্ছানাথাকিলে সত্য কথা কণ্ঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৯ ॥

আমিজীব কখনসুখী কখন দুঃখী কিন্তু তিনি পরমাত্মা সর্বদা সুখস্বরূপ এই দুই ভিন্ন পদার্থের যে ভেদ কি কখন এক হইতে পারে ॥ ৬০ ॥

তিনি নিত্য, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনাবৃত, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং জগতের একসাক্ষী এই সমস্ত বিশেষণ বেদে অনেকস্থানে কথিত আছে। জীবকে যেখানে যেখানে বর্ণন করা হইয়াছে সেই সেই-স্থলে এপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বর্ণন করা হয় নাই। সুতরাং এই বিশেষ তত্ত্ব বিচারিতহইলে অভেদবাদ ব্রহ্মের উপরে বজ্র পাতহয় ॥ ৬১ ॥

যাহারা জীব ■ পরমাত্মার অভেদ স্থাপন করেন তাহাদিগের মতে দ্বন্দ্ব সমাস বাধহয় ব্যাকরণ বাকৃদৃষদাদি রূপ উদাহরণদ্বারা ভেদ স্থলেদ্বন্দ্বসমাস কথিত হইয়াছে অভেদস্থলে কখনই দ্বন্দ্ব সমাস-হয় না। জীব ও পরমাত্মা যদি অভেদহইত তাহাহইলে জীবা-অনোঃ শব্দ দ্বন্দ্বসমাসে ব্যবহারহইতে পারিত না কিন্তু শাস্ত্রে যখন সেইরূপব্যবহার দেখা যাইতেছে তখন শাস্ত্রকর্তাদিগেরমতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

যদি অভেদ হইত তাহাহইলে সমানাধিকরণ কর্মধারয় ব্যবহার হইত। নীলোৎপল শব্দে সমানাধিকরণ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ ॥ ৬৩ ॥

যে রূপ অন্নব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের বহুবিধ শ্রুতি আছে তদ্রূপ ব্রহ্মাহমস্মি এই শ্রুতিকে উপাসনাপরা বলিয়া জানিবে । তাৎপর্য্য এই অন্নব্রহ্ম এই শব্দে অন্নের কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধ যে রূপ প্রকাশ পায় সেইরূপ আমি ব্রহ্ম এই শ্রুতি দ্বারা উপাসনামার্গে আমার দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্মগত চিদভিমানের প্রয়োজনতা জানিবে ॥ ৬৪ ॥

বেদে ও পুরাণে জীবব্রহ্মের অনেকগুলিভেদবাক্য ও অভেদ বাক্য আছে । নাৎসর্য্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক তথ্য বিচার করিয়া ধীর সকল শরীরকেই পথ্য বলেন । অর্থাৎ ব্রহ্মশরীর ও জীবের নিত্য শরীর পরস্পর গৃথক্ এইরূপ বিশ্বাসই পথ্য ইহা স্থির করেন ॥ ৬৫ ॥

হে প্রতারিতমতি ভ্রান্তজীব, তোমার মুখ হইতে “আমিব্রহ্ম” এইকথাটি দূর করিয়া দাও । এই সংসাররূপ ছন্তরমহার্ণবমধ্যে মগ্ন এবং বধেষ্ঠরূপে দৈবহত, যে তুমি কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পার ॥ ৬৬ ॥

রূঢ় প্রভৃতি দেবতাগণের সেব্য্য একটপরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্র স্বরূপ সেই লক্ষ্মীকান্ত ভগবান । বাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছেন, যিনি ক্রতঙ্গে এই নিখিল জগৎ পূর্ব্বৈ সৃষ্টি করেন, তুমি কহিতেছ আমি সেই । এবংবিধ বাক্য অত্যন্ত অন্তায়, কেন না তিনি রাজা এবং তুমি রক্ষ্য অর্থাৎ প্রজা ॥ ৬৭ ॥

অরে মন্দমতি ! যিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিপূর্ণ অখণ্ডমণ্ডলে ব্যাপ্ত তিনিই যে তুমি একথা কিরূপে বল ? তুমি কাহার সম্বন্ধে আছ ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? তোমার সংসারবন্ধন কষ্ট কিরূপ ? সেই সমস্ত নিজের হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত মায়াবাদীর উপদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর ॥ ৬৮ ॥

হে জীব তুমি আর সোহং এই বাক্যটি বলিও না । সেব্য্য-

। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা ।

সেবকভাবে সেই শ্রীহরিকে নিত্য ভজন কর । তাহা করিলেই তোমার সদগতি নিশ্চয় হইবে । তাহা না করিলে অবশ্য অধঃপাত হইবে । এবং তুমি নানাষোনিতে গর্ভবাসকরিয়া অনেক দুঃখ পাইবে । পুনঃপুনঃ স্বর্গে বা নরকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে ॥৬৯॥

সোহং জ্ঞানটি তোমার ভ্রম । সেই হরির পাদপদ্ম ভজন কর । আমি তাঁহার নিত্য দাস এবং তিনি ত্রৈলোক্যনাথ এই ভাবনা কর । অদ্বৈতবাদ অতি শীঘ্র পরিত্যাগ পূর্বক দ্বৈতবাদে প্রবৃত্ত হও । তোমার নিজ অন্তঃকরণে সম্প্রতি হরিতে যদি একান্ত ভক্তি হইয়া থাকে তবে এইরূপ কর ॥ ৭০ ॥

নারদ পঞ্চরাত্র বিষয় অবলম্বন পূর্বক অত্র শাস্ত্রে ও সর্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতন্ত্র সূত্র অবগত হইয়া যে হিতবাক্য হয় তাহা নির্ণয় কর । যদি বল মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন তবে তাহার তাৎপর্য্য শুন । মায়াবাদরূপ ছুরাগ্রহগ্রস্তবুদ্ধি-দূষিত দুর্জ্ঞানব্যক্তি জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঐসকলশাস্ত্র পাঠেও জানিতে পারে না । ইহাই তাহাদের দুর্ন্যতির প্রধান হেতু ॥৭১॥

পিভাধিকাদূষিতজিহ্বা ধেরূপ মিষ্টদ্রব্যের মাধুরী আশ্বাদনে অসমর্থ, কাচ কামলরোগ পীড়িত ব্যক্তি যেমত শঙ্খস্থ শুক্লতা দেখিতে পায় না, বিষয়মাত্রাচিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন হরিকীর্তনের সূখ জানিতে, দেখিতে ও লাভ করিতে পারেনা, সেইরূপ মায়াবাদী নিজের মায়াবাদরোগগ্রস্ত ভগবদ্ভজন সূখ প্রাপ্ত হয় না ॥৭২॥

হে জীব যে চৈতন্ত্যপুরুষের চৈতন্ত্যকণ লইয়া তুমি জন্মিয়াছ, তিনি তোমার বরণ্য । তিনি যে তুমি এ কথা বলিও না । শঠ ব্যক্তি কৃতঘ্নতাসহকারে নিজ প্রভুর পদপাইবার বাঞ্ছা করে ॥৭৩॥

শ্রীপরমেশ্বর রূপা পূর্বক তোমাতে চৈতন্ত্যকণা অর্পণ করিয়া-

ছেন অতএব হে শঠ ! তুমি আমিই সেই পরমেশ্বর তোমার একথা বলা উচিত নয় । কোন দুৰ্জ্জন কোন রাজার নিকট হইতে হস্ত্যশ্বপদাতিক লাভ করিয়া শেষে তাঁহার রাজপদবী গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছিল, তুমি তদ্রূপ করিও না ॥ ৭৪ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনী বলবতী মায়া যাহার বশীভূতা দাসী সেই আনন্দ সচ্চিদম্বন ভগবান্ ঈশ্বরও প্রভু বলিয়া পরিজ্ঞাত । যিনি স্বভাবতঃ নাসিকাবিক্ত বলদের আয় মায়ার বশবোধ্য তাহাকে জীব বলিয়া জানিবে । সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে বস্তুগত বিশেষ ভেদ আছে ॥ ৭৫ ॥

পণ্ডিতগণ ষড়্‌দর্শনে সাংখ্য, কণাদ, গোতম, পতঞ্জলী, জৈমিনী ও ভট্টভাষ্করের মত বিচারপূর্বক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন । জীব ও পরমাত্মার বস্তুগতভেদ আছে কিনা কিম্বা তাহারা বস্তুত এক অথবা বস্তুতঃ তাহাদের যুগপৎভেদাভেদ সিদ্ধ কি না ॥ ৭৬ ॥

প্রথমোক্ত পাঁচটি শাস্ত্রে আমি দেখিতেছি জীব ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে কেবল বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে যাহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদ কেহ কেহ তদ্ভবের নিত্যঅভেদ কেহবা তদ্ভবের যুগপৎ নিত্যভেদাভেদব্যাপ্য করিয়াছেন ইহাই বিচিত্র ॥ ৭৭ ॥

বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ধর্ম্মথাকায় তিনি বিশ্বকর্তাহইয়াছেন । জীব সর্বদাই তাঁহার অধীন একরূপ প্রসিদ্ধ আছে । স্বতন্ত্র-পুরুষ ও পরতন্ত্র পুরুষের কিরূপে ঐক্যতা বলিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

ঔষধ প্রক্রিয়ায় বহুবিধ তরুর রস একত্র করা হইলেও সেই ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন মাধুর্য্য সহকারে নানাবিধ রস সকল পৃথক থাকে । তাহা না হইলে পৃথক্ পৃথক্ রূপ ত্রিদোষ হরণ কিরূপে

হইত। সেইরূপ জীব সকল প্রলয় কালে বিলীন ভাবে ঐক্য ধর্ম লাভ করিলেও পৃথক্ পৃথক্ থাকে যেহেতু পুনরায় সৃষ্টিকালে পূর্বাদৃষ্টক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রলয়কালে যে ঐক্য জীবদিগের পরস্পর অভেদ উৎপাদক নয় ॥ ৭৯ ॥

নদীর জল শুদ্ধ অর্থাৎ লবণহীন সমুদ্রের লবণাক্ত। সেইরূপ জীব ও জৈবের বিলক্ষণ গুণান্বিত হইয়া পৃথক্ থাকেন ॥ ৮০ ॥

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরশির মধ্যে উত্তর জল পৃথক পৃথক থাকে। ক্ষীরসমুদ্রের জল ও নদীর জলের সর্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তবভেদ নিত্য ॥ ৮১ ॥

হৃৎকের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে সকল জীব প্রলয়কালে পরতন্ত্রে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরু-বাক্য অবলম্বন পূর্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন ॥ ৮২ ॥

হৃৎকে হৃৎ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে কিন্তু সর্বপ্রকারে ঐক্য হয় না কেননা মিলিত হই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না। সেই প্রকার ধ্যান যোগে জীব সকল পরমপুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্যপ্রাপ্ত হয় না একরূপ বিমলমতি পণ্ডিত সকল বলিয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

বাদে বলবান্ কুতর্ক সমুদ্রে মগ্ন, কুমার্গে রত, শত শত মিথ্যা জল্পনকল্পনযুক্ত স্বয়ং ভ্রান্ত এবং অপরের বঞ্চনাকারী একরূপ কেহ কেহ আমি ব্রহ্ম এই অখিল দৃষ্ট চরাচর ব্রহ্ম অসৎ-

মনোরথ হইয়া একরূপ বলিয়া থাকে । এই তত্ত্বটী এস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ॥ ৮৪ ॥

তাহারা বলিয়া থাকে যদি এই সমস্ত এবং আমি ব্রহ্ম হইলাম তখন আর তোমাতে আমাতে ভেদ কি ? এখন তোমার ধন; সূত, দারা আমার হইল এবং আমার ধন সূত দারা তোমার হইল । আমাদের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮৫ ॥

হে মায়াবাদী তুমি ষে রূপ বিচার করিয়া তুলিলে তাহাতে বর্ণভেদ রহিল না । তবে বিধি নিষেধের ঐক্য হইল না কেন ? তুমি যদি অদ্বৈতমত বৈদিক বলিয়া নির্ণয় করিলে বোদ্ধেরা তাহা হইলে কি অপরাধ করিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

হে অভেদরত ! শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎকপিলদেব মাতাকে বলিয়াছিলেন যে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও জীব নামক তত্ত্ব হইতেও পরমাত্মা পৃথক তত্ত্ব অন্তঃকরণাত্তর্গত মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার ॥ ৮৭ ॥

বাহারা স্বীয় মতের গুরুপদিষ্টপদবী অবলম্বনপূর্বক শূন্য-লয়ে, শূন্যান্তঃকরণে, সমস্ত শূন্য এবং জীশ্বরের স্বরূপ শূন্য ধ্যান করিয়া থাকে সেই শূন্যবিষয়ে আর কি অধিক বলিব, কোন বাক্য বৃত্তি চলে না । সেই শূন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফলও শূন্য-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

মহাভারতে শূন্যবাদের নিন্দাশ্রলে ব্যাস বলিয়াছেন সেই তমঃ শরীরী শূন্যবাদীদিগের তমঃই চরম ফল ॥ ৮৯ ॥

শূন্যবাদীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কপিলদেবও শূন্যরশ্মি দ্বারা একটা পুর নির্মাণ করিয়াছেন ব্যাসদেব সেই কথাটী পরে ভারতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ৯০ ॥

অপ্রাকৃত গুণসাগর ভগবানে নৈগুণ্যবাদ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের বিকারবাদ মায়াবাদীদিগের পক্ষে গড্ডরিকাপ্রবাহ অর্থাৎ যেমন একটি মেঘ জলে পড়িলে অল্প সকল মেঘ হিতাহিত বিবেচনা-রহিত হইয়া জলে পড়ে তদ্রূপ মায়াবাদীগণ ব্রহ্মহত্যের স্বসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগপূর্বক পৃথক ভাষা প্রস্তুত করতঃ স্বীয় মতের অনুগামীদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদি বহুবিধনিত্যগুণ পরমেশ্বরে আছে, তবে বিভূকে কিজ্ঞাত নিগুণ বলে । নৈগুণ্যবাদটা কেবল বৃথা বিবাদমাত্র ॥ ৯২ ॥

ভগবান জ্ঞানবান, ইচ্ছাময় ও কৃতিমান্ । এস্থলে নির্ধর্ম্মকত্ব কিরূপে হয় । যদি তিনি নির্ধর্ম্মক হইতেন, বেদ তাঁহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিত ? গুণসাগর ভগবানে নৈগুণ্য আরোপ করিবার মানসে কিরূপে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছ, নিজ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া যাহা সত্য হয় তাহা বিচার কর ॥

আকাশ কুসুমতুল্য নির্ধর্ম্মক বস্তু বেদে বা লোকে কোথাও প্রতীত হয় না । বেদসকল যদি সেরূপ বস্তু প্রতীতি করাইতে চেষ্টা করে তাহাহইলে বেদই প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৯৩ ॥

যে রূপ প্রস্তররূপ যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয় সেইরূপ ধর্ম্ম না থাকিলেও নির্ধর্ম্ম তাহার প্রতীতি করায় । তাৎপর্য্য এই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয় । জ্ঞানশূন্য প্রস্তর যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয় না । ধর্ম্মের অভাব হইলে নির্ধর্ম্ম বস্তুর প্রতীতি হয় না ॥ ৯৪ ॥

আপনারা প্রকৃত ধর্ম্মকে কোনস্থলে ধর্ম্মভাব বলিয়া স্থির করেন নাই । প্রকৃত ধর্ম্মাভাবে কল্লিত ধর্ম্মের বোধ আপনাদের গ্রন্থে সর্বত্র পাওয়া যায় ॥ ৯৬ ॥

নির্দ্বন্দ্বব্রহ্ম বোধ বিষয়ে সত্যাদির অনুকূলতা নাই সূত্রাৎ সত্যধর্মাদিতে প্রতিকূলত্বই উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাদের মায়াবাদ ধর্মের প্রতিকূলে সত্যধর্ম দাঁড়াইতেছে ॥ ৯৭ ॥

কল্পনা সিদ্ধ করিতে হইলে, কোন পক্ষের ধর্মিত্ব মানিতে হয় । শুক্তি রজত ইত্যাদি উদাহরণে সত্য বস্তু রজতের সত্ত্বা স্বীকারপূর্ব্বক শুক্তিতে রজত ভ্রমরূপ মিথ্যাবাদ উপস্থিত হয় ॥ ৯৮ ॥

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” এই শ্রুতিবাক্যে আত্মা এই বিশ্বের অপাদান কারণ হইতেছেন । তোমার মধ্যে আত্মার অপাদানকারকত্ব স্বীকার না থাকায় এই বিশ্ব অবিদ্যাকল্পিত হইতেছে । কেহ কেহ তাহাকে একটু উন্নত করিবার জন্ত বিবর্তবাদ স্থাপনা করে । বস্তুতঃ অবিদ্যাপরিণামবাদ হইতে ব্রহ্মবিবর্তবাদ কোন মতেই হৃদয়তর নয় অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের ভাল লাগে না ॥ ৯৯ ॥

নিতালীলাময় হরির ক্রীড়াভাণ্ড স্বরূপ এই বিশ্বেকে অবিদ্যা পরিণতি বা বিবর্তজনিত মিথ্যা ভাণ বলিয়া কিরূপে স্থাপন করিতে পার ॥ ১০০ ॥

এই প্রপঞ্চ স্বপ্নতুল্য নয় । স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ভূরিদোষযুক্ত । স্বপ্নে অন্নাহার জলপান করিলে তৃপ্তি হয় না । জাগ্রদশায় অন্ন-পানাদি তৃপ্তিকর হয় ॥ ১০১ ॥

যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থসাধন ক্রিয়া কিরূপে হইত ? ঘটে জল আনয়ন কারলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয় । ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না কেবল নশ্বর বলিতে পার । তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থসাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥

এই জগৎকে মিথ্যাভূত বলিলে সমস্তই বিরুদ্ধ হয় । ধর্ম-

শাস্ত্রে প্রাশ্চিত্তাদির যে ব্যবস্থা সে সমস্তই বিরুদ্ধ হয় । রাজা চোরগণকে সত্যই চুরি করিয়াছে বলিয়া দণ্ড দিতে পারেন না । যেহেতু শপথরত মায়াবাদী মিথ্যাবর্ণ বলিয়া সাক্ষ্য দেন ॥ ১০৩ ॥

মালাতে সর্পবুদ্ধির জ্ঞান মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞানে ব্রহ্মবিবর্তে বস্তুভাণ এইরূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ বলিতে পার না । মালায় সর্পভাণ হইলে তাহা বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে ভাণ তিরোহিত হয় । কিন্তু এই জগৎ নিত্যপ্রবাহরূপে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলেও এই প্রতীতি যায় না ॥ ১০৪ ॥

এই প্রাপঞ্চিক জগৎ কদাপি মিথ্যা নয় । ভগবৎ সম্বন্ধে ইহা সত্যভূত । কেবল এইমাত্র বলিতে পার যে মায়িক জগৎ শুদ্ধ চিন্ময়তত্ত্বের ছায়ারূপ অশুদ্ধ ব্যাপার । ভগবৎ সম্বন্ধে ইহাকে সংগ্রহ করিলে এবং ইহার সমস্ত ব্যাপারকে ভগবানে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিলে ইহার শুদ্ধত্ব সম্পাদিত হয় । স্পর্শমণির স্পর্শ দ্বারা অত্র সমস্ত ধাতু যেরূপ স্বর্ণ হয় তদ্রূপ জানিবে ॥ ১০৫ ॥

বৈরাগ্য ও ভোগ দুই তত্ত্বই উদাসীনভাবে ভক্তিব্যোগতত্ত্বে অবস্থিত । জগতের যে যে বস্তুকে মহাপ্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগমধ্যে পরিগণিত হয় না । কিন্তু ভক্তি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হয় ॥ ১০৬ ॥

অত্যন্ত অভিনিবেশেরসহিতবিষয়ভোগকেভোগ বলে । অভিনিবেশপরিত্যাগপূর্বক বিষয়গ্রহণরূপবিরাগকে পরমার্থতা বলে ।

সংসঙ্গদ্বারা পুনঃ পুনঃ ভগবল্লীলাকথাবর্ণনক্রমে আমাদের চিত্তজলাশয়ে শুদ্ধ প্রেমবিগুহভক্তিলহরী উদয় হয় । অদ্বৈতবাদ মত পরিত্যাগপূর্বক আমরা দ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হই । এখন ভগবান্ লক্ষ্মীকান্তের পদারবিন্দযুগলে স্বেচ্ছাপূর্বক ভজনাকরিতেছি ॥ ১০৮

লৌকিক বিষয়ে রাজকীয় পুরুষকে রাজা বলিয়া ব্যবহার আছে । জৈব বিষয়ে সেইরূপ বিবিধাগমমার্গে ব্রহ্মকেই রাজা বলিয়া শুনা যায় ॥ ১০৯ ॥

হে মায়াবাদাচার্য্য বাহা হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদি সমস্ত ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া বাহাতে প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে বাহাতে ঐ সকল লয়প্রাপ্ত হয় এবং যে মায়াগুণাভীত ঈশ্বরকে চতুর্শূখ ব্রহ্মা চতুর্বেদ দ্বারা বর্ণন করিতে সক্ষম হন না আপনি সেই পরমানন্দ বস্তুর সহিত আমি এক এই কথা আমাকে নিতান্ত মন্দভাগ্য দেখিয়া উপদেশ করিতেছেন ॥ ১১০ ॥

যে পরমেশ্বর স্বল্প স্থূল সমস্ত জন্তুগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড সকল পকড়ধুর মধ্যগত মশক শ্রেণীর জায় প্রলয়কালে ছিল এবং স্থিতিকালে প্রলয় পর্য্যন্ত বাহাতে অবস্থিতি করিয়াও বাহাকে পায় না, হার হার সেই পরমেশ্বর আমি এই বাক্য আমার মুখ হইতে হে মায়াবাদাচার্য্য, কিরূপে নিঃসৃত হইতে পারে ॥ ১১১ ॥

যে পরমেশ্বরের কৃপায় বোবাও নৈমায়িকদিগের জায় বাচাল হইতে পারে এবং পশু পক্ষীত লজ্বনে সদ্য ক্ষমতা লাভ করিতে পারে জন্মান্ধবাক্তিও সূক্ষ্মরপদ্বলোচনদ্বয় লাভ করিতে পারে, অন্ত কথা কি বলিব সেই ভক্তদিগের চিন্তামণি চন্দ্রবদন পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১২ ॥

কাল প্রশস্ত বা অনন্ত এবং বিষ্ণুভক্তি ফল অত্যন্ত মহৎ । কালবশেই হউক বা বিষ্ণুভক্তি ফলেই হউক এই জগতে কখন কেহ মংকৃত এই গ্রন্থের গুণগ্রাহক হইবে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীনারায়ণ ভট্টশ্রেষ্ঠের নিকটে নারায়ণ ভক্তিভূষানামা গ্রন্থ ও

সান্নোপাঙ্গ শাস্ত্র সকল অধ্যয়নপূর্বক ভক্ত কৃপাদ্বারা আমার
বুদ্ধ্যুসারে জ্ঞান ও ব্রহ্ম সমূহ ভক্তির আধাররূপে জীব ব্রহ্ম-
ভেদতত্ত্ববিষয়ে সাধুবাক্য মুক্তাবলীনাма এই শতশ্লোকী রচনা
করিলাম ॥ ১১৪ ॥

আমি যদি প্রমাদক্রমে এই গ্রন্থে কোন ছুট কথা বলিয়া
থাকি তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ শোধন করুন।
কেননা চলিষু ব্যক্তির পদ কখন কখন স্থলিত হয় এবং বক্তা
মোহ হইতে অনেক সময় বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

গুণিগণ বিরচিত কাব্যে খলপুরুষ কেবল দোষই অব্বেষণ
করিয়া থাকে গুণ অব্বেষণ করে না। প্রস্তর নির্মিত গৃহমধ্যে
যে রূপ পিপীলিকা ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে তদ্রূপ ॥ ১১৬ ॥

যাহারা মৎসরতা ক্রমে হতবুদ্ধি তাহারা অবশ্য দোষ দেখিয়া
থাকেন অর্থাৎ গুণজ্ঞ সকল গুণই গণনা করুন। যাহারা দোষ
না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন তাহারা পরম সাধু,
অতএব পরিতোষ করুন ॥ ১১৭ ॥

হে ভাগবতোত্তমগণ যদি এই জগতে শুদ্ধভক্তি বাঞ্ছিত হয়,
তাহাহইলে গোড়পূর্ণানন্দ কবিকৃত ভগবান্ ও জীবের ভেদাশ্রিত
তত্ত্বাতত্ত্ব বিবেকবাক্যমণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুভক্তিসম্মত নিম্নলি মুক্ত
পদমধুর শ্রবণ পাঠ করুন ও শ্রবণ করুন ॥ ১১৮ ॥

নানালঙ্কারযুক্ত মৃদুমধুর পদবিগ্রাস দ্বারা সম্বর্দ্ধিতমৌন্দর্য্য
অমৃত সদৃশবাক্য সমূহ দ্বারা সুললিত চাক্রসর্বাঙ্গযুক্ত, বিজ্ঞদিগের
আনন্দের একমাত্র ভূমি, সর্বগুণদ্বারা সুন্দর, দোষমাত্র বিহীন
এই তত্ত্বমুক্তাবলী সর্বদা ভক্তগণের কণ্ঠদেশে বাস করুন ॥ ১১৯ ॥

শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভোঃ অষ্টকালীয় লীলাম্বরণ মঙ্গল স্তোত্রং ।

শ্রীগৌরঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়ো য়া কেশশেষাদিভিঃ

সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সাত্ত্বৈর্যয়া লভ্যতে ।

তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সন্তমৈ
নোমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদীপজং ॥ ১ ॥

রাত্র্যন্তে শয়নোখিতঃ সুরসরিং স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ক্সাহ্নে স্বগর্ভৈর্লসত্য়াপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে ।

যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেহখান্ননে
শ্রীবাসন্ত নিশামুখে নিশিবসন্ গৌরঃ সনো রক্ষতু ॥ ২ ॥

রাত্র্যন্তে পিককুকুটাদি নিনদং শ্রদ্ধা স্বভল্লোখিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সম্ভোষ্য তাং ।

গহ্বাশ্রয় ধরাসনোপরিবসন্ স্বস্তিঃ সুখোতাননো

যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোতিমুদিত স্তং গৌরমধ্যোমাহং ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃত্তঃ স্নাত্বা প্রস্থনাদিভি
স্তাং সম্পূজ্যগৃহীত চাকুবসনঃ শ্রক্চন্দনালঙ্কৃতঃ ।

কুত্বা বিষ্ণু সমর্চনাদিসগণো ভুক্তান্নমাচম্য চ

দ্বিত্রং চান্ত গৃহেক্ষণং স্বপিত্তি যন্তং গৌরমধ্যোমাহং ॥ ৪ ॥

পূর্ক্সাহ্নে শয়নোখিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্যবস্ত্রাশুভ্রং

ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্তনপটৈঃ সাদ্রঃ স্বয়ং কীর্তয়ন্ ।

ভক্তানাং ভবনেহপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নাং বর্দ্ধয়

ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যোমাহং ॥ ৫ ॥

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগর্ভৈঃ সঙ্কীর্তনাদীদৃশং

সাত্ত্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতপ্রভুঃ ।

আরামে মৃদুমারুতেঃ শিশিরিতৈ ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
 স্বং বৃন্দাবিপিমং স্রবন্ ব্রমতি যঃ স্তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ৬ ॥
 যঃ শ্রীমানপরাক্রমে সহগণৈ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
 স্তাদৃক্ষুস্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শশ্মাণিবিস্তারয়ন্ ।
 আরামাতত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
 মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ৭ ॥
 যন্তিস্রোতসি সায়মাগু নিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
 পুষ্পাদৈশ্চ সমর্চিতঃ কলিত সংপট্টাঘরঃ অশ্বরঃ ।
 বিষ্ণোস্তং সমসার্কমঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিত্তৈঃ সমং
 ভুক্তান্নানি স্নবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ৮ ॥
 যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হৃদৈতচচ্ছাদিভিঃ
 সর্কৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাং পিযুষমাস্বাদয়ন্ ।
 প্রেমানন্দ সমাকুলশ্চ চক্ষুধীঃ সর্কীর্ণেন লম্পটঃ
 কর্তুং কীর্তন কূর্মদ্যমপর স্তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ৯ ॥
 শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্কং প্রভুভ্যাংনট
 রু চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়ন্তিকুল্লাসয়ন্ ।
 শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
 স্বং গোরে শয়নালয়ে স্বপিত্তি যন্তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ১০ ॥
 শ্রীগৌরঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্ট কালোত্তবাং
 ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুল বিধোলীলাস্বতেরাদিতঃ ।
 লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীতাবিতো যঃ পঠেৎ ।
 তং প্রীণাতি সदैব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যম্যাহং ॥ ১১ ॥
 ইতি শ্রীমঙ্গলাপ্রভৃষ্টকালীয়া লীলাস্রবণ মঙ্গল স্তোত্রং সমাপ্তং ।

শ୍ରীଜগଜীবନ মিশ୍ର প্রণীত

মনঃসন্তোষনী ।

সম্পূর্ণ ।

সূচীপত্র ।

প্রথম সর্গঃ

১-৮ পৃষ্ঠা ।

বন্দনা—বস্তুনির্দেশ, অশীর্বাদ, নমস্কার । মধুকরমিশ্র—উপেন্দ্রমিশ্র—
গুপ্ত বৃন্দাবন—তদীয় পুত্রগণ—জগন্নাথমিশ্র—পার্বদগণ ।

দ্বিতীয় সর্গঃ

৮-১১ পৃষ্ঠা ।

জগন্নাথমিশ্রের নবদ্বীপ গমন—তথায় নীলাদ্রির চক্রবর্তির কন্যার সহিত
বিবাহ—বিষ্ণুরূপ জন্ম—বৈরাগ্য, অীহট গমন, পুনঃ নবদ্বীপ আগমন ।

তৃতীয় সর্গঃ

১১-২৪ পৃষ্ঠা ।

অীশ্রীমহাপ্রভুর জন্ম, তদীয় রূপবর্ণন, মহাপুরুষ চিহ্ন দর্শন । জগন্নাথ-
মিশ্রের দেহত্যাগ—মহাপ্রভুর পূর্বদিক গমন—লক্ষ্মীর দেহত্যাগ—বিষ্ণুপ্রিয়া
বিবাহ, সঙ্কীর্ণনারস—সন্ন্যাসগ্রহণ, শচীমাতার সহিত শান্তিপু্রে সাক্ষাৎ ও
অীহটগমনের অনুরোধ । মহাপ্রভুর বরগঙ্গা গমন, গুপ্তবৃন্দাবন দর্শন । পিতা
মহী ■ জাতিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ।

মনস্‌সন্তোষণী ।

প্রথমস্‌ সর্গঃ ।

মঙ্গলাচরণ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
অদ্বৈতআচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীশ্রীগুরুদেবের বন্দিয়ে পদদ্বন্দ্ব ।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভবপাশ বন্ধ ॥
তৎপরে বন্দনা করি চৈতন্যচরণ ।
যা হৈতে অজ্ঞান তম হয় নিবারণ ॥
পূর্ব মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
বস্তুর নির্দেশ আশীর্বাদ নমস্কার ॥
তাহার সূচনা তবে করি অল্লাঙ্করে ।
এ তিন লক্ষণ আছে তাহার ভিতরে ॥
পূর্বে ব্রজবিলাসেতে শ্রীনন্দনন্দন ।
রাধা সঙ্গে করিলেন প্রেমআস্বাদন ॥
রাধা-প্রেম-রত্নে ঋণী হইলা শ্রীকৃষ্ণ ।
শোধিতে সে ঋণ চিন্তে রহিলা সতৃষ্ণ ॥
আদ্য কলিকালে আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
রাধা ভাব কার্ত্তি অঙ্গে করিয়া ধারণ ॥

প্রাহুভূত হইলা শ্রীনবদ্বীপ মাঝে ।
 রাধাঋণচিস্তামণি শোধিবার কাষে ॥
 এই মাত্র হইলেক বস্তুরনির্দেশ ।
 শুন এবে আশীর্বাদ সূচনা বিশেষ ॥
 প্রভুর চরিত্র যেন গন্তীর সমুদ্র ।
 সর্বতত্ত্ব নাহি জানেন ব্রহ্মা ইন্দ্র কুদ্র ॥
 তার সূচনাতে হোক জগতে কল্যাণ ।
 জগত তারণ প্রভু অতি কৃপাবান ॥
 সর্বঅবতারী প্রভু পতিতপাবন ।
 তার পাদপদ্মদ্বন্দ্ব করিয়ে বন্দন ॥
 প্রহ্লাদমিশ্রের পদে প্রণতি আমার ।
 যাহা হৈতে হৈল এই গ্রন্থের প্রচার ॥
 যত্নক্রমে নানাতন্ত্র এক এক করিয়া ।
 সে সব গ্রন্থের তাহা সার উঠাইয়া ॥
 অল্লাঙ্করে চৈতন্য উদয়াবলী নাম ।
 এই গ্রন্থে কৈলা চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥
 প্রভুর আদেশে এই গ্রন্থ বিরচিলা ।
 নিজ গ্রন্থ শেষে পরিচয়ে ব্যক্ত হৈলা ॥
 প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রহ্লাদ মিশ্রবর ।
 তাঁহার পদদ্বন্দ্ব মোর প্রণতি বিস্তর ॥
 শ্রীজগজীবন মিশ্র দীন হীন যিনি ।
 তাহার ভাষার্থে কৈল মনঃসন্তোষনী ॥

গ্রন্থারম্ভ ।

শ্রীহট্ট দেশেতে ছিলেন মধুকর মিশ্র ।
 যারে মাগ্ন করে কত পণ্ডিত সহস্র ॥
 পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী পরমতপস্বী ।
 জিতেদ্রিয় বিজ্ঞতম অত্যন্ততেজস্বী ॥
 বরেতে পাইলা তিনি কতিপয় গ্রাম ।
 অত্যন্ত সংকর সেই গুণে অল্পম ॥
 বরপ্রাপ্ত হেতু নাম বরগঙ্গা থৈলা ।
 বহুকাল সুখভোগ সে স্থানে করিলা ॥
 চারিপুত্র মিশ্রের হইলা গুণবান ।
 স্ত্রীকন্যা প্রতাপী সকলি মতিমান ॥
 সর্প এক জন্মিলা হইলা পঞ্চপুত্র ।
 সকলেই পূজ্যতম মাগ্ন যত্র তত্র ॥
 সবার মধ্যস্থ পুত্র ছাড়ি পিতৃস্থান ।
 তপস্রাতে গেলেন কৈলাশ সন্নিধান ॥
 শ্রীমান উপেন্দ্র মিশ্র নাম যার খ্যাত ।
 স্বদেশে মাগ্ন ধন্য তপস্বী বিখ্যাত ॥
 কৈলাশ নিকটে মহদগুপ্ত বৃন্দাবন ।
 সর্বলোকে মাগ্ন স্থান অতি মনোরম ॥
 ইক্ষু নায়ী নদী তার পূর্বদিকে স্থিতি ।
 কালিন্দী সদৃশী রমণীয়া স্রোতস্বতী ॥
 দক্ষিণেতে বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ ।
 পৃষ্ঠে জটাতার যার দেখিতে সুরঙ্গ ॥

শিবগঙ্গাতীরে শিব বাহিতার্থ প্রদ ।
 যারে কৃপা হয় তার অতুল সম্পদ ॥
 কৈলাশ উত্তরে কুণ্ড গুপ্ত অতিশয় ।
 অমৃতাত্ম্য কুণ্ড সেই অলৌকিক হয় ॥
 কোন ভাগ্যবানে তাহা পূর্বে দৃষ্ট হৈল ।
 অদ্য মহৎ পাষণেতে আচ্ছাদিত কৈল ॥
 তথাতে উপেন্দ্র মিশ্র শোভা ভাষ্যা সঙ্গে ।
 তপস্যা করিলা বহু মনোনীত রঙ্গে ।
 অনন্ত মনস্ক হইয়া নিরাকুলে রয় ।
 নারায়ণ পরায়ণ দুহঁ অতিশয় ॥
 অতঃপরে মিশ্রের জন্মিলা সপ্তপুত্র ।
 সুব্রহ্মণ্য বিষ্ণুভক্ত অত্যন্তপবিত্র ॥
 কংসারি পরমানন্দ জগন্নাথ মিশ্র ।
 সর্বেশ্বর পদ্মনাভ জনার্দন মিশ্র ॥
 ত্রিলোকনাথ মিশ্র হন সবার অনুজ ।
 গুণী গণ্য মান্ত্র ধন্ত সর্বে মহাভূজ ॥
 ইতিমধ্যে জগন্নাথ মিশ্র যিনি হন ।
 পদ্য পুরাণেতে আছে তার বিবরণ ॥
 তাহার প্রমাণ সবে গুনহ সম্প্রতি ।
 ভগবৎ আদেশ ছিল দেবগণ প্রতি ॥
 শ্রীজগজীবন মিশ্র যাহার আখ্যান ।
 মনঃসন্তোষণী ভাষা করিলা ব্যাখ্যান ॥

তুষ্ট হৈয়া ভগবান, সর্বদেবগণ স্থান,
 কহিলেন এই মাত্র বাক্য ।

সবে যাএণ ক্ষিতিতলে, জন্ম লও নিরাকুলে,
আমাদের হইয়া সুপক্ষ ॥

আমি যাএণ গৌররূপে, জন্মিব শ্রীনবদ্বীপে,
শচীদেবীর গর্ভ সিন্ধুমাবে ।

হরি নাম সংকীৰ্ত্তনে, প্রচারিবা সৰ্ব্বজনে,
নিস্তারিব এই মোর কাষে ॥

তথাহি পাদে ত্রীভগবদ্বাক্যং ;—

দ্বিবিজা ভূবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং বৈ সুরেধ্বরাঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীমুতঃ ॥

অপি চ ব্রহ্মযামলে ;—

সম্বৃষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণস্তোত্রোণানেন ব্রহ্মণঃ ।

উবাচ স্বমতং বাক্যং দেবানাং মধুসূদনঃ ॥

কেচিদ্বৃষং দেবগণাঃ জায়ধ্বং পৃথিবীতলে ॥

অথবা ত্রিংশা যাস্তু ভূত্বা মন্তুক্তরূপিণঃ ॥

ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সংকীৰ্ত্তনাগমে ।

হরিনাম প্রদানেন লোকমিস্তারয়াম্যহং ॥

এই আজ্ঞা হৈল যবে, সৰ্ব্ব দেব আসি তবে,
ভক্ত বৃন্দ হইয়া জন্মিলা ।

কশ্যপ আসিয়া ভূমে, জগন্নাথ মিশ্র নামে,
উপেক্ষ মিশ্রের পুত্র হৈলা ।

অদিতি দেবের মাতা, হৈয়া সৰ্ব্বগুণাশ্রিতা,
জন্মিলেন লীলা পরচারে ।

নবদ্বীপ মধ্যে আসি, শচী নাম পরকাশি,
নীলাশ্বর চক্রবর্তী ঘরে ॥

ব্রহ্মা শিব আদি যত, মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র কত,
জন্মিলেন ভুবন পাবন ।

বৈষ্ণব হইয়া শেষে, রহিলেন দেশে দেশে,
প্রভু জন্ম প্রতীক্ষা কারণ ॥

স্বপ্নে প্রভু আজ্ঞা পাঞা, নিজ মন বুঝাইয়া,
শ্রীজগজ্জীবন মিশ্রাখ্যান ।

বন্দি প্রভু পদধূলি, চৈতন্ত উদয়াবলী,
শ্লোকার্থের করিল ব্যাখ্যান ॥

ইতি মনঃসন্তোষণী ভাষায়াং প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

উপেক্ষা মিশ্রের, গৃহে নিরন্তর, সাতটি সন্ততি শোভা ।
সরোবরে যেন, বিকশে নলিন, হেন জন মনলোভা ॥
সকল হইতে, রূপ লাভণ্যেতে, ভাল দেখি জগন্নাথে ।
সুবোধ দেখিয়া, সুযশ শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া চিতে ॥
ব্যাকরণ আদি, শাস্ত্র নিরবধি, পাঠাইলা যত্ন করি ।
শাস্ত্রেতে আবেশ, দেখিয়া হরিষ, পিতার হইল ভারি ॥
বিশেষ বিদ্বান, হইতে সন্তান, পিতার লালসা থাকে ।
এই অভিনায়ে, নবদ্বীপ বাসে, পাঠাইয়া দিলা তাকে ॥
সে স্থানেতে যাঞা, সুপণ্ডিত চাঞা, গুরু সন্নিধানে রৈ ।
গঙ্গাতীরে টোলে, রহিলেন ফলে, বিদ্যার্থীর মাগু হৈ ॥
নিরন্তর শ্রাম, বেদ অনুপাম, পড়িলেন মতিমান ।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, সবের আশ্রয়, নারায়ণ হৈল জ্ঞান ॥

পঠনীয় সব, করে অনুভব, পুণ্য নিকেতন তায় ।
 যুবক সুধত, অধ্যাপকে মাগু, সর্ব্বজনে প্রিয় গায় ॥
 সম রূপবান, নাহি দেখি আন, গুণাবিত কেবা আছে ।
 ঈক্ষণে ভাষণে, লক্ষণে ভূষণে, কেবা তুল্য তান কাছে ॥
 পরস্পর কত, স্ত্রীপুরুষ যত, তাকে প্রসংশয় প্রায় ॥
 চতুর্দিকে নরে, সদালাপ করে, কি আশ্চর্য্য হায় হায় ॥
 শুনি গুণ রূপ, ভুবনে অনুপ, সুন্দর তাহার কীর্ত্তি ।
 হরিষ হইয়া, দেখিল আসিয়া, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
 দেখিয়া তাহার, শাদুলের প্রায়, সকল নরের মাঝে ।
 হ'তে কথারত্ন, করিয়া সুবত্ন, সমর্পিব দ্বিজরাজে ॥
 কণ্ঠা ভাগ্যবতী, যদি তার পতি, অবশ্য হইবে ইনি ।
 সুশীল সুশীলা, দুহার মিলিলা, চন্দ্রেতে যেন রোহিণী ॥
 ইহা করি মনে, ভার্য্যার সদনে, যাঞা নিজ নিকেতনে ।
 মনের আচ্ছাদে, কহিল সম্বাদে, যাহা নিজ মনে মনে ॥
 চক্রবর্ত্তিজায়া, হৃষ্টমনা হৈয়া, ইষ্ট কুটুম্বিতে ভোর ।
 শ্রীজগজীবনে, বলে কথাদানে, যথার্থ সুযোগ্য বর ॥



কিয়ৎকাল পরে, আনিয়া মিশ্রেরে, স্বকীয় বাসরে, আনন্দ মনে ।
 সময় পাইয়া, মঙ্গল করিয়া, সুখে দিলা বিয়া, অতি যতনে ॥
 পড়ি বেদশাস্ত্র, জগন্নাথ মিশ্র, পণ্ডিত সহস্র, সাক্ষাতে বসি ।
 যজ্ঞ সমাপন, করিয়া তৎক্ষণ, হৃষ্ট হৈল মন, পাঞা প্রেয়সি ॥
 বিবাহের পরে, চক্রবর্ত্তিঘরে, রহিলা সাদরে, হইয়া ভোর ।
 পণ্ডিত হইয়া, রসেতে মজিয়া, শচীয়া লইয়া, আপন কোর ॥
 কিন্তু সদা কাল, নাহিক জঞ্জাল, গত হৈল কাল, দুহার সুখে ।

ধর্ম্মেতে তৎপর, জপ নিরন্তর, গোবিন্দ সুন্দর, হুহার মুখে ॥
 নারায়ণ তপ, নারায়ণ জপ, নারায়ণ রূপ, সদাই মনে ।
 তার পুণ্যরাশি, সতত প্রকাশি, পুরে দশ দিশি, হুহার গুণে ॥
 অতঃপরে রাণী, শচী সুবদনী, হইলা গর্ভিণী, ভাগ্যের ভরে ।
 ক্রমেতে সন্ততি, প্রসবে সুমতি, বিশ্বরূপ খ্যাতি, সম্প্রতি হয়ে ॥
 বিশ্বরূপ নাম, অতি গুণধাম, পুরাইল কাম, বালক কালে ।
 দিব্যজ্ঞান পাঞা, বৈরাগ্য করিয়া, গেলেন চলিয়া, অতি সকালে ॥
 না দেখে বৎসেরে, হাহাকার করে, কাহার শরীরে, এ জালা নয় ।
 অনিত্য সংসার, কেবা হয় কার, যার ভার ভার, রহিতে হয় ॥
 শচী মিশ্র সাতে, পুত্রের শোকেতে, হইল মূর্ছিতে, পড়িল ধরা ।
 যত বন্ধুজনে, করিলা সাঙ্গনে, মধুর বচনে, আসিয়া স্বরা ॥
 শ্রীরামজীবন, স্নত অভাজন, শ্রীজগজীবন, মনঃসন্তোষিনী ।
 ভাবার্থ বচনে, প্রভুর চরণে, অযোগ্য বচনে, করিল ধ্বনি ॥

বিশ্বরূপ যাইতে জগন্নাথ সুপণ্ডিত ।
 হইলেন শোকাবিত হৃদয়ে চিন্তিত ॥
 স্মৃতি হৈল জন্মস্থান জনক জননী ।
 বিষণ্ণ বদনে কহে ভাৰ্য্যা প্রতি বাণী ॥
 জন্মস্থান শ্রীহট্টদেশে জনক জননী ।
 কি জানি কিভাবে আছেন আমি তো না জানি ॥
 শুন শুন প্রিয়ে মম পিতৃ মাতৃ শাপে ।
 ঘাটল আমার কিম্বা এত পরিতাপে ॥
 অতএব যায় আমি দেখিতে হুহারে ।
 পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে তোমা সহকারে ॥

তৎকালে উপেক্ষমিশ্র পত্নী পাঠাইলা ।
 পুত্র আগমন বার্তা পত্নীতে লিখিলা ॥
 পত্নী পাঞা জগন্নাথ ভাৰ্য্যার সহিতে ।
 শীঘ্র চলিলেন দেশে পিতার সাক্ষাতে ॥
 এথা আসি মিশ্র পুরন্দর মতিমান ।
 পিতৃসেবা পরায়ণ হইলা বিদ্বান ॥
 তান পত্নী শান্তুড়ী গুশ্ৰবা পরায়ণা ।
 স্বপুত্রের গুশ্ৰবণে অতি বিচক্ষণা ॥
 নারীগণে ধন্যমান্য শচী প্রজ্ঞাশীলা ।
 স্বশ্রু সন্নিধানে থাকি কার্য্য কন্ম কৈলা ॥
 পরমানন্দ মিশ্রের ভাৰ্য্যা যিনি হন ।
 স্নশীলা তাঁহার নাম স্নহাস্ত্র আনন ॥
 শচীকে পুত্ৰীর তুল্য প্রতিপাল্য কৈলা ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য নানা বস্তু ভোজন করাইলা ॥
 কিছু কাল পরে শচী সৰ্ব্বদেব মাতা । * *
 তার গর্ভে ভগবান কৈলা অধিষ্ঠান ॥
 সে রাত্রে আকাশ বাণী কৈলা ভগবান ।
 শচীর শান্তুড়ী শোভা দেবী সন্নিধান ॥
 স্তন শোভে নিত্যধন্য পরায়ণা এবে ।
 তব স্নুবা গর্ভে আমি হব আবির্ভাবে ॥
 অতএব পুত্র পুত্রবধূকে একালে ।
 নবদীপে পাঠাইয়া দেহ যে সকালে ॥
 অন্তথাচরণ যদি কর ভাগ্যবতী ।
 বিপত্তি ঘটবে তব জানিও সম্প্রতি ॥
 ।।।।।। সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

আকাশ বাণীতে শোভা মনে ভয় পাঞা ।

পতিস্থানে কহিলেন প্রভাতে যাইয়া ॥

রজনীর বিবরণ অদ্ভুত সকল ।

নিবেদিতে হইলেন আখি ছল ছল ॥

ছঃখ অতি সকাতির মানস হইয়া ।

শোকে হর্ষে পুত্রেরে আনিলা ডাক দিয়া ॥

রাত্র জাত বৃত্তান্ত কহিলা পুত্র কাছে ।

তুমি নবদ্বীপে গেলে স্মৃঙ্গল আছে ॥

তব পত্নী গর্ভে জগৎকর্তা ভগবান ।

অধিষ্ঠিত হইয়াছেন গুনি তুষ্ট প্রাণ ॥

তুমি নবদ্বীপে বাবে বৃদ্ধমোরে ছাড়ি ।

ইহ ছঃখ প্রাণে মোর সহিতে না পারি ॥

শ্রীজগজ্জীবন বলে মিশ্র মহাশয় ।

দশরথের দশা এবে ঘটিল নিশ্চয় ॥

পিতার আদেশে, নবদ্বীপ দেশে, জগন্নাথ মিশ্র রাই ।

ভার্য্যার সহিতে, চলিলা যাইতে, অনেক করিয়া ঠাই ॥

যাত্রার সময়, স্বপ্নগর্ভা হয়, শচী জগন্নাথ জায়া ।

যাইতে ভিন্ন দেশ, সবে পায় ক্লেশ, ছাড়িতে না পারে মায়া ॥

প্রোজ্জ জগন্নাথ, জোড় করি হাত, প্রণমি পিতার পায় ।

মাতার চরণ, ধূলিতে তৎক্ষণ, ভূষিত করিয়া কায় ॥

জ্যোষ্ঠ জ্যোষ্ঠপ্রিয়া, সবাকে বন্দিয়া, যাত্রা করে হরি স্মরি ।

যার যেই মনে, মঙ্গল তখনে, করিলেন নর নারী ॥

গমন সময়, শোভা দেবী কয়, শচীকে মধুর বাণী ।

তুমি বধু মোর, স্মৃশীলা স্মন্দর, মম আজ্ঞাকারিণী ॥

তুন মা তোমার, গর্ভের মাঝার যে পুরুষ জনমিবা ।
 দেখিতে তাঁহারে, বাসনা অন্তরে, এথা পাঠাইয়া দিবা ॥
 স্বীকৃতা হইয়া, স্বশ্রুকে বন্দিয়া, শ্রেষ্ঠ লোকে প্রণমিলা ।
 ভাষ্যার সহিতে, মিশ্র জগন্নাথে, নবদ্বীপে চলি গেলা ॥
 প্রভুর চরণে, জীবন জীবনে, করি কর কৃতাঞ্জলি ।
 দ্বিতীয় সর্গের, ভাষা বিরচিল, মনে হই কুতূহলি ॥
 ইতি মনঃসন্তোষণী ভাষায়াং দ্বিতীয়স্ সর্গঃ ।

তৃতীয়স্ সর্গঃ ।

পূর্ণ গর্ভবতি, শচী ভাগ্যবতী, হইলেন কতদিনে ।
 কলিতে সুধন্ত, সর্বজন মাণ্ড, নবদ্বীপে মনোরমে ॥
 তারিতে জগতে, শচী গর্ভ হৈতে, চৌদ্দশত সপ্ত শকে ।
 শ্রীচৈতন্ত হরি, স্বয়ং রূপ ধরি, অবতীর্ণ হৈলা লোকে ॥
 ফাঙ্কন পূর্ণিমা, সন্ধ্যা নিরূপমা, তাহাতে গৌরান্ন শশি ।
 অদ্বৈত ভাবিত, সর্বত্র ব্যাপিত, উদয় হইলা আসি ॥
 নবদ্বীপ নাম, অতি গুণধাম, হরি সংকীৰ্ত্তন তায় ।
 গঙ্গার দক্ষিণে, পুণ্য নিকেতনে, প্রকাশিত নদীয়ায় ॥
 তত্ত্ব বিশ্বসার, প্রমাণ ইহার, কহিলেন মহাদেবে ।
 চৈতন্ত করুণা, মোরে কি হবেনা, শ্রীজগজ্জীবনে ভাবে ॥

গৌরচন্দ্রস্য রূপবর্ণনং ।

কৈছন রূপ, অনুপ বর কাঞ্চন, মুচকি মুচকি মুখহাস ।
 দামেন দমক, চমক চিত চঞ্চল, তাঁহি মে করতঃ নিবাস ॥

মিশ্র পুরন্দর হৃষ্ট হৈয়া ।

সর্বদিকে সর্বজন, রূপ লাভ্য বর্ণন,

করিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া ॥

অলৌকিক কন্ম যত, দেখি হৈলা চমকিত,

আকাশেতে হরি সংকীর্তন ।

গ্রামবাসী যত লোক, খণ্ডিলেক দুঃখ শোক,

পরম বিস্ময় হৈল মন ॥

জনार्দন মিশ্রসুত, শ্রীজগজ্জীবন হত,

ভক্তিহীন—চৈতন্যের ঘেহো ।

চৈতন্য উদয়াবলী, শ্লোকার্থের ভাষাবলি,

রচি চিত্ত প্রবোধিল সেহো ॥

অতঃপরে জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় ।

স্বদেহ ত্যজিয়া পরম্পদ প্রাপ্ত হয় ॥

তান শ্রদ্ধ আদি ক্রিয়া গৌরঙ্গ সুন্দর ।

করিলেন যত্নক্রমে লোকে সুগোচর ॥

তৎপরে শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা অনুসারে ।

বঙ্গদেশে গেলা প্রভু প্রয়োজনাস্তরে ॥

গৌরঙ্গের ভাষ্যা নাম লক্ষ্মীঠাকুরাণী ।

বিরহে দেহ ত্যজিলা হৈয়া অভিমানী ॥

ঘরে আসি মহাপ্রভু নবদ্বীপ শলী !

তান শ্রদ্ধ আদি কৈলা মনে হর্ষ ভাষি ॥

তৎপর জননী আজ্ঞা বশীভূত হৈয়া ।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা কৈলা মঙ্গল করিয়া ॥

কিন্তু সর্বকাল প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ।
 হরিনাম সংকীৰ্ত্তন করেন বহু রঙ্গে ॥
 ইহাতে পাষণ্ড লোক সদা নিন্দা করে ।
 তাহা দেখি চিন্তা প্রভু পাইলা অন্তরে ॥
 উদ্বিগ্ন মানস প্রভু হৈলা পরিপূর্ণ ।
 জীব নিস্তারের হেতু মোর অবতীর্ণ ॥
 এক্ষণে দেখিয়ে তাহা বিপর্যায় হয় ।
 ইহা ঘুচাইব আমি মনে হেন লয় ॥
 উদ্ধব সদৃশ আমি সন্ন্যাস করিব ।
 ধরণীতে ছুঁই লোক কিছু না রাখিব ॥
 নিশ্চয় করিয়া মনে ভাবয়ে বিরলে ।
 কেশব ভারতী প্রাপ্ত হৈলা সেইকালে ॥
 রাত্রে চলি গেলা প্রভু ভারতীর স্থানে ।
 সন্ন্যাসী হইলা প্রভু জীব নিস্তারণে ॥
 শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে গৌর রায় ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে যাঞা রহিলা তথায় ॥
 নিত্যানন্দ শচীমাকে এথা আনাইলা ।
 দেখি মহাপ্রভু মনে বিষয় পাইলা ॥
 শচীদেবী রোদন করেন দুঃখমনা ॥
 মিষ্ট বাক্যে প্রভু তাকে করিলা সান্ত্বনা ।
 সে সময়ে শচীমাতা নিকটে বসাইয়া ।
 পুত্রেরে কহিলা বাক্য খেদাবিত হৈয়া ॥
 শুন বাছা নিমাই আমার প্রাণধন ।
 বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ মোর না রহে জীবন ॥

আর এক কথা কহি শুন বাছাধন ।
 তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন ॥
 তুমি মোর গর্ভে যবে বসতি করিলা ।
 আমাকে প্রতিজ্ঞা তেহো তখনে করাইলা ॥
 শুন বধু তোমা গর্ভে পুরুষ যে হবে ।
 তাকে পাঠাইয়া তুমি মোরে দেখাইবে ॥
 ইহা অঙ্গীকার করি আইলু নবদ্বীপে ।
 ইহা যদি পূর্ণ তুমি কর কোনরূপে ॥
 তবে সে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্টা না হইব আমি ।
 ইহ পারত্রিকে বাপ ত্রাণকারী তুমি ॥
 এই মাতৃ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য হরি ।
 অঙ্গীকার কৈলা বাক্য বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥
 গুপ্তভাবে উপক্রম যাইতে করিলা ।
 তাতে কত পণ্ডিত পামর নিস্তারিলা ॥
 আদ্যে বরগঙ্গা আসি দিলা দরশন ।
 প্রপিতামহের যেই পালিত শাসন ॥
 তাহে কোন লীলা প্রভু কৈলা প্রকটন ।
 তাহার বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ ॥
 শ্রীজগজ্জীবন দীন শ্রোতাগণ প্রতি ।
 কৃতাঞ্জলি করি কহে ঐ যে ভারতী ॥
 শুনি জনে অজ্ঞ জ্ঞানে তুচ্ছ না করিবা ।
 চৈতন্যের তত্ত্ব জ্ঞানে ইহ আদরিবা ॥
 আমি অজ্ঞ নির্জ্ঞ চৈতন্যে ভক্তিহীন ।
 সর্বদা শঠের ন্যায় অতি কুপ্রবীণ ॥

শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ মিশ্রের শ্লোকাবলী মুদ্রা।

পানে নাহি গেল মোর বৈষ্ণবিক ক্ষুধা ॥

চৈতন্য উদয়াবলী সমুদ্রের কণা।

না স্পর্শিল মরুপ্রায় শুক এ বাসনা ॥

চৈতন্য করুণা কণা আশা মনে ধরি।

রচিলাম ভাষার্থ আপন মনোহারি ॥

মহাপ্রভুর বর গঙ্গা গমন ।

প্রথমতঃ গৌর হরি,
বরগঙ্গা নাম পুরী,
আসিয়া করিলা ভূপ্রবেশ ।

প্রভু গৌরবর রায়, জানিলেন অভিপ্রায়,
প্রপিতামহের এই দেশ ॥

हरि हरि हरि बनि, आनन्देते बाह तुनि,
 ब्राह्मपथे प्रभु गमना ।

মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায়, চাঁদা লোকে হাল বায়,
 দেখিয়া বিশ্বয় হৈল মন ॥

প্রভু কহেন মৃদু ভাষে, চাষা সকলের পাশে,
 শুন শুন ওরে প্রাণ ভাই ।

গরু সবে ক্লেশ পায়, দেখি প্রাণ বাহিরায়,
দম্মা ধর্ম তোমা সবে নাই ॥

যদি থাকে মনে স্নেহ, গরু সবে ছাড়ি দেহ,
এই মাত্র আমি চাই ভিক্ষা।

তোনার হইবে পুণ্য, কৃষিতে যথেষ্ট ধান্য,
পাইবে সকলে হবে রক্ষা ॥

ইহা শুনি চাষাগণ, তুচ্ছ করি সর্বজন,
কহিলেন প্রভু সন্নিধান ।

আমার নিয়ম ভাই, ছুপ্রহর হাল বাই,
কে শুনিবে বাউল বিধান ॥

যদি হরি হরি রব, করে এই গরু সব,
তুমি যাহা কর উচ্চারণ ।

তবেত হালের গরু, মুই ছাড়ি দিতে পারু,
শিরে ধরি তুমার চরণ ॥

এই বাক্য শুনি প্রভু, আনন্দ পাইয়া তবু,
হরি বোল বলিয়া উঠিলা ।

এ সময়ে হরি বলি, আনন্দেত পুচ্ছ তুলি,
গরু সবে নাচিতে লাগিলা ॥

ইহা দেখি চাষা সবে, চমৎকার পাইয়া তবে,
গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ॥

মধুকর মিশ্রবংশে, অতিশয় প্রশংসে,
দ্রুতগতি দেখাইলা আনিয়া ॥

প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
বিস্ময় হইলা সর্বজন ।

দেখি প্রভু রূপগুণ, যত ব্যক্তি স্ননিপুণ,
বন্দিলেন প্রভুর চরণ ॥

আদর করিয়া পরে, মধুকর মিশ্রঘরে,
লৈয়া গেলা প্রভুকে সকলে ।

তাহা একদিন থাকি, সকলেরে করি স্মৃতি,
পশ্চাৎ আসিয়া বৃক্ষমূলে ॥

।।।।। সঙ্গিনী ৩য় ব, ৭ম সংখ্যা ।

পিতৃ জন্মস্থলে শেষে, গুপ্ত বৃন্দাবন দেশে,
গৌর হরি প্রয়াণ করিলা ।

উপেন্দ্র মিশ্রের ভাষ্যা, বৃদ্ধা ধর্মপরা আৰ্য্যা,
সর্বদা চিন্তয়ে মনে মনে ॥

কতদিনে নাতি মোর, আসিবে আপন ঘর,
দেখি জুড়াইবে মন প্রাণে ॥

বৃদ্ধার চরণ তলে, শ্রীজগজ্জীবন বলে,
করপুটে করিয়া বিনয় ।

চিন্তা চিন্তামণি হরি, অবশ্য করুণা করি,
দেখা দিবে হইয়া সদয় ॥

তদন্তর তথা হৈতে শ্রীশচী নন্দন ।

উপেন্দ্র মিশ্রের পুরে দিলা দরশন ॥

হরি হরি শব্দ মুখে করি উচ্চারণ ।

করিতে লাগিলা ইতস্ততঃ পর্য্যটন ॥

দণ্ডীরূপে প্রভুকে দেখিয়া অকস্মাৎ ।

সুশীলা আসিলা দ্রুত প্রভুর সাক্ষাৎ ॥

মিশ্র পরমানন্দের পত্নী তিনি হন ।

প্রভুর পিতৃব্য পত্নী শাশুড়ীকে কন ॥

শীঘ্র আসি ঠাকুরাণী দেখহ আশ্চর্য্য ।

ভিক্ষার্থে আসিল এক দণ্ডী ধীরবর্য্য ॥

অল্প বয়স তার গৌর বর্ণ তনু ।

নখ মধ্যে খেলে কত কোটি কোটি ভানু ॥

যে দেখেছে নেত্র-কোণে বারেক উহারে ।

আজন্ম জাগিবে তার চিত্তের মাঝারে ॥

যদি বিধি, এই নিধি, দিত মোর ঘরে গো ।
 পুত্র সম, করি মম, পালিতু তাহারে গো ॥
 বাল্যকালে, ষোণী হৈলে, কিশোর অভাবে গো ।
 আহা মরি, দণ্ড ধরি, ইথে কি সম্ভবে গো ॥
 পিতা মাতা, স্নহৎ ভ্রাতা, যদি কেহ ছিল গো ।
 এরে ছাড়ি, ঝুরি ঝুরি, তখনে মরিল গো ॥
 ইহা শুনি, ঠাকুরাণী, আসিয়া বাহিরে গো ।
 দেখি রূপ, অপরূপ, মানিলা অন্তরে গো ॥
 ঈশ্বরের, অবতার, এ বুঝি আসিলা গো ।
 গদ গদ, চিত্রপদ, বহু স্তব কৈল গো ॥
 কুশাসন, সমর্পণ, করি হরি কাছে গো ।
 হল হল, নেত্রে জল, হইলা তখনে গো ॥
 ঠাকুরাণী, বাক্য শুনি, জগৎ-জীবন গো ।
 মোর মন, ছুঃখ কেন, বলা নাহি যায় গো ॥



নম নররূপ হরি, তোমাকে প্রণাম করি,
 রক্তপদ্ম দলকাস্তি নেত্র ।
 সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, স্তবর্ণের বর্ণ সেহ,
 বিষ্ণু মূর্তি আসিয়াছ অত্র ॥
 নমস্তে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বাঙ্জিতার্থ প্রদইষ্ট,
 নারায়ণ স্বরূপ আপনে ।
 মোর বাঙ্জা কর পূর্ণ, নাতিকে আনিয়া তুর্ণ,
 দেখাও বাসনা এই মনে ॥

পিতামহী আকিঞ্চন, শুনি শ্রীশচীনন্দন,
 কৃপা করি কৃপার নিলয় ।

শুন আর্যো তুমা কহি, আমি তোমার নাতি হই,
এইরূপ দিলা পরিচয় ॥

শোভা কহে মৃদুস্বরে, ভাষিয়ে আনন্দনীরে,
আজি হৈল জনম সফল ।

তুমি প্রভু সর্বাধার, তুমি পুত্র পোত্র কার,
আমি কহি ব্রাহ্ম এ সকল ॥

এত শুনি গৌরশর্মা, আর্ষ্যাকে কহিলা হাসি,
আপনে যে বলিলা বচন ।

এই বাক্য পঞ্চামৃত, পান করি মোর চিত,
শীতল হইল প্রাণ মন ॥

শ্রীকৃষ্ণেতে নিষ্ঠাভাব, তোমার হইয়াছে লাভ,
সর্বোত্তম আশ্চর্য্য মহিমা ।

যোগ শাস্ত্র আদি যত, তুমি সব অবগত,
ভক্তি তব্ব তোমাতেই সীমা ॥

করি এই বাক্য স্মৃতি, হয়ে প্রভু কৃষ্ণ মূর্তি,
শোভার সাক্ষাতে দাঁড়াইলা ।

নবীন জলদ শ্রাম, লাবণ্যেতে কোটী কাম,
মাধুর্য্যকে তুচ্ছাবিত কৈলা ॥

শ্রীমুখে সুন্দর বংশী, অধরের সুধা শংসী,
সুন্দর মধুর ধ্বনী তায় ।

সে শব্দ শুনিয়া কানে, কুল-গৌরবিনীগণে,
কুল-লজ্জা দূরে চলি যায় ॥

ময়ূর পুচ্ছের চাক, বসাইয়া থাক থাক,
কেশ মধ্যে স্ত্রশ্রেণী বন্ধন ।

নবীন জলদমাঝে, যেমন আশ্চর্য্য সাজে,
ইন্দ্র ধনু শ্রেণী বিনিন্দন ॥

বন্ধিম নয়ন-বাণ, হেরি যুবতীর প্রাণ,
স্থিরভাব ধরিবারে নাৱে ।

দৃগঞ্চল পাতি তায়, গণ্ডের উপরে ভায়,
দেখি ধৈর্য্য্য বলি কেহ ধরে ॥

অধর পল্লব তুল, লোহিত বন্ধুক ফুল,
তাহাতে মধুহাসি শোভা ।

দেখি অধরের ছাঁদ, অর্দ্ধ বস্ত্র হয় ধান্দ,
গোপীমুখ চুষনের শোভা ॥

মণি মকর কুন্তল, জ্যোতি দীপ্ত গণ্ডস্থল,
দর্পণে বিদ্যৎ সম ভায় ।

কর পদ বন্ধস্থলে, কোন্তভাদি মণি ছলে,
কিরণে তমিশ্র দূরে যায় ॥

হস্ত দেখি হয় ভ্রম, কন্দর্পের শ্রব সম,
সাধ্বী ধর্ম্ম স্মৃতাছতি দানে ।

স্পর্শমাত্র করে যারে, সে কি রহিবারে পারে,
পূর্ণাছতি দিতে চায় প্রাণে ॥

কিবা দয়াল অবতার, জগতে কি আছে আর,
সর্ব্বত্রোতে সদয় হৃদয় ।

তবে কেন মুই দীনে, কর প্রভু বন্ধনে,
জগৎ জীবনে এই কয় ॥

দেখি এই রূপদ্বয় শোভা ভগবতি ।
 বিস্ময় হইয়া রন শ্রীচৈতন্য প্রতি ॥
 প্রভু দরশনে মনে ভ্রান্তি দূর হৈলা ।
 অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কৃতার্থ মানিলা ॥
 পুনকে পূর্ণিত হৈলা সাত্বিকী ভাবে ।
 চক্ষু জলধার আর অধৈর্য্য স্বভাবে ॥
 তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে প্রবোধ করিলা ।
 গোপন করিতে রূপ, এবাক্য বলিলা ॥
 তোমাকে যে দেখাইহ মোর নিজরূপে ।
 ইহা নাহি প্রকাশিবা তুমি কোন রূপে ॥
 সৰ্ব্বযুগ অবতারী দেখি নিজ ঘরে ।
 শোভা পুনর্নতি স্তুতি করিলা বিস্তরে ॥
 কারে প্রচারিব আমি প্রভু তব লীলা ।
 যাহা দেখি নেত্র মন সব জুড়াইলা ॥
 কিন্তু এক নিবেদন করো অবধান ।
 তব পিতামহে যেই করিলা বিধান ॥
 পূৰ্ব্ব স্থান ছাড়ি এই গুপ্ত বৃন্দাবনে ।
 তপস্তা করিলা আসি থাকিয়া নিৰ্জ্জনে ॥
 বৃত্তি হীন হৈয়া পঞ্চ পুত্র সহকারে ।
 সমাধি পাইলা তিনি দেহত্যাগ করে ॥
 ভাল যেই দুই পুত্র ছিল বর্তমান ।
 অদ্য ভাল যেই সব আছয়ে সন্তান ॥
 বৃত্তি হীন হৈয়া তারা করিবে কিমতে ।
 তাহার উপায় প্রভু করহ আপনে ॥

তুমি প্রভু সর্বাধার কে তুমার ভিন্ন ।
 ইহা শুনি তুষ্ট হইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
 বৃদ্ধা সম্বোধিয়া প্রভু বলিলা বচন ।
 অবশ্য পালিব আমি তব পৌত্রগণ ॥
 সন্তানানুক্রমে ইহা থাকিয়া পালিব ।
 তদর্থে ভাবনা দেবি তুমি নাই ভাব ॥
 ইহা শুনি আনন্দে ভাসিলা ভগবতি ।
 হর্ষে পরিপূর্ণ মন হইলা সম্প্রতি ॥
 বর দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কুপালয় ।
 গৃহেতে রহিলা প্রভু হইয়া সদয় ॥
 কৈলাশ দেখিতে প্রভু একদিন গেলা ।
 অমৃত কুণ্ডেতে স্নান তখনে করিলা ॥
 বৃদ্ধ গোপেশ্বর দেখি হইলা আবেশ ।
 পিতামহ পুরে পাছে করিলা প্রবেশ ॥
 মিশ্র পরমানন্দের ভার্য্যা যে সুশীলা ।
 ভক্তি যুক্ত হৈয়া বহু সেবা আরম্ভিলা ॥
 নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদি ।
 প্রস্তুত করিলা দ্রব্য শাক শূপ আদি ॥
 ভিক্ষা করাইলা যত্নে মাতৃতুল্য ভাবে ।
 মনের বাসনা কিছু না রহিল তবে ॥
 পূর্বকৃত বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকার ।
 তোমিলেন পিতামহী পিতৃব্য পত্নী আর ।
 বাঞ্ছা পূর্ণ করি প্রভু স্বয়ং ভগবান ।
 দুই মূর্তি হৈয়া এথা কৈলা অবস্থান ॥

অদ্যাপিহ স্বগোত্রেণে পার্লিতে আছয় ।
 নানা স্থানে নানা লীলা করি সর্বময় ॥
 গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে ।
 গুপ্ত পার্শ্বদের যুক্ত হইয়া গোপনে ॥
 অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম ।
 নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম ॥
 এই গুপ্ত দীলা সদা করে গৌর রায় ।
 কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥
 এই শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরিত্র বর্ণন ।
 পরম অদ্ভুত এই ভুবন পাবন ॥
 শ্রদ্ধা করি যেই নর শুনে কর্ণ ভরি ।
 অবশ্য তাহারে কৃপা করে গৌরহরি ॥
 আমি অতি অজ্ঞ শাস্ত্রে নিপুণতা নাই ।
 জিহবার লালসে চৈতন্যের গুণ গাই ॥
 ন্যূনাধিক্য ব্যত্যয়ার্থ হইবারে পারে ।
 শোধিবেন সাধুগণ কৃপা করি মোরে ॥
 প্রভু কৃপা অমৃতের আশা মনে ধরি ।
 পূর্ণ কৈনু মনঃ সন্তোষণী ব্যাখ্যা করি ॥
 যে কেহ প্রভুর দাস তার অনুদাস ।
 তাহার দাসের সঙ্গে যার হয় বাস ॥
 তার সঙ্গে হোক মোর সতত নিবাস ।
 শ্রীজগ জীবন মনে এই অভিলাষ ॥
 ইতি মনঃসন্তোষণী ভাষায়াং তৃতীয়স্ সর্গঃ ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিত

শ্রীষোড়শ গ্রন্থ

মূল ।

সূচীপত্রং ।

১ ।	যমুনাষ্টক স্তোত্রম্	...	১ পৃষ্ঠা ।
২ ।	বালবোধঃ	...	২ ”
৩ ।	সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী	...	৪ ”
৪ ।	পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদাভেদঃ	...	৬ ”
৫ ।	সিদ্ধান্ত রহস্যম্	...	৯ ”
৬ ।	নবরত্ন স্তোত্রং	...	৯ ”
৭ ।	অন্তঃকরণ প্রবোধঃ	...	১০ ”
৮ ।	বিবেক ধৈর্য্যাশ্রয়	...	১১ ”
৯ ।	কৃষ্ণাশ্রয়	...	১৩ ”
১০ ।	চতুঃশ্লোকী	...	১৪ ”
১১ ।	ভক্তিবর্দ্ধিনী	...	১৪ ”
১২ ।	জলভেদঃ	...	১৬ ”
১৩ ।	পঞ্চপদ্যানি	...	১৭ ”
১৪ ।	সন্ন্যাস নির্ণয়ঃ	...	১৮ ”
১৫ ।	নিরোধ লক্ষণম্	...	২০ ”
১৬ ।	সেবা ফলম্	...	২২ ”

শ্রীষোড়শ-গ্রন্থ ।

যমুনাষ্টকম্ ।

নমামি যমুনামহং সকলসিদ্ধিহেতুং মুদা
মুরারি পদপঙ্কজ ক্ষুরদমন্দরেণুংকটাম্ ।
তটস্থ নবকানন-প্রকটমোদ পুষ্পাস্থনা
সুরাসুর অপূজিত অরপিতুঃ প্রিয়ং বিব্রতীম্ ॥ ১ ॥
কালিন্দগিরিমস্তকে পতদমন্দপূরোজ্জ্বলা
বিলাসগমনোল্লসৎপ্রকট গণ্ডশৈলোল্লতা ।
সঘোষগতিদম্বরা সমধিক্রুত দোলোত্তমা
মুকুন্দরতিবর্দ্ধিনী জয়তি পদ্মবন্ধোঃ সূতা ॥ ২ ॥
ভুবং ভুবনপাবনীমধিগতা মনেকস্বনৈঃ,
প্রিয়াভি রিব সেবিতাং শুকময়ূরহংসাদিভিঃ ।
তরঙ্গ ভুজকঙ্কণ প্রকট মুক্তিকা বালুকা
নিতম্বতটসুন্দরীং নমত কৃষ্ণতুর্য্যপ্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥
অনন্তগুণভূষিতে শিববিরঞ্চিদেবস্তুতে
ঘনাঘননিতে সদাক্রবপরাশরাভীষ্টদে ।
বিশুদ্ধ মথুরাতটে সকল গোপগোপীবৃতে
রূপাজলধি সংশ্রিতে মম মনঃ স্নখং ভাবয় ॥ ৪ ॥
যয়া চরণপদ্মজা মুররিপোঃ প্রিয়ং ভাবুকা
সমাগমনতোহভবৎ সকল সিদ্ধিদা সেবতাং

তয়া সদৃশতামিষাং কমলজা সপত্নীব যৎ
 হরিপ্রিয়কলিন্দয়া মনসি মে সদা স্থীয়তাং ॥ ৬ ॥
 নমস্ত যমুনে সদা তব চরিত্র মত্যাভুতং
 নজাতু যমযাতনা ভবতি তে পয়ঃ পানতঃ ।
 যমোপি ভগিনীসুতান্ কথমুহন্তি হৃষ্টানপি
 প্রিয়ো ভবতি সেবনাতব হরে যথা গোপিকাঃ ॥ ৭ ॥
 মমাস্ত তব সন্নিধৌ নমুনবত্মমেতাবতা
 ন ছল্ভতমা রতি মুররিপৌ মুকুন্দপ্রিয়ে ।
 অতোস্ত তব ললনা সুরধুনী পরং সঙ্গমা-
 ত্তবৈব ভুবি কীর্তিতা ন তু কদাপি পুষ্টিস্থিতৈঃ ॥ ৮ ॥
 স্তুতিং তব করোতি কঃ কমলজা সপত্নি প্রিয়ে
 হরে যদনুসেবয়া ভবতি সৌখ্য মামোক্ষতঃ ।
 ইয়ং তব কথাধিকা সকল গোপিকা সঙ্গম
 সুরশ্রম জলাগুভিঃ সকল গাত্রজৈঃ সঙ্গমঃ ॥ ৯ ॥
 তবাষ্টকমিদং মুদা পঠতি সুরসূতে সদা
 সমস্ত ছরিতক্ষয়ো ভবতি বৈ মুকুন্দে রতিঃ ।
 তয়া সকল সিদ্ধয়ো মুররিপুশ্চ সন্তুষ্যতি
 স্বভাববিজয়ো ভবেদ্বদতি বল্লভঃ শ্রীহরেঃ ॥ ১০ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীযমুনাষ্টকস্তোত্রং ।

বালবোধঃ ।

নহা হরিং সদানন্দং সৰ্ব্বসিদ্ধান্তবিগ্রহং ।
 বাল প্রবোধনার্থায় বদামি সুবিনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষার্থা শ্চত্বারোর্থানীষিণাম্ ।
 জীবেশ্বর বিচারেণ দ্বিধা তে হি বিচারিতাঃ ॥ ২ ॥
 অলৌকিকাস্ত বেদোক্তাঃ সাধ্যসাধন সংযুতা ।
 লৌকিকা ঋষিভিঃ প্রোক্তা স্তথৈবেশ্বর শিক্ষয়া ॥ ৩ ॥
 লৌকিকাংস্ত প্রবক্ষ্যামি বেদাদাদ্যায়তঃ স্থিতাঃ ।
 ধর্মশাস্ত্রাণি নীতিশ্চ কামশাস্ত্রাণি চ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
 ত্রিবিধসাধকানীতি ন তন্নির্ণয় উচ্যতে ।
 মোক্ষে চত্বারি শাস্ত্রাণি লৌকিকে পরতঃ স্বতঃ ॥ ৫ ॥
 দ্বিধা হে হে স্বতস্তত্র সাংখ্যযোগৌ প্রকীর্তিতৌ ।
 ত্যাগাত্যাগ বিভাগেন সাংখ্যে ত্যাগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬ ॥
 অহংতা মমতা নাশে সর্বথা নিরহঙ্কৃতৌ ।
 স্বরূপস্থো যদা জীবঃ কৃতার্থঃ স নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥
 তদর্থং প্রক্রিয়া কাচিৎ পুরাণেহপি নিরূপিতা ।
 ঋষিভির্বহুধা প্রোক্তা ফলমেকমবাহতঃ ॥ ৮ ॥
 অত্যাগে যোগমার্গো হি ত্যাগোপি মনসৈব হি ।
 যমাদয়স্ত কৰ্ত্তব্যাঃ সিদ্ধে যোগে কৃতার্থতা ॥ ৯ ॥
 পরাশ্রয়েণ মোক্ষস্ত দ্বিধাসোপি নিরূপ্যতে ।
 ব্রহ্মা ব্রাহ্মণতাং যাত স্তদ্রূপেণ চ সেব্যতে ॥ ১০ ॥
 তে সর্বার্থা ন চাদ্যেন শাস্ত্রং কিঞ্চিদ্দীপিতং ।
 অতঃ শিবশ্চ বিষ্ণুশ্চ জগতো হিতকারকৌ ॥ ১১ ॥
 বস্তুনঃ স্থিতিসংহারৌ কার্যৌ শাস্ত্রপ্রবর্তকৌ ।
 ব্রহ্মৈব তাদৃশং যস্মাৎ সর্বান্নকতয়োদিতৌ ॥ ১২ ॥
 নির্দোষ পূর্ণগুণতা তত্তচ্ছাত্রে তয়োঃ কৃতা ।
 ভোগমোক্ষফলে দাতুং শক্তৌ হাবপি যদ্যপি ॥ ১৩ ॥

ভোগঃ শিবেন মোক্ষস্ত বিষ্ণুনেতি বিনিশ্চয়ঃ ।
 লোকেপি যৎ প্রভুভূক্তে তন্ন যচ্ছতি কহিচিৎ ।
 অতিপ্রিয়ায় তদপি দীয়তে কচিদেব হি ॥ ১৪ ॥
 নিয়তার্থ প্রদানেন তদীয়ত্বং তদাশ্রয়ঃ ।
 প্রত্যেকং সাধনং চৈতৎ দ্বিতীয়ার্থে মহান্ শ্রমঃ ॥ ১৫ ॥
 জীবাঃ স্বভাবতো দুষ্টা দোষাভাবায় সৰ্বদা ।
 শ্রবণাদি ততঃ প্রেমা সৰ্বং কাৰ্য্যং হি সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥
 মোক্ষস্ত সুলভো বিষ্ণোৰ্ভোগশ্চ শিবত স্তথা ।
 সমর্পণেনাশ্রনো হি তদীয়ত্বং ভবেদ্বিবং ॥ ১৭ ॥
 অতদীয়তয়া চাপি কেবল শ্চেৎসমাশ্রিতঃ ।
 তদাশ্রয়তদীয়ত্ব বুদ্ধৌ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥ ১৮ ॥
 স্বধর্মমতুতিষ্ঠন্ বৈ ভারাদ্ বৈশুণ্যমশ্রুতা ।
 ইত্যেবং কথিতং সৰ্বং নৈতজ্জ্ঞানে ভ্রমঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতো বালবোধঃ সম্পূর্ণঃ ।

সিদ্ধান্তযুক্তাবলী ।

নত্বা হরিং প্রবক্ষ্যামি স্বসিদ্ধান্ত বিনিশ্চয়ং ।
 কৃষ্ণসেবা যদা কার্য্যা মানসো সা পরামতা ॥ ১ ॥
 চেতন্তৎপ্রবণং সেবা তৎসিদ্ধৌ তদুচিতজা ।
 ততঃ সংসার দুঃখস্ত নিবৃতিব্রহ্মবোধনং ॥ ২ ॥
 পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণোহি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ ।
 দ্বিরূপং তদ্ধি সৰ্বং শ্রাদেকং তস্মাদ্ভিলক্ষণং ॥ ৩ ॥

অপরং তত্র পূৰ্ব্বস্মিন্ বাদিনো বহুধা জগুঃ ।

মায়িকং সগুণং কাৰ্য্যং স্বতন্ত্রং চেতি নৈকধা ॥ ৪ ॥

তদেবৈতৎ প্রকাৰেণ ভবতীতি ক্রতেশ্বতং ।

দ্বিরূপং চাপি গঙ্গাবজ্ জ্ঞেয়ং সা জলরূপিণী ॥ ৫ ॥

মাহাত্ম্যাসংযুতা নুণাং সেবতাং ভক্তিমুক্তিদা ।

মৰ্যাদামার্গবিধিনা তথা ব্রহ্মাপি বুধ্যতাং ॥ ৬ ॥

তত্রৈব দেবতামূৰ্ত্তি ভক্ত্যা যা দৃশ্যতে কচিৎ ।

গঙ্গায়াং চ বিশেষেণ প্রবাহাতেদবুদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষা সা ন সৰ্ব্বেষাং প্রাকাম্যং স্মাতৃয়া জলে ।

বিহিতাচ্চ ফলাভ্যুদ্বি প্রতীত্যাপি বিশিষ্যতে ॥ ৮ ॥

যথা জলং তথা সৰ্ব্বং যথা শক্তা তথা বৃহৎ ।

যথা দেবো তথা কৃষ্ণ স্তত্রাপ্যোতদিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥

জগত্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্ততঃ ।

দেবতারূপবৎপ্রোক্তা ব্রহ্মণীথং হরির্মতঃ ॥ ১০ ॥

কামচারস্ত লোকেস্মিন্ ব্রহ্মাদিত্যো ন চান্তথা ।

পরমানন্দরূপেতু কৃষ্ণে স্বাত্মনি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥

অতস্ত ব্রহ্মবাদেন কৃষ্ণে বুদ্ধি বিধীয়তাং ।

আত্মনি ব্রহ্মরূপেতু ছিদ্রা ব্যোমীব চেতনাঃ ॥ ১২ ॥

উপাধিনাশেবিজ্ঞানে ব্রহ্মাত্মত্বাববোধেনে ।

গঙ্গাতীরস্থিতো যদ্বদেবতাং তত্র পশ্যতি ॥ ১৩ ॥

তথা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম স্বস্মিন্ জ্ঞানী প্রপশ্যতি ।

সংসারী যস্ত ভজতে স দূরস্তো যথা তথা ॥ ১৪ ॥

অপেক্ষিতজলাদীনাংভাবাত্তত্র দুঃখতাক্ ।

তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণমার্গস্তো বিমুক্তঃ সৰ্বলোকিতঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মানন্দ সমুদ্রস্থং কৃষ্ণমেব বিচিস্তয়েৎ ।
 লোকার্থো চেদ্বজ্ঞেৎকৃষ্ণং ক্লিষ্টো ভবতি সৰ্ব্বথা ॥ ১৬ ॥
 ক্লিষ্টোপি চেদ্বজ্ঞেৎ কৃষ্ণং লোকো নশ্চতি সৰ্ব্বথা ।
 জ্ঞানাভাবে পুষ্টিমার্গী তিষ্ঠেৎপূজোৎসবাদিষু ॥ ১৭ ॥
 মর্যাদাস্বস্ত গঙ্গায়াং শ্রীভগবততৎপরঃ ।
 অনুগ্রহঃ পুষ্টিমার্গে নিয়ামক ইতি স্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥
 উভয়োস্ত ক্রমেণৈব পূৰ্ব্বোক্তেব ফলিষ্যতি ।
 জ্ঞানাধিকো ভক্তিমার্গ এবং তস্মান্নিরূপিতঃ ॥ ১৯ ॥
 ভক্ত্যাভাবেতু তীরস্থো যথা ছুট্টৈঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।
 অন্নথাভাবমাপন্ন স্তস্মাৎস্থানান্ন নশ্চতি ॥ ২০ ॥
 এবং স্বশাস্ত্রসৰ্ব্বস্বং ময়াগুপ্তং নিরূপিতং ।
 এতদ্বৃদ্ধা বিমুচ্যেত পুরুষঃ সৰ্ব্বসংশয়াৎ ॥ ২১ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদাভেদঃ ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদা বিশেষেণ পৃথক্ পৃথক্ ।
 জীবদেহ ক্রিয়াভেদৈঃ প্রবাহেণ ফলেন চ ॥ ১ ॥
 বক্ষ্যামি সৰ্ব্বসন্দেহা ন ভবিষ্যন্তি যচ্ছ্রুতেঃ ।
 ভক্তিমার্গশ্চ কথনাৎ পুষ্টি রস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥
 দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুক্তেঃ প্রবাহোপি ব্যবস্থিতঃ ।
 বেদশ্চ বিদ্যমানত্বাৎ মর্যাদাপি ব্যবস্থিতা ॥ ৩ ॥
 কশ্চিদেব হি ভক্তো হি যো মদন্ত ইতীরণাৎ ।
 সৰ্ব্বত্রোৎকর্ষকথনাৎ পুষ্টিরস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

ন সৰ্বোতঃ প্রবাহাদ্ভি ভিন্নো বেদাচ্চভেদতঃ ।
 যদা যশ্চেতি বচনান্নাহং বেদৈরিতীরণাৎ ॥ ৯ ॥
 মার্গৈকত্বেনপি চেদন্ত্যো তন্ম ভক্ত্যাগমৌ মতৌ ।
 ন তদযুক্তং স্ফুটতো হি ভিন্নো যুক্ত্যা হি বৈদিকঃ ॥ ১০ ॥
 জীবদেহকৃতীনাঞ্চ ভিন্নত্বং নিত্যতা শ্রুতেঃ ।
 যথা তদ্বৎ পুষ্টিমার্গে দ্বয়োৱপি নিষেধতঃ ॥ ১১ ॥
 প্রমাণভেদাদ্ভিন্নো হি পুষ্টি মৰ্গো নিরূপিতঃ ।
 সৰ্গভেদং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপাঙ্গক্রিয়াযুতং ॥ ১২ ॥
 ইচ্ছামাত্রেন মনসা প্রবাহং সৃষ্টবান্ হরিঃ ।
 বচসা বেদমার্গং হি পুষ্টিং কাসেন নিশ্চয়ঃ ॥ ১৩ ॥
 মূলেচ্ছাতং ফলং লোকে বেদোক্তং বৈদিকেপি চ ।
 কাসেন তু ফলং পুষ্ঠৌ ভিন্নেচ্ছাতোপি নৈকতা ॥ ১৪ ॥
 তানহং বিধতো বাক্যাদ্ভিন্না জীবাঃ প্রবাহিণঃ ।
 অতএবেতরৌ ভিন্নৌ সান্তৌ মোক্ষ প্রবেশতঃ ॥ ১৫ ॥
 তস্মাজ্জীবাঃ পুষ্টিমার্গে ভিন্না এব ন সংশয়ঃ ।
 ভগবদুপসেবার্থং তৎ সৃষ্টির্নাস্তথা ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
 স্বরূপেণাবতারেন লিঙ্গেন চ গুণেন চ ।
 তারতম্যং ন স্বরূপে দেহে বা তৎক্রিয়াসু বা ॥ ১৭ ॥
 তথাপি যাবতা কার্য্যং তাবত্তস্ত কৰোতি হি ।
 তে হি বিধা শুদ্ধমিশ্রভেদান্নিশ্রাদ্ধিধা পুনঃ ॥ ১৮ ॥
 প্রবাহাদি বিভেদেন ভগবৎকার্য্য সিদ্ধয়ে ।
 পুষ্ঠ্যা বিমিশ্রাঃ সৰ্বজ্ঞাঃ প্রবাহেন ক্রিয়ারতাঃ ॥ ১৯ ॥
 মৰ্যাদয়া গুণজ্ঞাস্তে শুদ্ধাঃ প্রেয়াতি হ্রলভাঃ ।
 এবং সৰ্গস্ত তেষাং হি ফলং স্বত্র নিরূপ্যতে ॥ ২০ ॥

ଭଗବାନେବ ହି ଫଳଂ ସ ଯଥାବିର୍ଭବେଦ୍ଭୁବି ।
 ଶୁଦ୍ଧସ୍ବରୂପତେନେନ ତଥା ତେଷାଂ ଫଳଂ ଭବେଂ ॥ ୧୭ ॥
 ଆସକ୍ତୋ ଭଗବାନେବ ଶାପଂ ଦାପୟତି କ୍ବଚିଂ ।
 ଅହଙ୍କାରେଥବା ଲୋକେ ତନ୍ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନାୟ ହି ॥ ୧୮ ॥
 ନ ତେ ପାଞ୍ଚଂଶତାଂ ସାନ୍ତି ନ ଚ ରୋଗହ୍ୟପଦ୍ରବାଃ ।
 ମହାନୁଭାବାଃ ପ୍ରାୟେଂ ଶାନ୍ତଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ବ ହେତବେ ॥ ୧୯ ॥
 ଭଗବନ୍ତାରତମ୍ୟେନ ତାରତମ୍ୟଂ ଭଜନ୍ତି ହି ।
 ବୈଦିକତ୍ବଂ ଲୋକିକତ୍ବଂ କାପଟ୍ୟାନ୍ତେଷୁ ନାନ୍ତୁଥା ॥ ୨୦ ॥
 ବୈଷ୍ଣବତ୍ବଂ ହି ସହଜଂ ତତୋଗ୍ରତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟଃ ।
 ସଂସ୍କ୍ରିନ୍ନସ୍ତ ସେ ଜୀବାଃ ପ୍ରବାହସ୍ଥା ସ୍ତଥାପରେ ॥ ୨୧ ॥
 ଚର୍ଷଣୀଶବ୍ଦବାଚ୍ୟା ଶ୍ଚେ ତେ ସର୍ବେ ସର୍ବବଦ୍ଭୁବଃ ।
 କ୍ଷଣାଂ ସର୍ବତ୍ବମାୟାନ୍ତି କ୍ବଚିନ୍ତେଷାଂ ନ କୁତ୍ରଚିଂ ॥ ୨୨ ॥
 ତେଷାଂ କ୍ରିୟାନୁସାରେଂ ସର୍ବତ୍ର ସକଳଂ ଫଳମ୍ ।
 ପ୍ରବାହସ୍ଥାନୁ ପ୍ରବନ୍ଧ୍ୟାମି ସ୍ବରୂପାଂଶୁ କ୍ରିୟାୟୁତାନୁ ॥ ୨୩ ॥
 ଜୀବାନ୍ତେ ହାସ୍ତରାଃ ସର୍ବେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ ଚେତି ବର୍ଣ୍ଣିତାଃ ।
 ତେ ଚ ଦ୍ବିଧା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତେ ହଞ୍ଜହଞ୍ଜ ବିଭେଦତଃ ॥ ୨୪ ॥
 ହଞ୍ଜାନ୍ତେ ଭଗବଂପ୍ରୋକ୍ତା ହଞ୍ଜାନ୍ତେନନ୍ତରେ ପୁନଃ ।
 ପ୍ରବାହେପି ସମାଗତ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିସ୍ତୁ ଶ୍ଚେ ନ ଯୁଜ୍ୟାତେ ॥ ୨୫ ॥
 ସୋପିତୈସ୍ତଂକୁଳେ ଜାତଃ କର୍ମଣା ଜାୟତେ ସତଃ ॥ ୨୬ ॥
 ଇତି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟା ବିରଚିତଃ ପୁଞ୍ଜିପ୍ରବାହମର୍ଥାଦା-

ଭେଦଃ ସମାପ୍ତଃ ।

সিদ্ধান্তরহস্যং ।

শ্রাবণশ্রামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি ।
 সাক্ষাদ্ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
 ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাং সৰ্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ ।
 সৰ্ব্বদোষ নিবৃত্তি ই দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
 সহজা দেশকালোথা লোক-বেদ-নিরূপিতাঃ ।
 সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৩ ॥
 অত্থথা সৰ্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ।
 অসমর্পিত বস্তুনাং তস্মাদ্বর্জন মাচরেৎ ॥ ৪ ॥
 নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সৰ্বং কুর্যাদিতি স্থিতিঃ ।
 ন মতং দেবদেবস্ত সান্নিভুক্ত সমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
 তস্মাদাদৌ সৰ্ব্বকার্যো সৰ্ব্ববস্তু সমর্পণম্ ।
 দত্তাপহার বচনং তথা চ স কলং হরেৎ ॥ ৬ ॥
 ন গ্রাহমিতি বাক্যং হি ভিন্ন মার্গপরং মতম্ ।
 সেবকানাং যথা লোকো ক্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৭ ॥
 তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সৰ্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ ।
 গঙ্গাত্বং সৰ্ব্বদোষাণাং গুণদোষাদি বর্ণনা ॥ ৮ ॥
 গঙ্গাত্বেন নিরূপ্যা শ্রাত্তদ্ধদত্রাপি চৈবহি ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্যং সমাপ্তম্ ।

নবরত্ন শ্লোত্রং ।

চিন্তাকাপি ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মাভঃ কদাপীতি ।
 ভগবানপি পুষ্টিস্থো ন করিষ্যতি লৌকিকীং চ গতিম্ ॥ ১ ॥
 ।।।।।। সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ।

নিবেদনং তু স্বৰ্ভব্যং সৰ্ব্বথা তাদৃশৈৰ্জনৈঃ ।

সৰ্ব্বৈধ্বরশ্চ সৰ্ব্বায়া নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি ॥ ২ ॥

সৰ্ব্বৈষাং প্রভু সম্বন্ধো ন প্রত্যেকমিতি স্থিতিঃ ।

অতোহু বিনিয়োগেপি চিন্তা কা স্বস্ত সোপিচেৎ ॥ ৩ ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ কৃতমাত্মনিবেদনং ।

যৈঃ কৃষ্ণ সাংকৃত প্রাণৈস্তেষাং কা পরিবেদনা ॥ ৪ ॥

তথা নিবেদনে চিন্তা ত্যাজ্যা শ্রীপুরুষোত্তমে ।

বিনিয়োগেপি সা ত্যাজ্যা সমর্থো হি হরিঃ স্বতঃ ॥ ৫ ॥

লোকে স্বাস্থ্যং তথা বেদে হরিস্ত ন করিষ্যতি ।

পুষ্টিমার্গ স্থিতো যস্মাৎ সাক্ষিণো ভবতাহখিলাঃ ॥ ৬ ॥

সেবাকৃতিগুরো রাজ্ঞাহ্বাদনং বা হরীচ্ছয়া ।

অতঃ সেবাপরং চিত্তং বিধায় স্থীয়তাং সুখং ॥ ৭ ॥

চিত্তোদ্বেষণং বিধায়াপি হরি যৎ যৎ করিষ্যতি ।

তথৈব তস্ত লীলেতি মত্বা চিন্তাং দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ সৰ্ব্বায়া নিত্যং শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম ।

বরন্তিরেবং সততং হেয়মিত্যেব মে মতিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নবরত্নস্তোত্রং সমাপ্তং ।

অন্তঃকরণপ্রবোধঃ ।

অন্তঃকরণ মদ্বাক্যং সাবধানতয়া শৃণু ।

কৃষ্ণাংপরং নাস্তি দৈবং বস্তুতো দোষবর্জিতং ॥ ১ ॥

চাণ্ডালো চেদ্ রাজপত্নী জাতা রাজ্ঞা চ মানিতা ।

কদাচিদপমানেপি মূলতঃ কা ক্ষতি ভবেৎ ॥ ২ ॥

সমর্পণাদহং পূর্বমুক্তমঃ কিং সদা স্থিতঃ ।

কা মমাহধমতা ভাব্যা পশ্চাত্তাপো যতোভবেৎ ॥ ৩ ॥

সত্যসংকল্পতো বিষ্ণু নাত্মথা তু করিষ্যতি ।

আজ্ঞৈব কার্য্যা সততং স্বামিদোহোত্তথা ভবেৎ ॥ ৪ ॥

সেবকস্তু ধর্ম্মোহয়ং স্বামী স্বস্ত করিষ্যতি ।

আজ্ঞা পূর্বং তু বা জাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৫ ॥

যাপি পশ্চান্নধুবনে ন কৃতং তদ্বয়ং ময়া ।

দেহদেশপরিত্যাগ স্তূতীয়ো লোকগোচরঃ ॥ ৬ ॥

পশ্চাত্তাপঃ কথন্তত্র সেবকোহং ন চাত্মথা ।

লৌকিক প্রভুবৎ কৃষ্ণো ন দ্রষ্টব্যঃ কদাচন ॥ ৭ ॥

সর্বং সমর্পিতং ভক্ত্যা কৃতার্থোসি স্তুখীভব ।

প্রৌঢ়াপি ছহিতা যদ বৎস্নেহান্ন প্রেষ্যতে বরে ॥ ৮ ॥

তথা দেহে ন কর্তব্যং বরস্তষ্যতি নাত্মথা ।

লোক বচ্ছেৎ স্থিতি মে শ্রাৎ কিং শ্রাদিতি বিচারয় ॥ ৯ ॥

অশক্যে হরি রেবান্তি মোহং মাগাঃ কথঞ্চন ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসস্ত বল্লভস্ত হিতং বচঃ ॥ ১০ ॥

চিত্তং প্রতি যদাকর্ণ্য ভক্তো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতোন্তঃকরণপ্রবোধঃ সমাপ্তঃ ।

বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়ঃ ।

বিবেকধৈর্য্যে সততং রক্ষণীয়ে তথাশ্রয়ঃ ।

বিবেক স্ত হরিঃ সর্বং নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি ॥ ১ ॥

প্রার্থিতে বা ততঃ কিং শ্রাৎ স্বাম্যভিপ্রায় সংশয়াৎ ।

সর্বত্র তস্ত সর্বং হি সর্বসামর্থ্যমেব চ ॥ ২ ॥

অভিমানশ্চ সংত্যাজ্যঃ স্বাম্যাধীনত্বভাবনাং ।

বিশেষতশ্চেদাজ্ঞা শ্রাদন্তঃকরণগোচরঃ ॥ ৩ ॥

তদা বিশেষগত্যাদিভাব্যং ভিন্নং তু দৈহিকাং ।

আপদাত্যাদিকার্য্যেষু হঠন্ত্যাজ্যশ্চ সর্বথা ॥ ৪ ॥

অনাগ্রাহশ্চ সর্বত্র ধর্ম্মাধর্ম্মাগ্রদর্শনম্ ।

বিবেকোয়ং সমাখ্যাতো ধৈর্য্যং তু বিনিক্রপ্যতে ॥ ৫ ॥

ত্রিহঃ খসহনং ধৈর্য্যমামৃতেঃ সর্বতঃ সদা ।

তক্রবদেহবদ্ভাব্যং জড়বদগোপভার্য্যবৎ ॥ ৬ ॥

প্রতীকারো যদৃচ্ছাতঃ সিদ্ধশ্চেন্ন গ্রহীভবেৎ ।

ভার্য্যাদীনাং তথাত্ত্বেষামসতশ্চাক্রমং সহেৎ ॥ ৭ ॥

স্বয়মিন্দ্রিয়কার্য্যাণি কার্য্যবাঙ্মনসা ত্যজেৎ ।

অশুরেণাপি কর্তব্যং স্বস্তাসামর্থ্যভাবনাং ॥ ৮ ॥

অশক্যে হরিরেবাস্তি সর্বমাশ্রয়তো ভবেৎ ।

এতৎসহনমত্রোক্ত মাশ্রয়োতো নিক্রপ্যতে ॥ ৯ ॥

ঐহিকে পারলোকে চ সর্বথা শরণং হরিঃ ।

হুঃখহানৌ তথা পাপে ভয়ে কামাদ্যপূরণে ॥ ১০ ॥

ভক্তদ্রোহে ভক্ত্যভাবে ভক্তৈশ্চাতিক্রমে কৃতে ।

অশক্যে বা স্পৃশক্যে বা সর্বথা শরণং হরিঃ ॥ ১১ ॥

অহংকারকৃতে চৈব পোষ্যপোষণরক্ষণে ।

পোষ্যাতিক্রমণে চৈব তথাত্ত্বেবাস্তি ক্রমে ॥ ১২ ॥

অলৌকিক মনঃ সিদ্ধৌ সর্বার্থে শরণং হরিঃ ।

এবং চিন্তে সদা ভাব্যং বাচ্য চ পরিকীৰ্ত্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অগ্ৰস্ত ভজনং তত্র স্বতো গমনমেব চ ।

প্রার্থনা কার্য্যমাত্রৈহপি ততোগ্ৰত্ৰ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অবিশ্বাসো ন কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বাধকস্ত সঃ ।

ব্রহ্মাস্ত্র চাতকৌ ভাব্যৌ প্রাপ্তং সেবেত নিৰ্মমঃ ॥ ১৫ ॥

যথাকথঞ্চিংকার্য্যাণি কুর্যাচ্ছ্রদ্ধাবচাত্তপি ।

কিংবা প্রোক্তেন বহুনা শরণং ভাবয়েদ্ধরিং ॥ ১৬ ॥

এবমাশ্রয়ণং প্রোক্তং সৰ্বেষাং সৰ্বদা হিতং ।

কলৌভক্ত্যাদিমার্গা হি হুঃসাধ্যা ইতি মে মতিঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যাবিরচিতং বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়নিরূপণং সমাপ্তং ।

কৃষ্ণাশ্রয়ঃ ।

সৰ্ব্বমার্গেষু নষ্টেষু কলৌ চ খলধন্মিণি ।

পাষণ্ডপ্রচুরে লোকে কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ১ ॥

শ্লেচ্ছাক্রান্তেষু দেশেষু পাটপক নিলয়েষু চ ।

সৎপীড়া ব্যগ্রলোকেষু কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ২ ॥

গঙ্গাদিতীর্থবর্যেষু হুষ্টে রেবার্বতেষ্বহ ।

তিরোহিতাধিদৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ৩ ॥

অহঙ্কার বিমূঢ়েষু সৎসু পাপানুবর্তিষু ।

লাভ পূজার্থ যত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ৪ ॥

অপরিজ্ঞান নষ্টেষু মল্লেশ্বরতযোগিষু ।

তিরোহিতার্থ দৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ৫ ॥

নানাবাদবিনষ্টেষু সৰ্ব্ব কস্ম ব্রতাদিষু ।

পাষণ্ডৈক প্রযত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ৬ ॥

অজামিলাদি দোষাণাং নাশকোভবে হিতঃ ।

জ্ঞাপিতাখিল মাহাত্ম্যঃ কৃষ্ণ এব গতি মম ॥ ৭ ॥

ପ୍ରାକୃତାଃ ସକଳା ଦେବା ଗଣିତାନନ୍ଦକଂ ବୃହତ୍ ।
 ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦୋ ହରିଷ୍ଟସ୍ମାଂ କୃଷ୍ଣ ଏବ ଗତି ମର୍ମ ॥ ୮ ॥
 ବିବେକ ଦୈର୍ଘ୍ୟାଭକ୍ତ୍ୟାଦି ରହିତସ୍ତ ବିଶେଷତଃ ।
 ପାପାସକ୍ତସ୍ତ ଦୀନସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଏବ ଗତି ମର୍ମ ॥ ୯ ॥
 ସର୍ବସାମାର୍ଥ୍ୟ ସହିତଃ ସର୍ବତ୍ରୈ ବାଧିନାର୍ଥ କୃତ୍ ।
 ଶରଣସ୍ତ ସମୁଦ୍ଧାରଂ କୃଷ୍ଣଂ ବିଜ୍ଞାପୟାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୦ ॥
 କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟ ମିଦଂ ଶ୍ଳୋକଃ ଷଃ ପଠେଂ କୃଷ୍ଣସନ୍ନିଧୌ ।
 ତସ୍ତାଶ୍ରୟୋଭବେଂ କୃଷ୍ଣ ଇତି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭୋହବ୍ରବୀଂ ॥ ୧୧ ॥
 ଇତି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରଚିତଂ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟ ଶ୍ଳୋକଂ ସମାପ୍ତଂ ।

ଚତୁଃଶ୍ଳୋକୀ ।

ସର୍ବଦା ସର୍ବତାବେନ ଭଜନୀୟୋ ବ୍ରହ୍ମାଧିପଃ ।
 ଅସ୍ତ୍ରାୟମେବ ଧର୍ମୋହି ନାତ୍ତଃ କାପି କଦାଚନ ॥ ୧ ॥
 ଏବଂ ସଦାସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଅସ୍ତ୍ରମେବ କରିଷ୍ୟତି ।
 ପ୍ରଭୁଃ ସର୍ବ ସମର୍ଥୋ ହି ତତୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାଂ ବ୍ରଜେଂ ॥ ୨ ॥
 ଯଦି ଶ୍ରୀଗୋକୁଳାଧୀଶୋ ଧୃତଃ ସର୍ବୀୟମ୍ନା ହୃଦି ।
 ତତଃ କିମପରଂ କ୍ରାହି ଲୋକିକୈ ବୈଦିକୈ ରପି ॥ ୩ ॥
 ଅତଃ ସର୍ବୀୟମ୍ନା ଶସ୍ତ୍ରଂ ଗୋକୁଳେଶ୍ଵର ପାଦୟୋଃ ।
 ଅସ୍ତ୍ରଂ ଭଜନଂ ଚାପି ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟାମିତି ମେ ମତିଃ ॥ ୪ ॥
 ଇତି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟବିରଚିତା ଚତୁଃଶ୍ଳୋକୀ ସମାପ୍ତା ।

ଭକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ।

ବଦା ଭକ୍ତିଃ ପ୍ରବୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମଥୋପାୟୋ ନିରୂପ୍ୟତେ ।
 ବୀଜ ଭାବେ ଦୃଢ଼େ ତୁ ଆତ୍ମାଗାଢ୍ଧ୍ରବଣକୀର୍ତ୍ତନାଂ ॥ ୧ ॥

বীজ দার্ঢ্য প্রকারস্ত গৃহে স্থিত্ব স্ব ধর্মতঃ ।
 অব্যাবৃন্তো ভজেৎ কৃষ্ণং পূজয়া শ্রবণাদিভিঃ ॥ ২ ॥
 ব্যাবৃন্তোপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা ।
 ততঃ প্রেম তথাসক্তি বাসনং চ যদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
 বীজং তদুচ্যতে শাস্ত্রে দৃঢ়ং যদাপি নশ্রুতি ।
 স্নেহাদ্রাগ বিনাশঃ শ্রাদাসক্ত্যা শ্রাদ্ গৃহারুচিঃ ॥ ৪ ॥
 গৃহস্থানাং বাধকত্ব মনাস্থত্বং চ ভাসতে ।
 যদা শ্রাদ্ বাসনং কৃষ্ণে কৃতার্থঃ শ্রান্তদৈব হি ॥ ৫ ॥
 তাদৃশশ্রুপি সততং গৃহস্থানাং বিনাশকম্ ।
 ত্যাগং কৃত্বা যতেদ্যন্ত তদর্থার্থৈক মানসঃ ॥ ৬ ॥
 লভতে সূদৃঢ়াং ভক্তিং সৰ্ব্বতোপাধিকাং পরাম্ ।
 ত্যাগে বাধক ভূয়স্বৎ দুঃসংসর্গা তথান্নতঃ ॥ ৭ ॥
 অতঃ স্বেয়ং হরি স্থানে তদীয়ৈঃ সহ তৎপরৈঃ ।
 অদূরে বিপ্রকর্ষে বা যথা চিত্তং ন দৃষ্যতি ॥ ৮ ॥
 সেবায়াং বা কথায়াং বা যশ্রাসক্তি দৃঢ়া ভবেৎ ।
 যাবজ্জীবং তশ্চ নাশো ন কাপীতি মতি মম ॥ ৯ ॥
 বাধসম্ভাবনায়াং তু নৈকান্তে বাস ইষাতে ।
 হরিস্ত সৰ্ব্বতো রক্ষাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
 ইত্যেবং ভগবচ্ছাস্ত্রং গুঢ়তত্ত্বং নিরূপিতং ।
 য এতৎ সমধীয়াত তশ্রুপি শ্রাৎ দৃঢ়া রতিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতা ভক্তিবর্দ্ধিনী সমাপ্তা ।

জলভেদঃ ।

নমস্কৃত্য হরিং বক্ষ্যে তদগুণানাং বিভেদকান্ ।

ভাবান্ বিংশতিধা তিন্নান্ সৰ্ব্বে সন্দেহ বারকান্ ॥ ১ ॥

গুণভেদাস্ত্যে তাবন্তো যাবন্তো হি জলে মতাঃ ।

গায়কাঃ কূপ সংকাশা গন্ধকা ইতি বিক্রতাঃ ॥ ২ ॥

কূপ ভেদাস্ত্যে যাবন্ত্যে স্তাবন্ত্যে স্তেপি সম্বতাঃ ।

কুল্যাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ পারম্পর্য্য যুতা ভূবি ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রপ্রবিষ্টাস্তে চাপি সংসারোৎপত্তি হেতবঃ ।

বেশাদি সহিতা মত্তা গায়কা গৰ্ভ সংজিতাঃ ॥ ৪ ॥

জলার্থমেব গৰ্ভাস্ত্যে নীচা গানোপজীবিনঃ ।

হৃদাস্ত্যে পণ্ডিতাঃ প্রোক্তা ভগবচ্ছাস্ত্যতৎপরাস্ত্যে ॥ ৫ ॥

সন্দেহবারকাস্ত্যে সূদা গম্ভীরমানসাস্ত্যে ।

সরঃ কমল সংপূর্ণাঃ প্রেম যুক্তা স্তথা বুধাঃ ॥ ৬ ॥

অগ্ন শ্রুতাঃ প্রেম যুক্তা বেশস্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

কৰ্ম্ম গুহ্যাঃ পৰলানি তথান্ন শ্রুতি ভক্তয়ঃ ॥ ৭ ॥

বোগ ধ্যানাদি সংযুক্তা গুণা বৰ্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

তপো জ্ঞানাদি ভাবেন শ্বেদজাস্ত্যে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮ ॥

অনৌকিকেণ জ্ঞানেণ যে তু প্রোক্তা হরেগুণাঃ ।

কাদাচিৎকাঃ শব্দগম্যাঃ পতচ্ছব্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯ ॥

দেবাহ্যুপাসনোদ্ভূতাঃ পৃথ্বীভূমেরিবোদগতাঃ ।

সাধনাদি প্রকারেণ নবধা ভক্তি মার্গতঃ ॥ ১০ ॥

প্রেম পূৰ্ণ্যাস্ত্যে ক্ষুরদ্ধৰ্ম্মাঃ শ্রদ্ধমানাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

মাদৃশাস্ত্যাদৃশাঃ প্রোক্তা বুদ্ধি ক্ষয় বিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥

স্থাবরাস্তে সমাখ্যাতা মৰ্য্যাদৈক প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধা জন্মপ্রভৃতি সৰ্ব্বদা ॥ ১২ ॥

সঙ্গাদি-গুণদোষাত্মাং বুদ্ধিক্ষয়যুতা ভুবি ।

নিরন্তরোদগমযুতা নদ্যস্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥

এতাদৃশাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেৎ সিন্ধবঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

পূর্ণা ভগবদীয়া যেষাং শেষ ব্যাসাগ্নিমাৰুতাঃ ॥ ১৪ ॥

জড়নারদমৈত্রাদ্যাস্তে সমুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

লোকবেদগুণৈর্মিশ্রভাবেনৈকে হরেগুণান্ ॥ ১৫ ॥

বর্ণয়ন্তি সমুদ্রাস্তে ক্ষারাদ্যাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ ।

গুণাতীত তয়া শুদ্ধান্ সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ॥ ১৬ ॥

সৰ্ব্বানৈব গুণাবিশেষোর্বর্ণয়ন্তি বিচক্ষণাঃ ।

তেহমৃতোদাঃ সমাখ্যাতাস্তদ্বাক্পানং সুহৃলভম্ ॥ ১৭ ॥

তাদৃশানাং কচিদ্ধাক্যং দূতানামিব বর্ণিতম্ ।

অজামিলাকর্ণ নববিন্দুপানং প্রকীর্তিতং ॥ ১৮ ॥

রাগাজ্ঞানাদিভাবানাং সৰ্ব্বথা নাশনং যদা ।

তদা লেহনমিত্যুক্তং স্বানন্দোদগমকারণং ॥ ১৯ ॥

উদ্ধৃতোদকবৎসর্কে পতিতোদকবত্থা ।

উক্তাতিরিক্তবাক্যানি ফলং চাপি তথা ততঃ ॥ ২০ ॥

ইতি জীবেন্দ্রিয়গতা নানাভাবং গতা ভুবি ।

রূপতঃ ফলতশ্চৈব গুণাবিশেষা নিকৃপিতা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যাবিরচিতজলভেদঃ সমাপ্তঃ ।

পঞ্চপদ্যানি ।

শ্রীকৃষ্ণরসবিক্ষিপ্ত মানসা রতি বর্জিতাঃ ।

।।।।।। সঙ্গিনী ওয় ব, ওয় সংখ্যা ।

অনিবৃত্তা লোকবেদে তে মুখ্যাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ১ ॥

বিক্রিন্ন মনসো যে তু ভগবৎ স্মৃতিবিহ্বলাঃ ।

অর্থৈকনিষ্ঠাস্তে চাপি মধ্যমাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ২ ॥

নিঃসন্ধিঞ্চ কৃষ্ণতত্ত্বং সৰ্ব্বভাবেন যে বিদুঃ ।

তে দ্বাবেশাতু বিকলা নিরোধাদ্বা ন চাত্তথা ॥ ৩ ॥

পূর্ণভাবেন পূর্ণার্থাঃ কদাচিন্ন তু সৰ্ব্বদা ।

অত্ৰাসক্তাস্তু যে কেচিদধমাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তমনসো মৰ্ত্ত্যা উত্তমাঃ শ্রবণাদিষু ।

দেশকালদ্রব্যকৰ্ত্তৃমন্ত্ৰকমপ্রকারতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যাবিরচিতানি পঞ্চপদ্যানি সমাপ্তানি ।

সন্ন্যাস নির্ণয়ঃ ।

পশ্চাত্তাপনিবৃত্ত্যর্থং পরিত্যাগো বিচার্য্যতে ।

সমার্গদ্বিতয়ে প্রোক্তো ভক্তৌ জ্ঞানে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মমার্গে ন কৰ্ত্তব্যঃ সূতরাং কলিকালতঃ ।

অত আদৌ ভক্তিমার্গকৰ্ত্তব্যত্বাধিচারণা ॥ ২ ॥

শ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং কৰ্ত্তব্যত্বেন নেষ্যতে ।

সহায় সঙ্গসাধ্যত্বাৎ সাধনানাং চ রক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥

অভিমানান্নিয়োগাচ্চ তদ্ধৈম্যৈশ্চ বিরোধতঃ ।

গৃহাদেবীধকত্বেন সাধনার্থং তথা যদি ॥ ৪ ॥

অগ্রেপি তাদৃশৈরেব সঙ্গো ভবতি নাত্তথা ।

স্বয়ং চ বিষয়াক্রান্ত পাষণ্ডী স্মাতু কালতঃ ॥ ৫ ॥

বিষয়াক্রান্ত দেহানাং নাবেশঃ সৰ্ব্বদা হরেঃ ।

অতোত্র সাধনে ভক্তৌ নৈব ত্যাগঃ সুখাবহঃ ॥ ৬ ॥

বিরহানুভবার্থং তু পরিত্যাগঃ প্রশস্ততে ।

স্বীয়বন্ধনিবৃত্ত্যর্থং বেষঃ সোত্র ন চান্তথা ॥ ৭ ॥

কৌণ্ডিন্যো গোপিকাঃ প্রোক্তা গুরবঃ সাধনং চ তৎ ।

ভাবো ভাবনয়া সিদ্ধঃ সাধনং নান্তদিষ্যতে ॥ ৮ ॥

বিকলহং তথাহস্বাস্থ্যং প্রকৃতিঃ প্রাকৃতং ন হি ।

জ্ঞানে গুণাশ্চ তশ্চৈবং বর্তমানস্ত বাধকাঃ ॥ ৯ ॥

সত্যলোকে স্থিতিজ্ঞানাং সন্ন্যাসেন বিশেষিতাং ।

ভাবনাসাধনং যত্র ফলং চাপি তথা ভবেৎ ॥ ১০ ॥

তাদৃশাঃ সত্যলোকাদৌ তিষ্ঠন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ।

বহির্শ্চেৎ প্রকটঃ স্বাত্মা বহ্লিবৎ প্রবিশেদ্যদি ॥ ১১ ॥

তদৈব সকলো বন্ধো নাশমেতি ন চান্তথা ।

গুণাস্ত সঙ্গরাহিত্যজ্জীবনার্থং ভবন্তি হি ॥ ১২ ॥

ভগবান্ ফলরূপত্বান্নাত্র বাধক ইষ্যতে ।

স্বাস্থ্যবাক্যং ন কর্তব্যং দয়ালু ন বিরূধ্যতে ॥ ১৩ ॥

দুর্লভোয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিদ্ধ্যতি নান্তথা ।

জ্ঞানমার্গে তু সন্ন্যাসোদ্বিবিধোপি বিচারিতঃ ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানার্থমুত্তরাস্তং চ সিদ্ধির্জন্মশতৈঃ পরম্ ।

জ্ঞানঞ্চ সাধনাপেক্ষং যজ্ঞাদিশ্রবণান্ মতম্ ॥ ১৫ ॥

অতঃ কলৌ স সন্ন্যাসঃ পঞ্চাত্তাপায় নান্তথা ।

পাষণ্ডিত্বং ভবেচ্চাপি তস্মাজ্জ্ঞানে ন সন্ন্যাসেৎ ॥ ১৬ ॥

সুতরাং কলিদোষাণাং প্রবলত্বাদিতি স্থিতিঃ ।

ভক্তিমার্গেপি চেদোষস্তদা কিং কার্যমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

অত্রারম্ভে ন নাশঃ শ্রাদ্দ্দৃষ্টান্তশ্রাপ্যভাবতঃ ।

স্বাস্থ্যহেতোঃ পরিত্যাগাং বাধঃ কেনাস্য সম্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

হরিরত্র ন শক্নোতি কর্তুং বাধাং কুতোপরে ।
 অত্রথা মাতরো বালান্ন স্তম্ভৈঃ পুপুষুঃ কচিৎ ॥ ১৯ ॥
 জ্ঞানিনামপি বাক্যেন ন ভক্তং মোহয়িষ্যতি ।
 আত্মপ্রদঃ প্রিয়শ্চাপি কিমর্থমোহয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥
 তস্মাদ্ভক্তপ্রকারেণ পরিত্যাগো বিধীয়তাং ।
 অত্রথা ভ্রশ্ণতে স্বার্থাদিতি মে নিশ্চিতামতিঃ ॥ ২১ ॥
 ইতি কৃষ্ণপ্রসাদেন বল্লভেন বিনিশ্চিতং ।
 সন্ন্যাসবরণং ভক্তাবত্তথা পতিতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যাবিরচিতঃ সন্ন্যাসনির্ণয়ঃ ।

নিরোধ-লক্ষণম্ ।

যচ্চ হৃৎখং যশোদায়ী নন্দাদীনাং চ গোকুলে ।
 গোপিকানাং তু যদ্হৃৎখং তদ্হৃৎখং শ্রান্নম কচিৎ ॥ ১ ॥
 গোকুলে গোপিকানাং চ সর্কেষাং ব্রজবাসিনাং ।
 যৎ সূখং সমভূতন্মে ভগবান্ কিং বিধাশ্রতি ॥ ২ ॥
 উদ্ধবাগমনে জাত উৎসবঃ স্মমহান্ যথা ।
 বৃন্দাবনে গোকুলে বা তথা মে মনসি কচিৎ ॥ ৩ ॥
 মহতাং কৃপয়া যদ্বভগবান্ দয়য়িষ্যতি ।
 তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্ত্যমানঃ সূখায় হি ॥ ৪ ॥
 মহতাং কৃপয়া যদ্বৎ কীর্তনং সূখদং সদা ।
 ন তথা লৌকিকানাং তু স্নিগ্ধভোজন রুক্ষবৎ ॥ ৫ ॥
 গুণগানে সূখাপ্তির্গোবিন্দস্ত প্রজায়তে ।
 যথা তথা শুকাদীনাং নৈবাত্মনি কুতোত্তমতঃ ॥ ৬ ॥

ক্রিশ্ণমানাঙ্গনান্ দৃষ্ট্বা কৃপায়ুক্তো যথাভবেৎ ।
 তদা সৰ্ব্বং সদানন্দহৃদিস্থং নির্গতং বহিঃ ॥ ৭ ॥
 সৰ্ব্বানন্দময়স্তাপি কৃপানন্দঃ স্নুহূৰ্ণভঃ ।
 হৃদগতঃ স্বগুণাচ্ছ্রুত্বা পূর্ণঃ প্রাবয়তে জনান্ ॥ ৮ ॥
 তস্মাৎ সৰ্ব্বং পরিত্যজ্যানিরুদ্ধৈঃ সৰ্ব্বদাগুণাঃ ।
 সদানন্দপটৈর্গেয়াঃ সচ্চিদানন্দতা ততঃ ॥ ৯ ॥
 অহং নিরুদ্ধোরোধেন নিরোধপদবীং গতঃ ।
 নিরুদ্ধানাং তু রোধায় নিরোধং বর্ণয়ামি তে ॥ ১০ ॥
 হরিণা যে বিনিমুক্তান্তে মগ্না ভবসাগরে ।
 যে নিরুদ্ধান্ত এবাত্ৰ মোদমায়াস্ত্যাহর্নিশম্ ॥ ১১ ॥
 সংসারাবেশহৃষ্টানামিদ্ভিগ্নাণাং হিতায় বৈ ।
 কৃষ্ণস্ত সৰ্ব্ববস্তু নি ভূয় ঈশস্ত যোজয়েৎ ॥ ১২ ॥
 গুণেষাবিষ্টচিত্তানাং সৰ্ব্বদা সুরবৈরিণঃ ।
 সংসারবিরহক্লেশৌ ন জ্ঞাতাং হরিবৎসুখং ॥ ১৩ ॥
 তদা ভবেদগ্নানুত্মমত্থা ক্রুরতা মতা ।
 বাধশঙ্কাপি নাস্ত্যত্র তদধ্যাসোপি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
 ভগবদ্বাক্ত্যামর্থ্যাধিরাগো বিষয়ে স্থিরং ।
 গুণৈর্হরেঃ সূখস্পর্শায় হুঃখং ভাতি কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥
 এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞানমার্গাহংকর্ষো গুণবর্ণনে ।
 অমৎসরৈ রলুকৈশ্চ বর্ণনীয়াঃ সদা গুণাঃ ॥ ১৬ ॥
 হরিমূর্তিঃ সদা ধোয়া সঙ্কল্পাদপি তত্র হি ।
 দর্শনং স্পর্শনং স্পষ্টং তথা কৃতিগতী সদা ॥ ১৭ ॥
 শ্রবণং কীৰ্ত্তনং স্পষ্টং পুত্রে কৃষ্ণপ্রিয়ে রতিঃ ।
 পায়োন্মলাংশত্যাগেন শেষভাগং তনৌ নয়েৎ ॥ ১৮ ॥

যশস্ব বা ভগবৎ কার্য্যং যদা স্পষ্টং ন দৃশ্যতে ।
 তদা বিনিগ্রহস্তস্য কর্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
 নাতঃ পরতরো মন্তো নাতঃ পরতরঃ স্তবঃ ।
 নাতঃ পরতরা বিদ্যা তীর্থং নাতঃ পরাংপরম্ ॥ ২০ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নিরোধ লক্ষণং ।

সেবা ফলম্ ।

যাদৃশী সেবনা প্রোক্তা তৎসিদ্ধৌ ফল মুচ্যতে ।
 অলৌকিকস্ত দানে হি চাদ্যঃ সিদ্ধোন্মনোরথঃ ॥ ১ ॥
 ফলং বা হৃদিকারো বা ন কালোত্র নিয়ামকঃ ।
 উদ্বিগঃ প্রতিবন্ধো বা ভোগো বা স্তাত্ত্ব বাধকম্ ॥ ২ ॥
 অকর্তব্যং ভগবতঃ সৰ্ব্বথা চোদ্যতিৰ্নহি ।
 যথা বা তত্ত্বনির্দারো বিবেকঃ সাধনং মতম্ ॥ ৩ ॥
 বাধকানাং পরিত্যাগো ভোগেপ্যেকং তথা পরং ।
 নিঃপ্রত্যাহং মহান্ ভোগঃ প্রথমে বিশতে সদা ॥ ৪ ॥
 সবিব্রোল্লো ঘাতকঃ স্তাদ্বলাদেতৌ সদা মতৌ ।
 দ্বিতীয়ে সৰ্ব্বথা চিন্তা ত্যাজ্যা সংসার নিশ্চয়াৎ ॥ ৫ ॥
 নব্বাদ্যে দাতৃত্বা নাস্তি তৃতীয়ে বাধকং গৃহং ।
 অবশেষং সদা ভাব্যা সৰ্ব্ব মন্তনু মনোভ্রমঃ ॥ ৬ ॥
 তদীয়ে রপি তৎকার্য্যং পুষ্টৌ নৈব বিলম্বয়েৎ ।
 গুণক্ষোভোপি দ্রষ্টব্য মেতদেবেতি মে মতিঃ ॥ ৭ ॥
 কুসৃষ্টিরত্র বা কাচিৎপদ্যেত সর্বৈ ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥
 ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সেবা ফল নিরূপণং সমাপ্তম্ ।

শ্রীগুণরাজখান কৃত ।

শ্রীলক্ষ্মীচরিত্র ।

শ্রী শ্রীনৃসিংহদেবায় নমঃ ।

শ্রীগুণরাজখান কৃত ।

লক্ষ্মীচরিত্র ।

প্রণমহে নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত পতি ।
তদন্তরে প্রণমহে দেবি সরস্বতী ॥ ১ ॥
গণেশ দেবতা বন্দো গৌরীর নন্দন ।
হরগৌরী প্রণমহ যত দেবগণ ॥ ২ ॥
আদ্যগুরু বন্দো পিতৃ মাতৃর চরণে ।
সরস্বতীদেবী কৃপা করহ আমারে ॥ ৩ ॥
সে বাক্য না আইসে মুখে লওয়াইবা সত্বরে ।
তুমার চরণে আমি করি নমস্কারে ॥ ৪ ॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে শুদ্ধ হয় মতি ।
যেবা পূজে সরস্বতী পুরুষ তেজন্তি ॥ ৫ ॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধানে ।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন এক মনে ॥ ৬ ॥
মেরু সিংহাসনে প্রভু আছএ বসিয়া ।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা কৈলা কোতুক করিয়া ॥ ৭ ॥
সব পুরে বেড়াও তুমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ।

কোন দোষে যাও তুমি পুরুষ তেজিয়া ॥ ৮ ॥
 তার বিবরণ কিছু কহত আপনে ।
 তোমার চরিত্র কিছু শুনি এ শ্রবণে ॥ ৯ ॥
 এতেক শুনিয়া তবে লক্ষ্মীদেবী হাঁসে ।
 আমার চরিত্র কথা শুন হৃষীকেশে ॥ ১০ ॥
 চিন্তায়ুক্ত হইয়া যেনা থাকে নিরন্তর ।
 পদের উপরে পদ রাখয়ে দুষ্কর ॥ ১১ ॥
 বাসি পুষ্প পৈরে যেনা নিদ্রা যায় উষাতে ।
 ভগ্ন আসনে বসি যেনা খায় ভাতে ॥ ১২ ॥
 অকুমারী নারী যেনা জনে বল করে ।
 তাহারে ত্যজিয়ে আমি শুন দামোদরে ॥ ১৩ ॥
 মায় সতমায় যেনা বল করে ।
 পুনি পুনি বলি আমি ছাড়িয়ে তাহারে ॥ ১৪ ॥
 দ্রাসিত হইয়া যেনা করয়ে ভোজন ।
 স্নান করিয়া যেনা করে তৈল আচরণ ॥ ১৫ ॥
 অন্ধকারে শুতে যেনা তৃণ ছিড়ে নোখে ।
 আপন কুবেশ করে ভূমিতলে লেখে ॥ ১৬ ॥
 আপন অঙ্গিতে যেনা অঙ্গ বাজায় ।
 সঞ্চারিত ধন তার বিনাশ হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥
 পামর জনের সনে বিবাদ করয়ে ।

তাহারে ছাড়িয়ে আমি শুন নারায়ণে ॥ ১৮ ॥

আপনে খাইতে যে ব্যাজন আচরে ।

তাহার শরীরে আমি না যাই কোন কালে ॥ ১৯ ॥

সর্বক্ষণ ভোজন বিস্তর করে যেবা জনে ।

এমত লক্ষণ যার দেখি সর্বক্ষণে ॥

তার ঘরে না যাই আমি শুন নারায়ণে ॥ ২০ ॥

নৈমিত্ত তুরণ জল দ্বারে দুসারে পালায় ।

ত্রাসিত হইয়া যেবা বড় গ্রাসে খায় ॥ ২১ ॥

নিরবধি চিন্তাযুক্ত থাকে যেবা জন ।

তিতা খাটে বসি যেবা করয় ভোজন ॥ ২২ ॥

প্রদীপের তৈল যেবা অঙ্গেতে লাগায় ।

সঞ্চারিত ধন তার বিনাশেতে যায় ॥ ২৩ ॥

আপনে তুলিয়া পুষ্প যেবা গাঁথি গলে পৈরে ।

সন্ধ্যাকালে প্রদীপ না দেখি যার ঘরে ॥ ২৪ ॥

আপনে চন্দন পিষি পৈরে যেবা জন ।

তাহারে ত্যজিয়ে আমি শুন গদাধর ॥ ২৫ ॥

পুরুষ চরিত্র এবে হৈল সমাধান ।

নারীর চরিত্র কথা শুন ভগবান ॥ ২৬ ॥

স্বামী করি চিন্তা করে যেবা জন ।

পতিব্রতা বলি তারে শুন নারায়ণ ॥ ২৭ ॥

দেব পূজা আদির ফল শত গুণ হয় ।

স্বামীর সেবা করিলে বহু ফল হয় ॥ ২৮ ॥

স্বামী ইচ্ছা যেবা পালে সর্বক্ষণ ।

তাহার ঘরে থাকি আমি শুন নারায়ণ ॥ ২৯ ॥

আরাধিবে স্বামী যেই পতিব্রতা নারী ।

দেবতা আদির প্রিয় সত্ত্ব গুণে করি ॥ ৩০ ॥

বিধিমতে দেব পূজি যেই ফল পাই ।

তাহা হতে অধিক এই শুনহ গোসাঞি ॥ ৩১ ॥

স্বামী বিনে নারীর নাহিক দেবতা ।

স্বরূপে তোমাতে কহি স্মৃত্ত্ব কথা ॥ ৩২ ॥

শুদ্ধ বাদী নারী কহে প্রিয়বাদিনী ।

স্বামীতে মুখ্য তত্ত্ব নারীর ভাজনি ॥ ৩৩ ॥

নাভি গভীর যার দশন সম যুতি ।

তাহার শরীরে সত্য আমার বসতি ॥ ৩৪ ॥

স্বামীর আজ্ঞা যে পালে সর্বক্ষণ ।

সেইত স্ত্রীভাগ্য নারী আমার লক্ষণ ॥ ৩৫ ॥

গোগৃহ পুরস্কার করে যেই জন ।

ধন ধান্বে পুত্র পৌত্রে বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ৩৬ ॥

স্বামীরে ভকতি করি ভোজন করায় ।

তাহার ঘরেত থাকি আমি সর্বদায় ॥ ৩৭ ॥

এই সব তত্ত্ব যেই নারীগণে জানে ।

তাহার শরীরে আমি থাকি সর্বক্ষণে ॥ ৩৮ ॥

ধোত বস্ত্র পরিধান নিত্য অভিলাষি ।

শুন প্রভু সর্বক্ষণ তথা আমি বসি ॥ ৩৯ ॥

পতিব্রতা দৃঢ়ভাব হয় যেই জন ।

দুই কুল উদ্ধারিবে রাখিবে আপন ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রী আশয়ে যার চিকন দশন ।

অলক্ষী চরিত্র গোসাঞি হয়ত মেজন ॥ ৪১ ॥

উচ্চ কপোল যার মলিন বদন ।

পিঙ্গল কেশ যার ডাগর লোচন ॥ ৪২ ॥

পৃথিবীতে ভর দেয় খায় বড় গ্রাসে ।

তিলেক না থাকি আমি সেই নারীর পাশে ॥ ৪৩ ॥

পায়ে পায়ে ঘষে যেবা বাক্য গড়া জানি ।

সেই নারী বলি গোসাই বড় অলক্ষিণী ॥ ৪৪ ॥

স্বামীর বচন যেবা নাহি লয় মনে ।

অলক্ষণী সেই নারী শুন নারায়ণে ॥ ৪৫ ॥

তোমাতে कहিনু গোসাই স্বরূপ বচন ।

স্বামী সেবা বিনে নারীর কি ফল জীবন ॥ ৪৬ ॥

কাণে বাহি যার দুই গুটা গণ্ড ॥

অলক্ষণী সেই নারী বিহা হৈলে রণ্ড ॥ ৪৭ ॥

গুহমূল বড় যার ডাগর লোচন ।

সেই নারী অলক্ষীণী শুন নারায়ণ ॥ ৪৮ ॥

পাপেতে যেই নারীর নিত্য যায় চিত ।

দুর্ভাগিনী সেই নারীকুল বিবর্জিত ॥ ৪৯ ॥

নানা অলঙ্কার পৈরে স্বেশ করিয়া ।

পাপ জন্ম মাত্র যে দুষ্যাকৃতি হইয়া ॥ ৫০ ॥

স্বামীকে নিন্দে যেই সেবে অন্য জন ।

অলক্ষিনী সেই নারী শুন নারায়ণ ॥ ৫১ ॥

স্বামীর বাক্য অন্যথা করে যেই জন ।

দুষ্কমতি সেই জন শুন নারায়ণ ॥ ৫২ ॥

স্বামীর ইচ্ছা না পালে যেই অভাগিনী ।

সেই নারী ছাড়ি আমি শুন চক্রপাণি ॥ ৫৩ ॥

স্বামীরে গালি দেয় গুরুজন দূষে ।

তাহার ঘরেত আমি না থাকি কোন অংশে ॥ ৫৪ ॥

আর যত দোষ গুণ কহিতে না পারি ।

বিষ্ণু বলে আর কিছু কহত সুন্দরী ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ্মী বলে আর কিছু শুন গদাপর ।

অল্পমাত্র কহিবাম না পারি বিস্তর ॥ ৫৬ ॥

আকাশের তারা যদি করিয়ে গণন ।

তবে সে কহিতে পারি সে সব বচন ॥ ৫৭ ॥

কুকুর পরশে যেবা চণ্ডাল পরশে ।

মত্ত হৈয়া যায় যেবা রজস্বলা পাশে ॥ ৫৮ ॥

নাপিত বাড়ীতে গিয়া ক্ষুর কৰ্ম্ম করে ।

আছুক মনুষ্যের কাষ ইন্দ্রের প্রাণ হরে ॥ ৫৯ ॥

মোর এক নিবেদন শুন দামোদর ।

যেবা তিথিতে যেবা ফল না করি ভোজন ॥ ৬০ ॥

প্রতিপদে কুশ্মাণ্ড না করিব ভোজন ।

দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় না খাইব বুদ্ধ জন ॥ ৬১ ॥

তৃতীয়াতে পরলতি খাইলে চক্ষুহয় শূন্য ।

চতুর্থীতে মূলা খাইলে হয়ত নিশ্চূল ॥ ৬২ ॥

পঞ্চমীতে শ্রীফল খাইলে কলঙ্কিনী হয় ।

ষষ্ঠীতে জামীর খাইলে উদর ভঙ্গ হয়ে ॥ ৬৩ ॥

সপ্তমীতে তাল খাইলে পায় বড় দুঃখ ।

অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে হয় মহারোগ ॥ ৬৪ ॥

নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ ।

দশমীতে কলা খাইলে হয় শুক্র ক্ষরণ ॥ ৬৫ ॥

একাদশীতে অন্ন খাইলে স্বর্গেতে না যায় ।

দ্বাদশীতে শশা খাইলে বড় লজ্জা পায় ॥ ৬৬ ॥

ত্রয়োদশীতে করিল খাইলে বড় পায় দুঃখ ।

চতুর্দশীতে মান খাইলে বড় পায় দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

অমাবস্তাতে মাংস খায় বড় হয় রোগ ।
 সঞ্চিত ধন তার হয়ত নিমূল ॥ ৬৮ ॥
 শুন গোসাই তোমার সেবা করে ভক্তজনে ।
 তাহারে না ছাড়ি আমি শুন নারায়ণে ॥ ৬৯ ॥
 তুমারে পূজয়ে যেবা হইয়া সদয় ।
 তাকে বড় তুষ্ট আমি कहিনু নিশ্চয় ॥ ৭০ ॥
 বিরল দশন যার ফলা ছুই দাঁত ।
 নিরবধি থাকি আমি তাহার সাক্ষাৎ ॥ ৭১ ॥
 হাত পাও ছোট বড় প্রণমে যে নারী ।
 আমার লক্ষণ সেই শুন প্রাণ হরি ॥ ৭২ ॥
 নাভী গম্ভীর যার পদ্বলোচন ।
 শ্যামবর্ণ ধারা সেই হংস গমন ॥ ৭৩ ॥
 এসব লক্ষণ যেবা নারীগণে ধরে ।
 নিরবধি থাকি আমি তাহার শরীরে ॥ ৭৪ ॥
 এসব চরিত্র যেবা করে নিরন্তরে ।
 নিরবধি থাকি আমি তাহার বাসরে ॥ ৭৫ ॥
 লক্ষ্মী চরিত্র যেবা লিখিয়া রাখয় ।
 ধনে ধাত্তে পুত্র পৌত্রে সদায় বাড়য় ॥ ৭৬ ॥
 তার ঘরে লক্ষ্মীদেবী সদা অধিষ্ঠান ।
 कहিলাম তত্ত্ব কথা শুন ভগবান ॥ ৭৭ ॥

দিবারাত্রি পড়ে যেবা প্রভাত বিকালে ।

যে জনে শুনে পড়ে তুষ্ট আমি তারে ॥ ৭৮ ॥

শ্রীহরি চরণযুগে আমার নমস্কার ।

যাহার চরণে লক্ষ্মী হইলা প্রচার ॥ ৭৯ ॥

গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ চরণে ।

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা হৈল সমাধানে ॥ ৮০ ॥

ইতি গুণরাজখান কৃত লক্ষ্মীচরিত্র সমাপ্ত ।

স্কন্ধপুরাণের মূল অবলম্বনে যে গুণরাজখান লক্ষ্মীচরিত্র রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । নিম্নে স্কন্ধপুরাণস্থ লক্ষ্মী কেশব সম্বাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

শ্রীসূতউবাচ । মেরুপৃষ্ঠে স্থখাসীনঃ লক্ষ্মীং
পৃচ্ছতি কেশবঃ । কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং
ভবসি নিশ্চলা ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণবাচ—শুক্রাঃ পারাবতা
যত্র গৃহিণী যত্র বোজ্জ্বলা । অকলহা বসতির্যত্র
তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥ ২ ॥ ধাত্তং স্তবর্ণসদৃশং
তণ্ডুলা রজতোপমাঃ । অন্নাঞ্চবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ
বসাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ যঃ সম্বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী
বুদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ । অল্পপ্রলাপী নচ দীর্ঘ-
সূত্রী, তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৪ ॥ চিরং

স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্তে, পুষ্পং প্রাপ্য ন জিহ্বতি । যো
 ন পশ্যেৎ স্ত্রীং নগ্নাং নিয়তং সচ মে প্রিয় ॥ ৫ ॥
 যো ধর্ম্মশীল বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন
 পরোপতাপী । অগর্বিতো যশ্চ জনানুরাগী, তস্মিন্
 সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৬ ॥ ত্যাগঃ সত্যঞ্চ
 শৌচঞ্চ ত্রয়ঃ এতে মহাগুণাঃ । যঃ প্রাপ্নোতি
 গুণানेतান্ শ্রদ্ধাবান্ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব-
 লক্ষণ মध्येতু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে । কালে দেশেচ
 পাত্রেচ সচ ত্যাগ প্রশস্ততে ॥ ৭ ॥ নিত্যমামলকে
 লক্ষ্মীর্নিত্যবসতি গোময়ে । নিত্যং শঙ্খে চ
 পদ্যেচ নিত্যং শ্রীশুরুবাসসি ॥ ৯ ॥ বসামি
 পদ্মোৎপল মধ্যভাগে বসামি চন্দ্রেচ মহেশ্বরে চ ।
 নারায়ণেচৈব বস্মক্ষরায়াং, বসামি নিত্যোৎসব
 মন্দিরেষু ॥ ১০ ॥ যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা
 পত্ন্যর্কচো নাক্রমতে চ নিত্যম্ । নিত্যঞ্চ ভুঙ্তে
 পতি ভুক্ত শেষং, তস্মা শরীরে নিয়তং বসামি ॥ ১১ ॥
 তুষ্টা তথা যা প্রিয়বাদিনী চ, সৌভাগ্যযুক্তা চ
 স্মশোভনা চ । লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা, পতি-
 ভ্রতা যা চ বসামি তাসু ॥ ১২ ॥ ইতাদি—

মূল

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ।

১৪শ স্তবকে সম্পূর্ণ ।

କ୍ରିଷ୍ଣୀନାମ

ସହସ୍ରନାମ

ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

অথ ধ্যানম্ ।

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং ।
সৰ্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং স্তূলনিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং
গোপস্তুপরিবেষ্টিতা বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ ॥

ফুল্লেন্দী বরকাস্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাক্ষমুদার কৌস্তভধরং পীতাম্বরং স্নন্দরং ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনু গো গোপো সংঘাবৃতঃ
গোবিন্দং কলরেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষন্তজে ॥

শ্রীগোপাল সহস্রনাম ।

ওঁ ক্লীং দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ শিরোমণিঃ ।

শ্রীগোপালো মহীপালঃ সৰ্ববেদান্তপারগঃ । ধরণীপালকো ধন্যঃ
পুণ্ডরীকং সনাতনম্ ॥ ১ ॥ গোপতি ভূপতিঃ শান্তা প্রহৰ্ত্তা
বিশ্বতো মুখঃ । আদি কৰ্ত্তা মহাকৰ্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্ ॥ ২ ॥
জগজ্জীবো জগদ্ধাতাজগদ্বৰ্ত্তা জগদ্বসুঃ । মৎস্তো ভীমঃ কুহুভৰ্ত্তা ,
হৰ্ত্তা বারাহ মূৰ্ত্তিমান্ ॥ ৩ ॥ নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো
গৰুড়ধ্বজঃ । গোকুলেন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ শৰ্ম্মরৌপ্রিয় কারকঃ ॥ ৪ ॥
কমলামুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীক শুভাবহঃ । দুৰ্দ্ধাসাঃ কপিলো ভোমঃ
সিন্ধু সাগর সঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥ গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দী
প্রেম পূরকঃ । গোপস্বামী গোকুলেন্দ্রো গোবৰ্দ্ধন বরপ্রদঃ ॥ ৬ ॥
নন্দাদি গোকুলত্রাতা দাতা দারিদ্র্য ভঞ্জনঃ । সৰ্বমঙ্গল দাতাচ সৰ্ব-
কাম প্রদায়কঃ ॥ ৭ ॥ আদি কৰ্ত্তা মহী ভৰ্ত্তা সৰ্ব সাগর
সিন্ধুজঃ । গজ গামী গজোদ্ধারী কামী কাম কলানিধিঃ ॥ ৮ ॥ কলঙ্ক
রহিতশ্চন্দ্রো বিশ্বাত্তো বিশ্বসত্তমঃ । মালাকারঃ কুপাকারঃ কোকি-
লাম্বর ভূষণঃ ॥ ৯ ॥ রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুৰ্দ্দম মৰ্দনঃ ।
সহস্রাক্ষঃ পুরীভেত্তা মহামারী বিনাশনঃ ॥ ১০ ॥ শিবঃ শিবতমো
ভেত্তা বলারাতি প্রপূজকঃ । কুমারী বরদায়ী চ বরেণ্যো মীন-
কেতনঃ ॥ ১১ ॥ নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতি রুদারধীঃ ।
শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্নাপতিঃ প্রতিরাজ হা ॥ ১২ ॥ বৃন্দাপতিঃ
কুল গ্রামী ধামী ব্রহ্ম সনাতনঃ । বেবতীরমণো রামশঙ্কলশ্চাকু-
লোচনঃ ॥ ১৩ ॥ রামায়ণ শরীরোয়ং রামী ১০০ রামশ্রিয়ঃ পতিঃ ।

শৰ্করঃ শৰ্করী শৰ্কঃ সৰ্কত্র শুভদায়কঃ ॥ ১৪ ॥ রাধারাধায়িতো
 রাধী রাধাচিত্ত প্রমোদকঃ । রাধারতি সুখোপেতো রাধামোহন
 তৎপরঃ ॥ ১৫ ॥ রাধাবশীকরো রাধাহৃদয়াস্তোজ যট্পদঃ ।
 রাধালিঙ্গন সম্মোহো রাধানর্জন কৌতুকঃ ॥ ১৬ ॥ রাধাসঙ্গাত
 সম্প্রীতী রাধাকাম ফলপ্রদঃ । বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোক-
 শোক বিনাশকঃ ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চওকো দণ্ডভঞ্জনঃ ।
 রামো দাশরথী রামো ভৃগু বংশ সমুদ্ভবঃ ॥ ১৮ ॥ আত্মারামো
 জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধভঞ্জনঃ । বৃষভানুর্ভবোভাবঃ কাশ্যপিঃ
 করুণানিধিঃ ॥ ১৯ ॥ কোলাহলোহলীহালীহেলী হলধর প্রিয়ঃ ।
 রাধামুখাজ্জ মার্ভণ্ডোভাস্করো রবিজো বিধুঃ ॥ ২০ ॥ বিধি বিধাতা-
 বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ । রোহিণী হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো-
 বলিঃ ॥ ২১ ॥ নীলাশ্বরো রোহিণ্যেয়ো জরাসন্ধবধোহমলঃ । নাগো-
 নবাস্তো বিরুদো বীরহাবরদো বলী ॥ ২২ ॥ গোপথো বিজয়ী
 বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ । পশু'রামবচো গ্রাহী বরগ্রাহী
 শৃগাল হা ॥ ২৩ ॥ দমঘোষোপদেষ্টাচ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ । বীর-
 পত্নী যশস্ত্রাতা জরাব্যাদি বিঘাতকঃ ॥ ২৪ ॥ দ্বারকা বাসতত্ত্বজ্ঞো
 হুতাশন বরপ্রদঃ । যমুনা বেগসংহারী নীলাশ্বর ধরঃ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥
 বিভুঃ শরাসনো ধনীগণেশো গণনায়কঃ । লক্ষ্মণো লক্ষ্মণো লক্ষ্যো-
 রক্ষো বংশ বিনাশনঃ ॥ ২৬ ॥ বামনো বামনীভূতো বমনো বম-
 নারুহঃ । যশোদানন্দনঃ কৰ্ত্তায়মলার্জুন মুক্তিদঃ ॥ ২৭ ॥ উলূখলী
 মহামানী দামবদ্ধাহবয়ী শমী । ভক্তানুকারী ভগবান্ ২০০ কেশ-
 বোহচল ধারকঃ ॥ ২৮ ॥ কেশিহামধুহামোহী বৃষাসুর বিঘাতকঃ ।
 অবাসুর বিনাশী চ পুতনা মোক্ষদায়কঃ ॥ ২৯ ॥ কুজা বিনোদী
 ভগবান্ কংস মৃত্যু মর্হা মথী ॥ ৩০ ॥

অশ্বমেধো বাজাপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্ । কন্দর্পকোটিলাবণ্য
 শ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ ॥ ৩১ ॥ রবিকোটি প্রতীকাশো বায়ুকোটি-
 মহাবলঃ । ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা চ কমলাবাস্তিত প্রদঃ ॥ ৩২ ॥
 কমলীকমলাক্ষশ্চ কমলামুখলোলুপঃ । কমলা ব্রতধারী চ কম-
 লাভ পুরন্দরঃ ॥ ৩৩ ॥ সৌভাগ্যাধিকচিত্তোয়ং মহামায়ী মহোৎ-
 কটঃ । তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচক্ষোভকারকঃ ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বা-
 মিত্র প্রিয়ো দান্তো রামো রাজীবলোচনঃ । লঙ্কাধিপকুলধ্বংশী
 বিভীষণবরপ্রদঃ ॥ ৩৫ ॥ সীতানন্দকরো রামো বীরো বারিধি-
 বন্ধনঃ । খরদুষণসংহারী সাকেতপুরবাসনঃ ॥ ৩৬ ॥ চন্দ্রাবলী-
 পতিঃ কূলঃ কেনীকংসবধোহমরঃ । মাধবো মধুহা মাধবী মাধ্বীকো-
 মাধবো মধুঃ ॥ ৩৭ ॥ মুঞ্জাটবীগাহমনো ধেনুকারির্ধরাশ্রজঃ ।
 বংশীবটবিহারী চ গোবর্দ্ধন বনাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ তথাতালবনোদ্যেশী
 ভাণ্ডীরবনসংখহা । তৃণাবর্ত্তকথাকারী বৃষভানুসুতাপতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 রাধাপ্রাণময়ো রাধাবদনাজ্জ মধুব্রতঃ । গোপীরঞ্জনদৈবজ্ঞো
 লীলাকমলপূজিতঃ ॥ ৪০ ॥ ক্রীড়াকমলসন্দোহো গোপিকা প্রীতি-
 রঞ্জনঃ । রঞ্জকো রঞ্জনো রঞ্জে রঙ্গীরঙ্গমহীরুহ ॥ ৪১ ॥ কামঃ
 কামারিভক্তোহয়ং পুরাণ পুরুষঃ কবিঃ । নারদো দেবলো
 ভীমো বালো বালমুখাশ্রজঃ ॥ ৪২ ॥ অশুজ্ঞো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগিদত্ত-
 বরো যুনিঃ । ঋষভঃ পর্করতো গ্রামো নদীপবনবল্লভঃ ॥ ৪৩ ॥
 পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা (৩০০) রুদ্রোহহিভূষিতঃ । গণানাং
 ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী ॥ ৪৪ ॥ গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ
 ক্রোড়ীকৃত জগত্ত্রয়ঃ । যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভো ধুরী ॥ ৪৫ ॥
 ভ্রমরঃ কুন্তলীকুন্তীসুতরক্ষী মহামণী । যমুনা বরদাতা চ কাশ্চ-
 পশু বরপ্রদ ॥ ৪৬ ॥ শঙ্খচূড়বধোদ্যামো গোপীরক্ষণ তৎপরঃ ।

পাঞ্চজন্ম করোরামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ । ৪৭ ॥ ফাল্গুনঃ ফাল্গুন-
 সখো বিরোধবধকারকঃ । কৃষ্ণবীণাপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামাপ্রিয়-
 ক্ষর ॥ ৪৮ ॥ কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ । অঙ্কুশো
 ভূসুরো ভামো ভামকো ভামকো হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ সবলঃ শাশ্বতো
 বীরো যদুবংশীশিবাশ্রকঃ । প্রত্নাস্রবলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা
 প্রভুঃ ॥ ৫০ ॥ মহাধনো মহাবীরো বলমালাবিভূষণঃ । তুলসীদাম
 শোভাঢ্যো জালন্ধর বিনাশনঃ ॥ ৫১ ॥ শূরঃ সূর্য্যোমুকুণ্ডশ্চ
 ভাস্করো বিশ্বপূজিতঃ । রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ ॥ ৫২ ॥
 দৈত্যদর্পবিনাশী চ গোকুড়ো গোকুড়াগ্রজঃ । গোপীনাথো
 মহীনাথো বৃন্দানাথোহবরোধকঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রপঙ্খীপঙ্করূপশ্চ
 লতাগুন্মশ্চ গোপতিঃ । গঙ্গা চ যমুনাক্রপো গোদাবেত্রবতি
 তথা ॥ ৫৪ ॥ কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযু স্তথা । রাজসস্তা-
 মসঃ সত্বী সর্বাঙ্গী সর্বলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥ সুধাময়ো মৃতময়ো
 যোগিনীবল্লভঃ শিবঃ । বুদ্ধো বুদ্ধিমতাংশ্রেষ্ঠো বিষ্ণু জিষ্ণুঃ
 (৪০০) শচীপতিঃ ॥ ৫৬ ॥ বাশী বংশধরো লোকো বিলোকো
 মোহনাশনঃ । রবরাবো রবোরাবো বালো বালবলাহকঃ ॥ ৫৭ ॥
 শিবো রুদ্রোনলো নীলো লাক্স্মী লাক্স্মীশ্রয়ঃ । পারদঃ পাবনো
 হংসো হংসাক্রটো জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥ মোহিনীমোহনোমারী
 মহামায়ো মহামখী । বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালোদমন
 কারকঃ ॥ ৫৯ ॥ কুজাভাগ্যপ্রদো বীরো রজক ক্ষয়কারকঃ ।
 কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ ॥ ৬০ ॥ হারকঃ
 সর্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠো পিতামহঃ । খড়্গাধারী কৃপাকারী রাধা-
 রমণ সুন্দরঃ ॥ ৬১ ॥ দ্বাদশারণ্য সন্তোগো শেষ নাগ ফণালয়ঃ ।
 কামঃ শ্রামঃ সুখঃ শ্রীদং শ্রীপতি শ্রীনিধিঃ কৃতি ॥ ৬২ ॥

হরিহরো নরো নারো নমোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ । গোপালী চিত্তহৰ্ত্তা
 চ কৰ্ত্তা সংসার তারকঃ ॥ ৬৩ ॥ আদিদেবো মহাদেবো গৌরী
 গুরুনাশ্রয়ঃ । সাধুৰ্মধুৰ্বিধুৰ্ধাতা ভ্রাতাহক্ৰূর পরায়ণ ॥ ৬৪ ॥
 রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারি বনাশ্রয়ঃ । বনং বনী বনাধ্যক্ষো
 মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ ॥ ৬৫ ॥ শ্রমস্তুকমণি প্রাজ্ঞো বিজ্ঞো
 বিঘ্নবিষাতকঃ । গোবৰ্দ্ধনোবৰ্দ্ধনীয়ো বৰ্দ্ধনী বৰ্দ্ধনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
 বৰ্দ্ধন্তো বৰ্দ্ধনো বৰ্দ্ধী বার্কিষ্ঠঃ স্রুথপ্রিয়ঃ । বদ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো
 বৃন্দারকজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ গোপালরমণীভৰ্ত্তা সাম্বকুষ্ঠ বিনাশনঃ ।
 রুক্মিণীহরণঃ (৫০০) প্রেমপ্রেমী চন্দ্রাবলীপতিঃ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীকৰ্ত্তা
 বিশ্বভৰ্ত্তা চ নারায়ণো নরোবলী । গণোগণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো
 মহামুনিঃ ॥ ৬৯ ॥ বাসো নারায়ণোদিব্যো ভব্যো ভাবুকধারকঃ ।
 স্বঃশ্রেয় সংশিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং ॥ ৭০ ॥ শুভাশ্লকঃ
 শুভঃ শান্তা প্রশান্তা মেঘনাদহা । ব্রহ্মণ্য দেবো দীনানামুক্কারক
 রণক্ষমঃ ॥ ৭১ ॥ কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ । কৃষ্ণঃ
 কামীসদাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ ॥ ৭২ ॥ নন্দো নন্দীমহানন্দী
 মাদীমাদনকঃ কিলী । মিলীহিলীগিলী গোলাী গেলো গোলালয়ো
 গুলী ॥ ৭৩ ॥ গুগুগুলীমারকীশাখী বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী । শ্লেচ্ছহা
 কালহৰ্ত্তা চ যশোদা যশএব চ ॥ ৭৪ ॥ অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণু ইরিঃ
 সত্যোজনর্দনঃ । হংসো নারায়ণো লীলো নীলো ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥
 জানকীবল্লভো রামো বিরামো বিঘ্ননাশনঃ । সহস্রাংশু মৰ্হাভানু
 বীরবাহু মৰ্হোদধিঃ ॥ ৭৬ ॥ সমুদ্রোদ্ধিরকুপারঃ পারাবারঃ সরিৎ-
 পতিঃ । গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা পরিপালকঃ ॥ ৭৭ ॥ সদারামঃ
 রূপারামো মহারামো ধনুর্ধরঃ । পৰ্বতঃ পৰ্বতাকারো গয়োগেয়ো
 দ্বিজপ্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ কঞ্চলাশ্চতরোরামো রামায়ণ প্রবর্তকঃ । দ্যোদি-

বৌদিবসোদিবো ভব্যোভাবি ভয়াপহঃ ॥ ৭৯ ॥ পার্শ্বতীভাগ্য
 সহিতো ভ্রাতা (৬০০) লক্ষ্মীবিলাসরান্ । বিলাসী সাহসী সৰ্ব্বী
 গৰ্ব্বী গৰ্ব্বিতলোচনঃ ॥ ৮০ ॥ মুরারি লোক ধৰ্ম্মজ্ঞো জীবনো
 জীবনান্তকঃ । যমো যমাদিৰ্যমনো যামী যামবিধায়কঃ ॥ ৮১ ॥
 বসুলীঃ পাংসুলীঃ পাংসুঃ পাণ্ডুরজ্জুনবল্লভঃ । ললিতা চন্দ্রিকা
 মালী মালীমালাপুজাশ্রয়ঃ ॥ ৮২ ॥ অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিত্তা-
 মণি প্রভুঃ । মণির্দিনমণিশৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥
 বদরীবনসংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ । অমরারিনিহস্তা চ
 সুধাসিন্ধুবিধুদয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রীচৈব গদাধরঃ ।
 শ্রীকর্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ ॥ ৮৫ ॥ শ্রীপতিঃ
 পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ । বাসুদেবোহপ্রমেয়াত্মা
 কেশবো গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৮৬ ॥ নারায়ণঃ পরং ধাম দেবদেবো
 মহেশ্বরঃ । চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ ॥ ৮৭ ॥
 ভগবান্ সৰ্বভূতেশো গোপালঃ সৰ্বপালকঃ । অনন্তো নিঃশৃংগো-
 হনন্তো নির্বিকলো নিরঞ্জনঃ ॥ ৮৮ ॥ নিরাধারো নিরাকারো
 নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ । পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ
 ॥ ৮৯ ॥ ক্ষণাবনিঃ সার্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ । বিষ্ণুর্দামো-
 দরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ ॥ ৯০ ॥ দেবকী গর্ভ সন্তুতো
 যশোদাবৎসলো হরিঃ । শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুভূতনাথো দিবস্পতিঃ
 ॥ ৯১ ॥ অব্যয়ঃ সৰ্ব ধৰ্ম্মজ্ঞো নিৰ্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ (৭০০) ।
 নির্বাণ নারকো নিত্যো নীলজীমূতসন্নিভঃ ॥ ৯২ ॥ কলাক্ষয়শ্চ
 সৰ্বভূতঃ কমলারূপতৎপরঃ । হৃষীকেশঃ পীতবাসাবসুদেব প্রিয়া-
 ত্মজঃ ॥ ৯৩ ॥ নন্দগোপকুমারার্যো নবনীতাশনঃ প্রভুঃ । পুরাণ
 পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খপাণিঃ সুবিক্রমঃ ॥ ৯৪ ॥

অনিরুদ্ধ শক্ররথঃ শাস্ত্রপাণি শত্রুভূজঃ । গদাধরঃ সুরাভিলো-
গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ ॥ ৯৫ ॥ বৃন্দাবনচরঃ শৌরির্বেণুবাদ্য বিশা-
রদঃ । তৃণাবর্তান্তকো ভীম সাহসো বহু বিক্রমঃ ॥ ৯৬ ॥ শকট-
সুর সংহারী বকাসুর বিনাশনঃ । ধেনুকাসুর সংঘাতঃ পুতনারি
নৃকেশরী ॥ ৯৭ ॥ পিতামহোপ্তকঃ সাক্ষী প্রত্যাগাত্মা সদাশিবঃ ।
অপ্রমেয় প্রভুঃ প্রাজ্ঞো প্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৮ ॥ ধন্যো মাত্মো-
ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদগুরুঃ । অন্তর্যামীশ্চরো দিব্যো
দৈবজ্ঞো দেবতাগুরুঃ ॥ ৯৯ ॥ ক্ষীরাক্ষি শয়নো ধাতা লক্ষ্মীবাল্ল-
ক্ষণাগ্রজঃ । ধাত্রী পতি রমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর পূজিতঃ ॥ ১০০ ॥
লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্র কীর্তনঃ । কোটি মন্থথ সৌন্দর্য্যো
জগন্মোহনবিগ্রহঃ ॥ ১০১ ॥ মন্দস্মিত তমো গোপো গোপিকা
পরিবেষ্টিতঃ । ফুল্লারবিন্দনয়নশচাপুরাক্ষু নিস্কদনঃ ॥ ১০২ ॥ ইন্দী-
বরদলশ্রামো বর্হিবর্হাবতংসকঃ । মুরলী নিনদাফ্লাদো দিব্য
মাল্যো বরাশ্রয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ স্ককপোল যুগঃ স্কক্রযুগলঃ স্কললাটকঃ ।
কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষোলক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ ॥ ১০৪ ॥ পীনবক্ষা শত্রু-
র্বাহুশত্রুমুর্তিস্ত্রিবিক্রমঃ । কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্ট শত্রু নিব-
র্হণঃ ॥ ১০৫ ॥ কিরীট কুণ্ডল ধরঃ কটকাস্তদমণ্ডিতং । মুদ্রিকা
ভরণো পেতঃ কটি স্ত্রুত্র বিরাজিতঃ ॥ ১০৬ ॥ মঞ্জীররঞ্জিত পদঃ সর্ক-
ভরণভূষিতঃ । বিদ্যুস্ত পাদ যুগলো দিব্য মঙ্গল বিগ্রহঃ (৮০০) ॥ ১০৭ ॥
গোপিকা নয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ । সমস্তজগদানন্দঃ স্কন্দরো-
লোক নন্দনঃ ॥ ১০৮ ॥ যমুনা তীর সঞ্চারী রাধা মন্থথ বৈভবঃ ।
গোপনারী প্রিয়ো দান্তো গোপী বস্ত্রাপহারকঃ ॥ ১০৯ ॥ শৃঙ্গার
মূর্তিঃ শ্রীধামাতারকো মূলকারণঃ । সৃষ্টিসংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরা-
সুরবিভঞ্জনঃ ॥ ১১৪ ॥ নরকাসুরহারী চ মুরারি বৈরি মর্দনঃ ।

ଆଦିତ୍ୟେ ପ୍ରିୟୋ ଦୈତ୍ୟ ଭୀକରଚେନ୍ଦୁଶେଖରଃ ॥ ୧୧୧ ॥ ଜରାସକ୍ତ
 କୁଳଧ୍ବଂସୀ କଂସାରାତିଃ ସୁବିକ୍ରମଃ । ପୁଣ୍ୟଲୋକଃ କୀର୍ତ୍ତନୀୟୋ ଯାଦ-
 ବେନ୍ଦ୍ରୋ ଜଗନ୍ନୁତଃ ॥ ୧୧୨ ॥ ଋକ୍ଷିଣୀରମଣଃ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀପ୍ରିୟଃ ।
 ମିତ୍ରଂ ବିନ୍ଦାନାମ୍ନଜିତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ସମୁପାସିତଃ ॥ ୧୧୩ ॥ ସୁଧାକର କୁଳେ
 ଜାତୋହନନ୍ତ ପ୍ରବଳବିକ୍ରମଃ । ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟସମ୍ପନ୍ନୋ ଦ୍ବାରକାୟାମୁପ-
 ହିତଃ ॥ ୧୧୪ ॥ ଭଦ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁତାନାଥୋ ଲୀଳା ମାନ୍ୟସ ବିଗ୍ରହଃ ।
 ସହସ୍ର ଷୋଢ଼ଶ ଜ୍ଞୀଶୋଭୋଗ ମୌଳିକ ଦାୟକଃ ॥ ୧୧୫ ॥ ବେଦାନ୍ତ-
 ବେଦ୍ୟଃ ସହେଦ୍ୟୋ ବୈଧ ବ୍ରହ୍ମାଣୁନାୟକଃ । ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରୋନାଥଃ ସର୍ବ-
 ଜୀବ ଦୟାପରଃ ॥ ୧୧୬ ॥ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ୍ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତଦ୍ରାଘ ପରାୟଣଃ ।
 ସର୍ବଜ୍ଞଃ ସର୍ବସୁଲଭଃ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦଃ ॥ ୧୧୭ ॥ ଷଡ୍ଘୃଣୈଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ
 ସମ୍ପନ୍ନଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମୋଦୁରକ୍ତରଃ । ମହାଭାବଃ କୈବଲ୍ୟଦାୟକୋ ଲୋକ-
 ନାୟକଃ ॥ ୧୧୮ ॥ ଆଦିମଧ୍ୟାନ୍ତ ରହିତଃ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ବିକ ବିଗ୍ରହଃ । ଅସ-
 ମାନ ସମସ୍ତାନ୍ତ୍ରୀ ଶରଣାଗତ ବଂଶଜଃ ॥ ୧୧୯ ॥ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଂହାର
 କାରଣଂ ସର୍ବକାରଣଂ । ଗନ୍ତୀରଃ ସର୍ବତାବଜ୍ଞଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦବିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୨୦ ॥
 ବିଷ୍ଣୁକ୍ସେନଃ ସତ୍ୟସକ୍ତଃ ସତ୍ୟବାନ୍ ସତ୍ୟବିକ୍ରମଃ । ସତ୍ୟବ୍ରତଃ ସତ୍ୟ-
 ସଂଜ୍ଞଃ ସର୍ବଧର୍ମପରାୟଣଃ ॥ ୧୨୧ ॥ ଆପନ୍ନାର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶମନୋଦ୍ରୋପଦୀ-
 ମାନରକ୍ତକଃ । କନ୍ଦର୍ପଜନକଃ ପ୍ରାଜ୍ଞୋ ଜଗନ୍ନାଟକ ବୈଭବଃ ॥ ୧୨୨ ॥
 ଭକ୍ତିବନ୍ତ୍ରୋ ଗୁଣାତୀତଃ ସର୍ବୈଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକଃ । ଦମସୋଷ ସୁତଦ୍ବେଷୀ
 ବାଘବାହ ବିଦ୍ଧଂନଃ ॥ ୧୨୩ ॥ ଭୀଷ୍ମଭକ୍ତିପ୍ରଦୋଦିବ୍ୟଃ କୌରବାବସ୍ଥ-
 ନାଶନଃ । କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରିୟବକ୍ତୁଷ୍ଠ ପାର୍ଥଶ୍ରବନ ସାରଥୀଃ ॥ ୧୨୪ ॥ ନାର-
 ସିଂହୋ ମହାବୀର ସ୍ତମ୍ଭଜାତୋ ମହାବଳଃ । ପ୍ରହ୍ଲାଦବରଦଃ ସତ୍ୟୋଦେବ
 ପୂଜ୍ୟୋ (୧୦୦) ଭୟଙ୍କରଃ ॥ ୧୨୫ ॥ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାବରଜୋ ବାମନୋ
 ବଳିବନ୍ଧନଃ । ଗଜେନ୍ଦ୍ରବରଦଃ ସ୍ବାମୀ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କୃତଃ ॥ ୧୨୬ ॥

শেষপর্য্যাক্ষয়নো বৈনতেষ্য রথো জয়ী । অব্যাহতবনৈশ্বৰ্য্য
সম্পন্নঃ পূৰ্ণমানসঃ ॥ ১২৭ ॥ যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষীক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞান
দায়কঃ । যোগি হৃৎপঙ্কজাবাসোযোগমায়া সমন্বিতঃ ॥ ১২৮ ॥
নাদবিন্দুকলাতীত শ্চতুৰ্ভগ ফলপ্রদঃ । সুষুম্নামার্গসঞ্চারী দেহস্তা-
ন্তর সংস্থিতঃ ॥ ১২৯ ॥ দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণসাক্ষীচেতঃ প্রসাদকঃ ।
সূক্ষ্মঃ সৰ্ব্বগতো দেহো জ্ঞান দৰ্পণগোচরঃ ॥ ১৩০ ॥ তত্ত্বত্রয়াত্মকো
ব্যক্তঃ কুণ্ডলীসমুপাশ্রিতঃ । ব্রহ্মণ্যঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো
গতরুমঃ ॥ ১৩১ ॥ শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমূৰ্ত্তির্মহাপ্রভুঃ । সহস্র-
শীৰ্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ১৩২ ॥ সমস্ত ভুবনাধারঃ সমস্ত-
প্রাণরক্ষকঃ । সমস্তসৰ্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকা প্রাণবল্লভঃ ॥ ১৩৩ ॥
নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্য শ্রীর্নিত্যমঙ্গলঃ । ব্যাহাৰ্চিতো
জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরাধিপঃ ॥ ১৩৪ ॥ পূৰ্ণানন্দ ঘনীভূতো গোপ-
বেশধরো হরিঃ ॥ ১৩৪ ॥ কলাপ কুমুমশ্রামঃ কোমলঃ শাস্ত্র-
বিগ্রহঃ ॥ ১৩৫ ॥ গোপাঙ্গনারূতোহনন্তো বৃন্দাবন সমাশ্রয়ঃ ।
বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ ॥ ১৩৬ ॥ বালকীড়
সমাসক্তো নবনীতস্ত তঙ্করঃ । গোপাল কার্মিনী জারশৌর জার
শিখামণিঃ ॥ ১৩৭ ॥ পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ ।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্বো বাপকো লোকপাবনঃ ॥ ১৩৮ ॥ সপ্তকোটী
মহামন্ত্র শেখরো দেবশেখরঃ । বিজ্ঞান জ্ঞান সন্ধান স্তোত্রোরাশি
র্জগৎপতিঃ ॥ ১৩৯ ॥ ভক্তলোক প্রসন্নাত্মা ভক্ত মন্দার বিগ্রহঃ ।
ভক্ত দারিদ্র্য দমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ ॥ ১৪০ ॥ ভক্তাধীন
মনাঃ পূজ্যোভক্তলোক শিবঙ্করঃ । ভক্তাভীষ্টপ্রদ সৰ্ব্বভক্তাঘোষ
নিকুন্তনঃ ॥ ১৪১ ॥ অপার করুণাসিকু ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ ॥ ১৪২ ॥
(১০০০) ॥

ইতি শ্রীরাধিকানাথ সহস্রনামকীর্তিতং । স্মরণাৎ পাপরাশীনাং ধ্বংসঃ
 মৃত্যুনাশিনং ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ নিবারকং । মানসং বাচিকং
 কায়াং যৎ পাপং পাপসম্ভবং ॥ ২ ॥ সহস্রনামপঠনাৎ সৰ্বং নশ্বতি তৎক্ষণাৎ ।
 মহাদারিদ্র্যযুক্তো যো বৈষ্ণবো বিষ্ণু ভক্তিমান্ ॥ ৩ ॥ কার্তিক্যাং সংপঠেদ্রাত্ৰৌ
 শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ । গীতাস্থর ধরো ধীমান্ হৃগক্তি পুষ্পচন্দনৈঃ ॥ ৪ ॥
 পুষ্পকং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ । রাধাধ্যানঙ্কিতো ধীরো বনমালা-
 বিভূষিতঃ ॥ ৫ ॥ শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেন্নাম সহস্রকং । চৈত্র শুক্রে চ কৃষ্ণে চ
 কুহ সংক্রান্তিবাসরে ॥ ৬ ॥ পঠিতব্যং অথ ত্বেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ।
 তুলসীমালয়াযুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি তৎপরঃ ॥ রবিবারে চ শুক্রে চ ছাদ্ধশ্রাং
 শ্রাদ্ধবাসরে ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ । পঠেন্নাম সহ-
 স্রকং ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥ মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ-
 সদা । দেশান্তরং গতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যে চ মহা-
 দেবি হৃদযাঃ কামমোহিতাঃ । মুক্কাঃ স্বয়ং সমায়াস্তি বৈষ্ণবং চ ভজন্তি
 ভাঃ ॥ ১০ ॥ রোগী রোগাৎ সমুচ্ছেতে বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ । গুৰ্ব্বিণী জনয়েৎ
 পুত্রং কন্তাবিন্দতি সংপতিং । রাজানো বশ্বতাং যাস্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র-
 মানবাঃ ॥ ১১ ॥ সহস্রনাম শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে । ধারণাৎ সৰ্ব-
 মাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাক্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ বংশীবটে চান্য বটে তথা পিঙ্গলকেধবা ।
 কদম্বপাদপতলে গোপাল মূর্তি সন্নিধৌ । যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো নিত্যং সযান্তি
 হরিমন্দিরং ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকারৈঃ ময়ি প্রোক্তং পুরা শিবে । নার-
 দায় মর্যাপ্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতং ॥ ১৪ ॥ মরাহরি বরারোহে প্রোক্তমেতৎ
 হৃদ্বলভং । গোপনীয়ং অথ ত্বেন প্রকাশ্যং ন কথংচন ॥ ১৫ ॥ শঠায় পাপিনে চৈব
 লম্পটায় বিশেষতঃ । ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন । দেবঃ
 শিষ্যায় শাস্ত্রায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ ॥ ১৬ ॥ গোদান ব্রহ্ম যজ্ঞাদেবাজপেয়
 শতশ্চ চ । অথমেধ সহস্রশ্চ ফলং পাঠে ভবেদ্ ফলং ॥ ১৭ ॥ একাদশ্যাং
 মরঃ স্নাত্বা হৃগক্তি দ্রব্যতৈলকৈঃ । আহারং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণং
 ভূতঃ আরম্ভ কর্তাসৌ সৰ্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৮ ॥ শতাবৃত্তং সহস্রকং
 যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো জনঃ ॥ শ্রীবৃন্দাবনচলশ্চ প্রসাদাৎ সৰ্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
 বদ্ গৃহে পুষ্পকং দেবি পূজিতং চৈব তিষ্ঠতি । ন মারী ন চ ছুৰ্ত্তিকং নোপসর্গ
 ভয়ং কচিৎ । সর্পাদিতুত যক্ষাদ্যানশ্চ নাক্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ শ্রীগোপাল-
 মহাদেবি বসেৎ তস্ত গৃহে সদা । গৃহে যত্র সহস্রং চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতং ॥ ২১ ॥

শ্রীশ্রীগোদ্রমচক্রায় নমঃ ।

শ্রীশ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রম্ ।



কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং । ব্রহ্মাণ্ডাখিল
নাথস্বং সৃষ্টিসংহারকারকঃ । স্বমেব পূজ্যসে লোকৈব্রহ্মবিষ্ণু-
সুরাদিভিঃ ॥ নিত্যং পঠসি দেবেশ কস্ত স্তোত্রং মহেশ্বর । আশ্চর্য্য
মিদমত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর । তৎপ্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং
হিক্তি শঙ্কর ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ । ধন্যাসিকৃত পুণ্যাসি পার্শ্বতি
প্রাণবল্লভে । রহস্তাতিরহস্তঞ্চ যৎপৃচ্ছসি বরাননে ॥ স্ত্রীস্বভা-
বান্নমহাদেবি পুনস্বং পরিপৃচ্ছসি । গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপ-
নীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ দত্তেচ সিদ্ধি হানিঃ স্ত্রাতস্তাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ।
ইদং রহস্তং পরমং পুরুষার্থ প্রদায়কং । ধন রত্নৌষ মাণিক্য তুরঙ্গ-
মগজাদিকং । দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কং ॥ ততেহং
সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুস্বাবহিতা প্রিয়ে । যোসৌ নিরাজ্ঞনোদেব শ্চিৎ-
স্বরূপী জনার্দনঃ ॥ সংসার সাগরোত্তারকারণায় সদা নৃণাং ।
শ্রীরঙ্গাদিক রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি । ততোলোকা মহা
মূঢ়া বিষ্ণু ভক্তি বিবর্জিতাঃ ॥ নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো
হরিঃ ॥ নিরাজ্ঞনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতি কামদঃ । বৃন্দাবন

ବିହାରାୟ ଗୋପାଳଃ କ୍ରମମୁଦ୍ରହନ୍ ॥ ମୁରଲୀ ବାଦନାଧାରୀ ରାଧାୟୈ ଶ୍ରୀତି
 ମାବହନ୍ । ଅଂଶାଂଶେଭ୍ୟଃ ସମୁନ୍ମୀଳା ପୁର୍ଣ୍ଣରୂପକଳାୟୁତଃ ॥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-
 ଚକ୍ରୋତ୍ତଗବାନ୍ନନ୍ଦ ଗୋପବରୋଦ୍ୟତଃ ॥ ଧରଣୀ ରୂପିଣୀ ମାତା ଷଶୋଦା-
 ନନ୍ଦଦାୟିନୀ । ଛାତ୍ରାଂ ପ୍ରସାଦିତୋ ନାଥୋ ଦେବକ୍ୟାଂ ବନ୍ଧୁଦେବତଃ ।
 ବ୍ରହ୍ମଣାଭ୍ୟର୍ଥିତୋ ଦେବୋ ଦେବୈରପି ଅୁରେଶ୍ଵରି ॥ ଜାତୋବତ୍ତାଂ ମୁକୁ-
 ନ୍ଦୋପି ମୁରଲୀ ବେଦରେଚିକା । ତସ୍ୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ବଚଃ କୃତ୍ଵା ତତୋ ଜାତୋ
 ମହୀତଳେ ॥ ସଂସାର ସାର ସର୍ବସ୍ଵଂ ଶ୍ରାମଳଂ ମହଦୁଜ୍ଜ୍ଵଳଂ । ଏତଞ୍ଜ୍ୟୋତି
 ରହଂ ବେଦ୍ୟଂ ଚିନ୍ତୟାମି ସନାତନଂ ॥ ଗୌରତେଜୋବିନା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରାମତେଜଃ
 ସମର୍ଚୟେଂ । ଜପେଂବା ଧ୍ୟାୟତେ ବାପି ସତ୍ତ୍ଵେଂ ପାତକୀ ଶିବେ ।
 ସବ୍ରହ୍ମହାସୁରାପୀ ଚ ସ୍ଵର୍ଗସ୍ତେୟୀ ଚ ପଞ୍ଚମଃ । ଏତୈର୍ଦୌଷେ ବିଲିପ୍ୟେତ
 ତେଜୋଭେଦାନ୍ମହେଶ୍ଵରି ॥ ତସ୍ମାଞ୍ଜ୍ୟୋତିରଭୁଦ୍ଧେଧା ରାଧାମାଧବରୂପକଂ ॥
 ତସ୍ମାଦିଦଂ ମହାଦେବି ଗୋପାଳେନୈବ ଭାଷିତଂ । ଦୁର୍କାସସୋମୁନେ
 ମୋହେ କାର୍ତ୍ତିକ୍ୟାଂ ରାସମନ୍ତଳେ ॥ ତତଃ ପୃଥ୍ଵବତୀ ରାଧା ସନ୍ଦେହ ଭେଦ
 ମାୟନଃ । ନିରଞ୍ଜନାଂ ସମୁତ୍ପନ୍ନଂ ଯଯାଧୀତଂ ଜଗନ୍ନାୟି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେନ ତତଃ
 ପ୍ରୋକ୍ତଂ ରାଧାୟୈ ନାରଦାୟ ଚ । ତତୋନାରଦତଃ ସର୍ବଂ ବିରଳା
 ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତଥା । କଲୌଜାନନ୍ତି ଦେବେଶି ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରସବ୍ଧତଃ ॥ ଶଠାୟ
 କ୍ରମଣାୟାଥ ଦାନ୍ତିକାୟ ଅୁରେଶ୍ଵରି । ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାମବାପ୍ନୋତି ତସ୍ମାଂ
 ସତ୍ତ୍ଵେନ ଗୋପୟେଂ ॥

[ଅସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମ ଶ୍ଳୋକମସ୍ତ୍ରମ୍ଭ, ଶ୍ରୀନାରଦ ଶାସିଃ, ଅବୁଷ୍ଠପୁଚ୍ଛନ୍ଦଃ,
 ଶ୍ରୀଗୋପାଳୋ ଦେବତା, କାନ୍ଦୋବୀଜଂ, ମାୟା ଶକ୍ତିଃ, ଚନ୍ଦ୍ରଃ କୌଳକଂ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଭକ୍ତି-
 ରୂପ କଳ ପ୍ରାପ୍ତୟେ ଶ୍ରୀଗୋପାଳସହସ୍ରନାମ ଜପେ ବିନିଯୋଗଃ ।]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রীয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রং ।

॥ওঁ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ । বাসুদেবাত্মজঃ
 পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ ॥ শ্রীবৎসকোন্তভধরো যশোদাবৎসলো
 হরিঃ । চতুর্ভূজাতচক্রাসি গদাশঙ্খাশুজাযুধঃ ॥ দৈবকীনন্দনঃ
 শ্রীশো নন্দগোপপ্রিয়াত্মজঃ । যমুनावেগসংহারী বলভদ্রপ্রিয়াত্মজঃ ॥
 পুতনাজীবিত হরঃ শকটাস্বরভঞ্জনঃ । নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদা-
 নন্দবিগ্রহঃ ॥ নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদকঃ । ষোড়শ স্ত্রী
 সহশ্ৰেণ স্ত্রিভঙ্গে মধুরাকৃতিঃ ॥ শুকবাগমৃতাকীন্দু গোবিন্দো
 গোবিদাং পতিঃ । বৎস পালনসঞ্চারী ধেনুকাসরভঞ্জনঃ ॥ তৃণী-
 ক্ততৃণাবর্তো যমলাজুন ভঞ্জনঃ । উত্তানতালভেত্তা চ তমাল-
 শ্রামলাকৃতিঃ ॥ গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্যাকোটি সমপ্রভঃ ।
 ইলাপতিঃ পরং জ্যোতি র্যাদবেন্দ্রো বদ্বহঃ ॥ বসুমালী পীতবাসাঃ
 পারিজাতাপহারকঃ । গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্তা গোপালঃ সর্বপালকঃ ॥
 অজ্ঞো নিরঞ্জনঃ কামজনকঃ কঞ্জলোচনঃ । মধুহা মথুরানাথো
 দ্বারকানায়কো বলী ॥ বৃন্দাবনান্ত সঞ্চারী তুলসীদাম ভূষণঃ ।
 স্তমন্তকমণেহর্তা নর নারায়ণাত্মকঃ ॥ কুজাকৃষ্ণাশ্বরধরো মায়ী
 পরমপুরুষঃ । মুষ্টিকাস্বর চানুরমহাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ সংসারবৈরিঃ
 কংসারি মুরারি নরকান্তকঃ । অনাদি ব্রহ্মচারী চ কৃষ্ণাব্যাসন

কর্ষকঃ ॥ শিশুপাল শিরশ্ছেতা হর্যোধনকুলান্তকুৎ । বিহ্বরাক্রুর-
 বরদো বিশ্বরূপ প্রদর্শকঃ ॥ সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো
 জয়ী । শ্ৰুভদ্রাপূর্বজ্ঞো বিষ্ণু ভীষ্মমুক্তি প্রদায়কঃ । জগদ্গুরু
 জগন্নাথো বেণুবাদ্য বিশারদঃ । বৃষভাসুর বিধ্বংসী বাণাসুর-
 বলান্তকুৎ ॥ যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা বর্হিবর্হাবতংসকঃ । পার্থসারথি
 রব্যাক্তো গীতামৃত মহোদধিঃ ॥ কালীয়া ফণীমাণিক্য রঞ্জিত শ্রীপদা-
 শ্বজঃ । দামোদরো যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্র বিনাশনঃ । নারায়ণঃ
 পরং ব্রহ্ম পরগাসন বাহনঃ । জলক্ৰীড়াসমাসক্ত গোপীবন্দ্রাপ-
 হারকঃ । পুণ্যলোকস্তীর্থকরো বেদবিদ্যা দয়ানিধিঃ । সর্বতীর্থা-
 শ্রকঃ সর্বগ্রহরূপী পরাংপরঃ ॥ ইত্যেবং কৃষ্ণদেবশ্চ নাম্নামষ্টোত্তরং
 শতং । কৃষ্ণেণ কৃষ্ণভক্তেন শ্রদ্ধা গীতামৃতং পুরা ॥ স্তোত্রং কৃষ্ণ
 প্রিয়করং কৃতং তস্মান্ময়া পরং । কৃষ্ণ নামামৃতং নাম পরমানন্দ
 দায়কং ॥ * * * ॥ কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে ।
 নাথায় রুক্মিণীশায় নমো বেদান্তবেদিনে ॥ওঁ॥

[শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নাম্নাং শ্রীশেষ ঋষি রনুষ্টু প্চ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা]

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থ রাত্রে উমা মহেশ্বর সংবাদে
 ধরণীশেষ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রোদ্ধৃতং

শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম

স্তোত্রং ।

অথ গোপাল স্তোত্রং । নবীননীরদশ্রামং নীলেন্দীবর-
 লোচনং । বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং ॥
 ক্ষুরদ্বর্হনলোদ্বন্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজং । কদম্বকুসুমোদ্বন্ধবনমালা-
 বিভূষিতং ॥ গগুমণ্ডলসংসর্গিচলংকুঞ্চিতকুন্তলং । স্থূলমুক্তা-
 ফলোদারহারোদ্যোতিতবক্ষসং ॥ হেলাঙ্গদতুল্যাকোটিকিরী-
 টোজ্জলবিগ্রহং । মন্দমারুতসংক্ষোভচলিতাশ্বরসঞ্জয়ং ॥ কুচি-
 রৌষ্ঠপুটভৃশ্চ বংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ । লসদগোপালিকাচেতো
 মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ বল্লবীবদনাস্তোজ মধুপানমধুভ্রতং ।
 ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সম্ভেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ যৌবনোদ্ভিন্ন-
 দেহাভিঃ সংস্কৃতাভিঃ পরম্পরং । বিচিত্রাশ্বরভূষাভির্গোপনারী-
 ভিরাবৃতং ॥ প্রতিপ্লাজ্ঞনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকং । যোধ-
 যন্তং কচিৎগোপান্ শ্যাহরন্তং গবাক্ষগং ॥ কালিন্দীজলসংসর্গি
 শীতলানিলসেবিতৈ । কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে
 কচিৎ ॥ রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসমপরিগ্রহং । কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ড-
 পিকাগতং ॥ বসন্তকুসুমামোদস্বরভীকৃতদিগ্বুখে । গোবর্দ্ধন-
 গিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং । সব্যহস্ততলন্যস্ত গিরি-
 বর্ষাতপত্রকং । খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারধনাঘনং ॥ বেণু-
 বাদ্যমহোল্লাসকৃতহৃষ্কারনিঃস্বনৈঃ । সরমৈরুন্মুখৈঃ শঙ্খদৃগোকুলৈ-
 রভিবীক্ষিতং ॥ কৃষ্ণমেবাশুগায়ন্তিস্তেষ্ঠাবশবর্ত্তিভিঃ । দণ্ড-
 পাশোদ্যতকঠৈঃ গোপালৈরূপশোভিতং ॥ নারদাদৈর্মুনি-
 শ্চেষ্টৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ । প্রীতিশ্রুতিঙ্কয়া বাচা স্তূষমানং
 পরাংপরং ॥

শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্রনাম ।

বালকৃষ্ণঃ সুরাধীশো ভূতাবাসো ব্রহ্মেশ্বরঃ । ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনো
নন্দী ব্রজাঙ্গনবিহারণঃ ॥ গোগোপগোপিকানন্দকারকো ত ক্র-
বর্দ্ধনঃ । গোবৎসপুচ্ছ সংকর্ষ জাতানন্দভরোহজয়ঃ ॥ রিঙ্গমাণ
গতিঃ শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশনঃ । ধূলিধুষরসর্কাক্ষো ঘটপীতপরি-
চ্ছদঃ ॥ পুরটাভরণঃ শ্রীশো গতির্গতিমতাং সদা । যোগীশো
যোগবন্দ্যশ্চ যোগাধীশো যশঃপ্রদঃ ॥ যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণো
গোবৎস পরিচারকঃ । গবেশ্চ গবাঙ্কশ্চ গবাধ্যাক্ষো গবা-
ম্পতিঃ ॥ গবেশশ্চ গবীশশ্চ গোচারণপরায়ণঃ । গোধূলিধাম-
প্রিয়কো গোধূলিকৃতভূষণঃ ॥ গোরাস্তো গোরসাসো গো গোরসা-
ক্ষিতধামকঃ । গোরসাস্বাদকো বৈদ্যো বেদাতীতো বসুপ্রদঃ ॥
বিপুলাংশো রিপুহরো বিষ্ণুরো জয়দো জয়ঃ । জগদ্বন্দ্যো জগ-
ন্নাথো জগদারাধ্যাপাদকঃ ॥ জগদীশো জগৎকর্তা জগৎপুজ্যো
জয়ারিহা । জয়তাং জয়শীলশ্চ জয়াতীতো জগদ্বলঃ ॥ জগদ্বর্ত্তা
পালয়িতা পাতা ধাতা মহেশ্বরঃ । রাধিকানন্দনো রাধাপ্রাণ-
নাথো রসপ্রদঃ ॥ রাধাভক্তিকরঃ শুক্লো রাধারাদ্যো রমাপ্রিয়ঃ ।
গোকুলানন্দদাতা চ গোকুলানন্দরূপধ্বক্ ॥ গোকুলেশ্বরকল্যাণো
গোকুলবরনন্দনঃ । গোলোকাভিরতিঃ অথী গোলোকেশ্বর-
নায়কঃ । নিত্যং গোলোকবসতি নিত্যং গোগোপনন্দনঃ । গণে-
শ্বরো গণাধ্যাক্ষো গণানাং পরিপূরকঃ । গুণীগুণোৎকরো গণ্যো
গুণাতীতো গুণাকরঃ । গুণপ্রিয়ো গুণাধারো গুণারাদ্যো গণা-

গ্রন্থিঃ ॥ গণনাগকো বিব্রহরো হেরষ পার্শ্বতীহৃতঃ । পর্শ্বতাদি-
 নিবাসী চ গোবর্দ্ধনধরো গুরুঃ ॥ গোবর্দ্ধনপতিঃ শান্তো গোবর্দ্ধন-
 বিহারকঃ । গোবর্দ্ধনো গীতগতি গর্বাক্ষো গোবৃষেক্ষণ ॥ গভস্তি-
 নেমিগীতাত্মা গীতগম্যো গতিপ্রদঃ । গবাময়ো যজ্ঞনেমি যজ্ঞাক্ষো
 যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ যজ্ঞপ্রিয়ো যজ্ঞহর্তা যজ্ঞগম্যো যজুর্গতিঃ । যজ্ঞাক্ষো
 যজ্ঞগম্যশ্চ যজ্ঞপ্রাপ্যো বিমৎসরঃ ॥ যজ্ঞাস্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যো যজ্ঞা-
 তীতো যজুঃপ্রিয় । মনুর্মবাদিরূপী চ মনুস্তর বিহারকঃ ॥ মনু-
 প্রিয়ো মনোর্বংশধার মাধবমাপতিঃ । মায়াপ্রিয়ো মহামায়ো
 মায়াতীতো ময়াস্তকঃ ॥ মায়াভিগামীমায়াখ্যো মহামায়াবরপ্রদঃ ।
 মহামায়াপ্রদো মায়াানন্দো মায়েশ্বরঃ কবিঃ ॥ করণং কারণং কৰ্ত্তা
 কার্য্যং কৰ্ম্ম ক্রিয়া মতিঃ । কার্য্যাতীতো গবাং নাথো জগন্নাথো
 গুণাকরঃ ॥ বিশ্বরূপো বিরূপাখ্যো বিদ্যানন্দো বসুপ্রদঃ । বাসু-
 দেবো বশিষ্ঠেশো বাণীশো বাকৃপতির্মহঃ ॥ বসুদেবো বসুশ্রেষ্ঠো
 দেবকীনন্দনোহরিহা । বসুপাতা বসুপতি বসুধাপরিপালকঃ ॥
 কংসারি কংসহস্তা চ কংসারাখ্যো গতি গর্বাং । গোবিন্দো
 গোমতাংপালো গোপনারীজনাধিপঃ ॥ গোপীরতো রুক্মনথধারী
 হরিজগদগুরুঃ । জাহ্নুজজ্বাস্তুরালশ্চ পীতাম্বরধরোহরিঃ ॥ হৈয়ঙ্গ-
 বীন সন্তোক্তা পায়সাশো গবাং গুরুঃ । ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণাহরাখ্যো
 নিত্যং গোবিপ্রপালকঃ ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তলভ্যো ভক্ত্যাতীতো
 ভুবান্ধতিঃ । ভূলোকপাতা হর্তা চ ভূগোলপরিচিস্তকঃ ॥ নিত্যং
 ভূলোকবাসী চ জনলোক নিবাসকঃ । তপোলোকনিবাসী চ
 বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুরশ্রবাঃ ॥ বিকুণ্ঠবাসো বৈকুণ্ঠবাসী হাসী রসপ্রদঃ ।
 রসিকাগোপিকানন্দদায়কো বালধৃগুপুঃ । যশস্বী যমুনাতীর পুলিনে
 হতীবমোহনঃ । বস্তুহর্তা গোপিকানাং মনোহারী বরপ্রদঃ ॥

দধিভক্ষো দয়াধারো দাতা পাতা হতাহতঃ । মণ্ডপো মণ্ডলাধীশো
 রাজরাজেশ্বরো বিভূঃ । বিশ্বধৃক্ বিশ্বভূক্ বিশ্বপালকো বিশ্ব-
 মোহনঃ । বিদ্বৎপ্রিয়ো বীতহব্যো হব্যগব্যকৃতাশনঃ ॥ কব্যভূক্
 পিতৃবর্তী চ কব্যাত্মা কব্যভোজনঃ । রামো বিরামো রতিদো
 রতিভর্তা রতিপ্রিয়ঃ ॥ প্রহ্যমোহক্ রূরদম্যশ্চ ক্রুরাত্মা ক্রুরমর্দনঃ ।
 রূপালুশ্চ দয়ালুশ্চ শয়ালুঃ সরিতাংপতিঃ ॥ নদীনদবিধাতা চ
 নদীনদবিহারকঃ । সিকুঃ সিকুপ্রিয়ো দান্তঃ শান্তঃ কান্তঃ কলা-
 নিধিঃ ॥ সন্ন্যাসকৃৎ সতাংভর্তা সাধুচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ । সাধুপ্রিয়ঃ
 সাধুগম্যো সাধ্বাচার নিষেবকঃ ॥ জন্মকৰ্ম্মফলত্যাগী যোগী ভোগী
 যুগীপতিঃ । মার্গাতীতো যোগমার্গো মার্গমাণো মহোরবিঃ ॥
 রবিলোচনো রবেরংশভাগী দ্বাদশরূপধৃক্ । গোপাল বালগোপালো
 বালকানন্দদায়কঃ ॥ বালকানাংপতিঃ শ্রীশো বিরতিঃসৰ্বপাপিনাং ।
 শ্রীলঃ শ্রীশ্চ শ্রীযুতশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ঃপতিঃ ॥ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রিয়ঃ-
 কান্তো রমাকান্তো রমেশ্বরঃ । শ্রীকান্তো ধরণীকান্তো উমাকান্তপ্রিয়ঃ
 প্রভুঃ ॥ ইষ্টোহভিলাষীবরদো বেদগম্যো হ্রাশয়ঃ । হুঃখহৰ্ত্তা
 হুঃখনাশো ভবহুঃখ নিবারকঃ ॥ যথেষ্টাচারনিরতো যথেষ্টাচার
 স্প্রিয়ঃ । যথেষ্টালাভসন্তুষ্টো যথেষ্টস্বমনোহন্তরঃ ॥ নবীন-
 নীরদাভাসো নীলাঞ্জনচয়প্রভঃ । নবহৃদ্দিনমেঘাভো নবমেঘচ্ছবিঃ
 কচিৎ ॥ স্বর্ণবর্ণো আশধারী দ্বিভূজো বহুবাহকঃ । কিরীটধারী-
 মুকুটো মূর্তিপঞ্জরসুন্দরঃ ॥ মনোরথপথাভীতকারকো ভক্তবৎসলঃ ।
 কষ্মারভোক্তা কপিলো কপিণো গরুড়াত্মকঃ ॥ স্ববর্ণঃ পর্ণো হেমাভঃ
 পূতনাস্তক ইত্যপি । পূতনাস্তনপাতাচ প্রাণাস্তকরণো রিপোঃ ॥
 বৎসনাশো বৎসপালো বৎসেশ্বর বস্তুভমং । হেমাভো হেমকণ্ঠশ্চ
 শ্রীবৎসঃ শ্রীমতাংপতিঃ ॥ সনন্দনপথারাদ্যো ধাতু ধাতুমতাংপতিঃ ।

ସନତ୍କୁମାର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରା ସନକେଶ୍ବରରୂପଧୃକ୍ ॥ ସନାତନପଦୋଦାତା ନିତ୍ୟ-
 ଶୈବସନାତନଃ । ଭାଣ୍ଡୀର ବନବାସୀ ଚ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦାବନନାୟକଃ ॥ ବୃନ୍ଦାବନେ-
 ଶ୍ବରୀପୂଜ୍ୟା ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟାବିହାରକଃ । ସମୁନାତୀରଗୋଧେନ୍ଦ୍ରପାଳକୋ
 ମେଘସନ୍ନତଃ ॥ କନ୍ଦର୍ପଦର୍ପହରଣୋ ମନୋନୟନନନ୍ଦନଃ । ବାଳକେଲି-
 ପ୍ରିୟଃ କାନ୍ତୋ ବାଳକ୍ରୀଡ଼ାପରିଚ୍ଛଦଃ ॥ ବାଳାନାଂରକ୍ଷକୋ ବାଲ୍ୟ
 କ୍ରୀଡ଼ାକୌତୁକକାରକଃ । ବାଲ୍ୟରୂପଧରୋ ଧର୍ମୋ ଧାତୁକ୍ତୀ ଶୂଳଧୃକ୍
 ବିଭୁଃ ॥ ଅମୃତାଂଶୋହୃତବପୁଃ ପୀୟୂଷପରିପାଳକଃ । ପୀୟୂଷପାୟୀ
 ପୌରବ୍ୟାନନ୍ଦନୋ ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ଶ୍ରୀଦାମାଂଶୁକପାତା ଚ ଶ୍ରୀଦାମ-
 ପରିଭୂଷଣଃ । ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟାପ୍ରିୟଃ କୃଷ୍ଣଃ କିଶୋରକାନ୍ତରୂପଧୃକ୍ ॥
 କାମରାଜଃ କଳାତୀତୋ ଯୋଗିନାଂ ପରିଚିନ୍ତକଃ । ବୃକ୍ଷେଶ୍ବରଃ କୃପା-
 ପାଳୋ ଗାୟତ୍ରୀଗତିବଲ୍ଲଭଃ ॥ ନିର୍ବାଣଦାୟକୋ ମୋକ୍ଷଦାୟୀ ବେଦ-
 ବିଭାଗକଃ । ବେଦବ୍ୟାସପ୍ରିୟୋବେଦ୍ୟୋ ବୈଦ୍ୟାନନ୍ଦପ୍ରିୟଃ ଶୁଭଃ ॥
 ଶୁକଦେବଗୟାନାଥୋ ଗୟାସୁରଃ ଗତିପ୍ରଦଃ । ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞିଷ୍ଣୁ ଗରିଷ୍ଠଃ
 ହୃଦିଷ୍ଠଃ ହୃଦୀୟସାଂ ॥ ବରିଷ୍ଠଃ ସବିଷ୍ଠଃ ଭୃଷିଷ୍ଠଃ ଭୃବଃପତିଃ ।
 ଦୁର୍ଗତେର୍ନାଶକୋ ଦୁର୍ଗପାଳକୋ ଦୁଷ୍ଟନାଶକଃ ॥ କାଳୀୟସର୍ପଦମନୋ
 ସମୁନାନିର୍ମୂଳୋଦକଃ । ସମୁନାପୁଲିନେ ରମ୍ୟୋ ନିର୍ମୂଳେ ପାବନୋଦକେ ॥
 ବସନ୍ତଂ ବାଳଗୋପାଳରୂପଧାରୀ ଗିରାଂପତିଃ । ବାଘଦାତା ବାକ୍ପ୍ରଦୋ
 ବାଣୀନାଥୋ ବ୍ରାହ୍ମଣରକ୍ଷକଃ ॥ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମକୃଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ପ୍ରଦାୟକଃ ।
 ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଦେବୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦାୟକୋ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟଃ ॥ ଅସ୍ତି ପ୍ରିୟୋଽସ୍ତସ୍ତଧରୋ-
 ଅସ୍ତନାଶୋ ଧିୟାଂପତିଃ । କ୍ଷମନ୍ତୁପୁରଧୃକ୍ବିଶ୍ବରୂପୀ ବିଶ୍ବେଶ୍ବର ଶିବଃ ॥
 ଶିବାଗ୍ରକୋ ବାଲ୍ୟବପୁଃ ଶିବାନ୍ଦ୍ରା ଶିବରୂପଧୃକ୍ । ସଦାଶିବପ୍ରିୟୋଦେବଃ
 ଶିବବନ୍ଦ୍ୟୋ ଜଗତ୍ଶିବଃ ॥ ଗୋମଧ୍ୟବାସୀ ଗୋବାସୀ ଗୋପଗୋପୀମନୋ-
 ଶ୍ଚରଃ । ଧର୍ମୋ ଧର୍ମଧୁରୀଂଶ ଧର୍ମରୂପୋ ଧରାଧରଃ ॥ ଶ୍ଵୋପାର୍ଜ୍ଜିତଧ୍ୟାୟଃ
 କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନୋ ନନ୍ଦିରୂପକଃ । ଦେବହୃଦିଜ୍ଞାନଦାତା ଯୋଗସାଂଧ୍ୟାନିବର୍ତ୍ତକଃ ॥

তৃণাবর্তপ্রাণহারী শকটাস্বরভঞ্জনঃ । প্রলম্বহারী রিপুহা তথা
 ধেনুকমর্দনঃ ॥ অরিষ্টনাশনোহচিন্ত্যঃ কেশিহা কেশিনাশনঃ ।
 কঙ্কহা কংসহা কংসনাশনো রিপুনাশনঃ ॥ যমুনাজলকল্লোলদর্শী
 হর্ষীপ্রিয়ংবদঃ । স্বচ্ছন্দহারী যমুনাজলহারী সুরপ্রিয়ঃ । লীলা-
 ধৃতবপুঃ কেলিকারকো ধরণীধরঃ । গোপ্তা গরিষ্ঠো গতিদো গতি-
 কারী গয়েশ্বরঃ ॥ শোভাপ্রিয়ঃ শুভকরো বিপুলশ্রীপ্রতাপনঃ ।
 কেশিদৈত্যাহরো দানী দাতা ধর্ম্মার্থসাধনঃ ॥ ত্রিসামা ত্রিককুৎসামঃ
 সর্ক্সা সর্ক্সদীপনঃ । সর্ক্সজঃ সূর্য্যগতো বুদ্ধো বৌদ্ধরূপী জনার্দনঃ ॥
 দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাতোচ্যতোহসিতঃ । পদ্মাক্ষঃ
 পদ্মজাকান্তো গরুড়াসনবিগ্রহঃ ॥ গারুড়মতধরো ধেনুপালকঃ
 সূর্য্যবিগ্রহঃ । আর্তিহা পাপহানেহা ভূতিহা ভূতিবর্দ্ধনঃ ॥ বাজ্রা-
 কল্পদ্রুমঃ সাক্ষান্নেধাবী গরুড়ধ্বজঃ । নীলশ্বেতঃ সিতঃকৃষ্ণো
 গৌরঃ পীতাস্বরচ্ছদঃ ॥ ভক্তার্তিনাশনো গীর্ণঃ শীর্ণোজীর্ণতনুচ্ছদঃ ।
 বলিপ্রিয়ো বলিহরো বলিবন্ধনতৎপরঃ ॥ বামনোবামদেবশ্চ
 দৈত্যারিঃ কঙ্কলোচনঃ । উদীর্ণঃ সর্ক্সতো গোপ্তা যোগগম্যঃ
 পুরাতনঃ ॥ নারায়ণো নরবপুঃ কৃষ্ণার্জুনবপুর্ধরঃ । ত্রিনাভিস্তবতাং
 সেব্যো যুগাতীতো যুগাক্ষকঃ ॥ হংসো হংসী হংসবপুর্হংসরূপী
 কৃপাময়ঃ । হরাঅকো হরবপুর্হরভাবনতৎপরঃ ॥ ধর্ম্মরাগো যমবপু
 ত্রিপুৱাস্তকবিগ্রহঃ ॥ ইন্দ্রযজ্ঞহরো গোবর্দ্ধনধারী গিরাংপতিঃ ।
 বজ্রভূগ্ধজ্জকারী চ হিতকারী হিতাস্তকঃ ॥ অক্রূরবন্দ্যো বিশ্ব-
 ঞ্চগম্বাহারী হরাস্তকঃ । হরগ্রীবঃ স্মিতমুখো গোপীকান্তোহরণ-
 ধ্বজঃ ॥ নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ সর্ক্সাসর্ক্সধ্বজনঃ । গোপীপ্রীতিকরো
 গোপীমনোহারীহরির্হরিঃ । লক্ষ্মণোভরতোরামঃ শত্রুঘ্নোনীল-
 রূপকঃ । হনুমজ্জ্ঞানদাতাচ জানকীবল্লভো গিরিঃ ॥ গিরিরূপী

গিরিমথোগিরিযজ্ঞ প্রবর্তকঃ । গিরেরঙ্গধরো গোপগোপীগো-
 তাপনাশনঃ ॥ ভবাক্রিপোতঃ শুভকৃৎ শুভভুক্ শুভবর্দ্ধনঃ ।
 বরারোহো হরিমুখো মণ্ডুকগতিলালসঃ । নেত্রবদ্ধক্রিয়ো গোপ-
 বালকো বালকো গুণঃ । গুণার্ণবপ্রিয়ো ভূতনাথো ভূতান্নকশসঃ ।
 ইন্দ্রজিদ্ ভয়দাতা চ যজ্ঞাং পতিরপ্নতিঃ । গীর্বাণবন্দ্যো গীর্বাণ-
 গতিরিষ্টো গুরুর্গতিঃ ॥ চতুর্মুখস্ততিমুখো ব্রহ্মনারদসেবিতঃ ।
 উমাকান্তধিয়ারাধ্যো গণনাগুণসীমকঃ ॥ সীমাস্তমার্গো গণিকা-
 গণমণ্ডলসেবিতঃ । গোপীদৃকপদ্মমধুপো গোপীদৃশ্যণ্ডলেখরঃ ॥
 গোপ্যালিঙ্গনকুঙ্গোপীহৃদয়ানন্দকারকঃ । ময়ূরপুচ্ছশিখরঃ কঙ্কণা-
 দ্ভূষণঃ ॥ স্বর্ণচম্পকসন্দেশলঃ স্বর্ণনূপুরভূষণঃ । স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণচ-
 স্বর্ণচম্পকভূষিতঃ ॥ চূড়াগ্রার্ণিতরত্নেঙ্গসারঃ স্বর্ণাশ্বরচ্ছদঃ । আজাহু-
 বাহুঃ শুমুখো জগজ্জননতৎপরঃ ॥ বালক্রীড়াতিচপলো ভাণ্ডীর-
 বননন্দনঃ । মহাশালঃ শ্রুতিমুখোগঙ্গাচরণসেবনঃ ॥ গঙ্গাধুপাদঃ
 করজাকরতোয়াজলেখরঃ । গণ্ডকীতীরসভূতো গণ্ডকীজলমর্দনঃ ॥
 শালগ্রামঃ শালরূপীশশিভূষণভূষণঃ । শশিপাদঃ শশিনথোবরারো-
 যুবতীপ্রিয়ঃ ॥ প্রেমপ্রদঃ প্রেমলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভবপ্রদঃ ।
 অনন্তশায়ীশবকুচ্ছরনো যোগিনীশ্বরঃ ॥ পূতনাশকুনিপ্রাণহারকো
 ভবপালকঃ । সর্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ সর্বাস্ত-
 কৃৎসর্বগুহ্যঃ সর্বাতীতোহস্মরাস্তকঃ । প্রাতরাশনসম্পূর্ণোধরগীরেণু
 গুষ্ঠিতঃ । ইজ্যো মহেজ্যঃ সর্বেজ্য ইজ্যরূপীজ্যভোজনঃ । ব্রহ্মা-
 র্পণপরোনিত্যং ব্রহ্মাগ্নিপ্ৰীতিলালসঃ ॥ মদনো মদনারাধ্যো মনো-
 মথনরূপকঃ । নীলাক্ষিতাকুক্ষিতকোবালবৃন্দাবিভূষিতঃ ॥ স্তোক-
 ক্রীড়াপরোনিত্যং স্তোকভোজনতৎপরঃ । ললিতাবিশখাশ্রামলত
 বন্দিতপালকঃ ॥

শ্রীমতী প্রিয়কারী চ শ্রীমত্যা পাদপূজিতঃ । শ্রীসংসেবিতপাদাজ্ঞো
 বেণুবাদ্যবিশারদঃ ॥ শৃঙ্গবেত্রকরো নিত্যং শৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা ।
 বলরামানুজঃ শ্রীমান্ গজেন্দ্রস্তুতপাদকঃ ॥ হলায়ুধঃ পীতবাসা নীলা-
 স্বর পরিচ্ছদঃ । গজেন্দ্রবক্ত্রে হেরম্বো ললনাকুলপালকঃ । রাস-
 ক্রীড়াবিনোদশ্চ গোপীনয়নহারকঃ । বলপ্রদো বীতভয়ো ভক্তার্তি
 পরিনাশনঃ ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভম্পতিঃ । ইন্দ্র-
 দর্পহরোহনস্তো নিত্যানন্দশিচিদায়কঃ ॥ চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চৈতনা
 ঞ্গবর্জিতঃ । অদ্বৈতাচারনিপুণোদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ । শিবভক্তি-
 প্রদোভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ । বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা
 পুণ্যপালকঃ ॥ জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ নিষ্ঠোহতিষ্ঠ উমাপতিঃ ।
 সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণো গোব্রহ্ম গোব্রবর্জিতঃ ॥ নারায়ণপ্রিয়ো
 নারশায়ী নারদসেবিতঃ । গোপালবালসংসেব্যঃ সদানিস্মলমানসঃ ॥
 মনুমন্ত্রো মন্ত্রপতি ধাতা ধামবিবর্জিতঃ । ধরাপ্রদো ধৃতিগুণো
 যোগীন্দ্রঃ কল্পপাদপঃ । অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী পাণ্ডবপূজিতঃ ।
 শিশুপাল প্রাণহারী দস্তবক্রনিস্থদনঃ ॥ অনাদিরাদিপুরুষো গোত্রী
 গোত্রবিবর্জিতঃ । সর্ষাপভারকো দুর্গো দুষ্টদৈত্যকুলাস্তকঃ । নির-
 স্তরঃ শুচিমুখো নিকুন্তকুলদীপনঃ । ভানুর্হনুর্দনুঃ স্থাণুঃ কুশানুঃ
 কৃতনুর্ধনুঃ ॥ জনুর্জন্মাদিরহিতো জাতিগোত্রবিবর্জিতঃ । দাবানল
 নিহস্তা চ দনুজারিবর্কাপহা ॥ প্রহ্লাদভক্তো ভক্তেষ্ঠদাতা দানব-
 গোব্রহ্ম ॥ সুরভিহৃৎপো দুঃস্বহারী শৌরিঃ শুচাং হরিঃ ॥ যথেষ্ট-
 দোহতিসুলভঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখঃ । দৈত্যারিঃ কৈটভারিশ্চ
 কংসারিঃ সর্বতাপনঃ ॥ দ্বিভুজঃ ষড়্ভুজো হস্তভূজো মাতলি
 সারথিঃ । শেষঃ শেষাধিনাথশ্চ শেষী শেষান্তবিগ্রহঃ ॥ কেতু-
 ধরিত্রীচারিত্র শ্চতুমূর্তিশ্চতুর্গতিঃ । চতুর্দ্ধা চতুরাশ্রা চ চতুর্বর্গ-

প্রদায়কঃ ॥ কন্দর্পদর্পহারী চ নিত্যঃ সর্বাসুন্দরঃ । শচীপতি
 পতিনেত্রা দাতা মোক্ষগুরুর্বিজঃ ॥ হৃতষনাথোহনাথশ্চ নাথঃ
 শ্রীগকুড়াসনঃ । শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ পতির্গতিরপাংপতিঃ ॥
 অশেষবন্দ্যো গীতাত্মা গীতগানপরায়ণঃ । গায়ত্রীধামশুভদো
 বেলামোদপরায়ণঃ ॥ ধনাধিপঃ কুলপতি বসুদেবোহুজোহরিহা ।
 অজৈকপাৎ সহস্রাক্ষো নিত্যাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ নিত্যঃ সর্বগতঃ
 স্থাপুরজোহগ্নিগিরিনায়কঃ । গোনাথকঃ শোকহন্তা কামারিঃ কাম-
 দীপনঃ । বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সোমাত্মা সোমবিগ্রহঃ । গ্রহরূপী
 গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহমর্দনকারকঃ ॥ বথানসঃ পুণ্যজনো জগদাদি জগৎ-
 পতিঃ । নীলেন্দীবরভো নীলবপুঃ কামাস্তনাশনঃ ॥ কামবাজাঘ্নিতঃ
 স্থূলঃ ক্রুশঃ ক্রুশতলুনিজঃ । নৈগমেয়োহগ্নিপুত্রশ্চ ষাট্মাতুর উমা-
 পতিঃ ॥ মণ্ডুকবেশাধ্যক্ষশ্চ তথা নকুলনাশনঃ । সিংহোহরীক্লঃ
 কেশীন্দ্রহস্তা তাপনিবারণঃ ॥ গিরীন্দ্রজা পাদসেব্যঃ সদা নিম্নল-
 মানসঃ । সদশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিবঃ সর্বউমাপতিঃ ॥ শিবভক্তো
 গিরামাদিঃ শিবারাধ্যো জগদ্গুরুঃ । শিবপ্রিয়ো নীলকণ্ঠঃ শীত-
 কণ্ঠউষাপতিঃ ॥ প্রদ্যুম্নপুত্রো নিশঠঃ শঠঃ শঠধনাপহা । ধূপপ্রিয়ো
 ধূপদাতা গুগ্গুল গুরুধূপিতঃ ॥ নীলাম্বরঃ পীতবাসা রক্তশ্বেত পরি-
 ছদঃ । নিশাপতির্দিবানাত্মো দেবব্রাহ্মণপালকঃ ॥ উমাপ্রিয়ো
 যোগিমনোহারীহারবিভূষিতঃ । খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাজঃ সেবাতপপরা-
 স্মুখঃ ॥ পরার্থদোহপরপতিঃ পরাংপরতরো গুরুঃ । সেবাপ্রিয়ো
 নিগুণশ্চ সগুণঃ শ্রুতিসুন্দরঃ ॥ দেবাধিদেবো দেবেশো দেবপূজ্যো
 দিবাপতিঃ । দিবঃ পতির্বৃহদ্রাত্ত্বঃ সেবিতেন্দ্রিতদায়কঃ । গোতমা-
 শ্রমবাসী চ গোতম শ্রীনিষেবিতঃ । রক্তাম্বরধরো দিব্যো দেবী
 পাদাজপূজিতঃ । সেবিতার্থপ্রদাতা চ সেবা সেব্য গিরীন্দ্রজঃ ॥

ধাতুর্মনো বিহারী ■ বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ ॥ অজ্ঞানহন্তা জ্ঞানেন্দ্র-
বন্দ্যো বন্দ্যধনাধিপঃ । অপাং পতি র্জলনিধি ধরাপতিরশেষকঃ ॥
দেবেন্দ্রবন্দ্যো লোকাত্মা ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকপাৎ । গোপাল-
দায়কো গরুপ্রদো গুহ্যকসেবিতঃ ॥ নিগুণঃ পুরুষাতীতঃ প্রকৃতে:
পরউজ্জলঃ । কার্তিকেয়োহমৃতাহর্ভা নাগারি নাগহারকঃ । নাগেন্দ্র-
শায়ী ধরণীপতিরাদিত্যরূপকঃ । যশস্বী বিগতাশী চ কুরুক্ষেত্রা-
ধিপঃ শশী ॥ শশকারিঃ শুভাচারো গীর্কানগগণসেবিতঃ । গতি-
প্রদো নরসখঃ শীতলাত্মা যশঃপতিঃ ॥ বিজিতারি র্গণাধ্যক্ষো
যোগাত্মা যোগপালকঃ । দেবেন্দ্র সেব্যো দেবেন্দ্রপাপহারী যশো-
ধনঃ ॥ অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্ । মহাপ্রলয়কারী
চ শচীসুতঃ জয়প্রদঃ ॥ জনেশ্বরঃ সর্ববিধিরূপী ব্রাহ্মণপালকঃ ।
সিংহাসননিবাসী চ চেতনারহিতঃ শিবঃ ॥ শিবপ্রদো দক্ষযশহন্তা
ভৃগুনিবারকঃ । বীরভদ্রভয়াবর্তঃ কালঃ পরমনিবৃণঃ ॥ উদু-
খলনিবন্ধশ্চ শোকাত্মা শোকনাশনঃ । আত্মযোনিঃ স্বয়ং জাতো
বৈধানঃ পাপহারকঃ ॥ কীর্তিপ্রদঃ কীর্তিদাতা গজেন্দ্রভূজপূজিতঃ ।
সর্কাস্তরাত্মা সর্কাত্মা মোক্ষরূপী নিরায়ুধঃ ॥ উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ
যমলার্জুনভঞ্জনঃ ॥

ইতি শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ ।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়ীত বা । কিম্ফলং লভতে
দেবি, বক্তুং নাস্তি মম প্রিয়ে । দ্বাদশাং পৌর্ণমাস্যাং বা সপ্তম্যাং
রবিবাসরে । পক্ষদ্বয়ে চ সম্প্রাপ্য হরিবাসর মেবচ ॥ য পঠেৎ
শৃণুয়াদ্বাপি নজন্তুস্তাং বিদ্যাতে ॥ সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং
সত্যং ন সংশয়ঃ । একাদশাং শুচিভূত্বা সেব্যো তত্ত্বিহরে শুভা ।

শ্রদ্ধা নামসহস্রাণি নরো মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ নাতঃ পরতরং স্তোত্রং
নাতঃ পরতরো মহুঃ । নাতঃ পরতরো দেবো যুগেষপি চতুৰ্ধপি ॥
হরিভক্তেঃ পরা নাস্তি মোক্ষশ্রেণী নগেন্দ্রজে । বৈষ্ণবেভ্যঃ পরং
নাস্তি প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়া মম ॥ বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা
ভবতু সুন্দরি । যশ্চবংশে কচিদ্দৈবাৎ বৈষ্ণবো রাগবর্জিতঃ ॥ ভবে-
ত্তদ্বংশকে যে যে পূৰ্বেস্থ্যঃ পিতরস্তথা । ভবন্তি নিৰ্মলাস্তেহি
যান্তি নিৰ্কাণতাং হরে ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন বৈষ্ণবানান্ত দর্শ-
নাৎ । নিৰ্মলাঃ পাপরহিতাঃ পাপিনঃ স্থ্য ন সংশয়ঃ ॥ কলৌ
বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলা । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥



শ্রীবালকৃষ্ণস্ত সহস্রনামঃ, স্তোত্রস্ত কল্পাখ্যসুরক্রমস্ত । ব্যাসো
বদত্যখিলশাস্ত্রনির্দেশকর্তা শৃণু শৃকং মুনিগণেষু সুরর্ষিবর্ষ্যঃ ॥
পুরাণহর্ষয়ঃ সৰ্ব্বে নারদং দণ্ডকে বনে । জিজ্ঞাসন্তি স্মৃতন্ত্যা চ
গোপালস্ত পরাঙ্গনঃ ॥ নামঃ সহস্রং পরমং শৃণু দেবি সমাসতঃ ।
শ্রদ্ধা শ্রীবালকৃষ্ণস্ত নামঃ সাহস্রকং প্রিয়ে ॥ বাটপতি সৰ্ব্বপাপানি
ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ । কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ বৃন্দাবনং
বনং । কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ ॥ নাস্তি
যজ্ঞাদি কার্য্যাণি হরেনার্মৈব কেবলং । কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং
নাস্ত্যেব গতি অন্তথা ॥

অস্ত শ্রীবালকৃষ্ণস্ত সহস্রনামস্তোত্রস্ত নারদঋষিঃ, শ্রীবালকৃষ্ণো
দেবতা, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রস্থ শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ ।



শ্রীশ্রী

রাধিকা সহস্রনাম ।

মহাদেবোক্ত শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম মাহাত্ম্য ।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্যপি তন্ত তুষ্যতি মাধবঃ ॥ কিং তন্ত যমুনাভি বা
নদীভিঃ সর্ষতঃ প্রিয়ে । কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থে চ যন্ত তুষ্টো জনার্দিনঃ ॥ স্তোত্র-
শাস্ত্র প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে । ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চশ্চাক্ষরিয়া জগতী-
পতিঃ ॥ বৈশ্ণো নিধিপতি ভূয়াৎ শূদ্রো মূঢ়োক্ত জন্মতঃ । রাধানামসহস্রশ্চ
সমানং নাস্তি ভূতলে ॥ স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোহপি বা । নাতঃ
পরং স্তবং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃ পরং পরং । একাদশাং শুচি ভূত্বা যঃ পঠেৎ
হুসমাহিতঃ । তন্ত সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্তাচ্ছূয়াচ্ছা সুশোভনে । দ্বাদশাং পৌর্ণ-
মাস্ত্বাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে । যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্যপি তন্ত তত্তৎ ফলং শৃণু ॥
অশ্বমেধঃ রাজসূয়ং বার্ষ্পত্যং তথাত্মিকং । অতিরাত্রং বাক্যপেয়ামগ্নিষ্টোমং
তথা শুভং ॥ কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রহ্ম তৎফলমাপ্নুয়াৎ । কার্ত্তিকে
চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি ॥ সহস্রবৃণ কলান্তং বৈকুণ্ঠ-বসতিং লভেৎ ।
ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবশ্চ ভবনে পুনঃ ॥ সুরাধিনাথ ভবনে পুনর্যতি
সলোকতাং । গন্ধাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি । বিষ্ণোঃ
সাক্ষ্য মায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরী । মম বক্তৃগিরে জাতা পার্শ্বতী-
বদনাত্মিতা ॥ রাধানাম সহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী । পঠ্যতেহি ময়া
নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতং ॥ মম প্রাণ সমং হেতুং তব প্রীত্যা প্রকা-
শিতং । নাভক্ত্যয় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন । নাস্তিকায় বিরাগায়
রাগযুক্তায় হৃন্দরি । তথা দেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি । বৈষ্ণবেষু
যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে ॥ রাধানাম সুধাবারি মম বক্তৃসুধাযুধেঃ ।
উক্তাহেনৌ ত্বয়া যত্নাৎ যতঃ স্ত্বং বৈষ্ণবাংলীঃ ॥ বিশুদ্ধসত্যায় যথার্থবাদিনে
দ্বিজস্ত সেবা নিরতায়মন্ত্রিনে । দাত্রে যথাশক্তি হৃদন্তমানসে রাধাপদধ্যান
পরায় শোভনে ॥ হরি পাদাক্ষ মধুপমনোভূতায় মানসে । রাধাপাদ সুধা-
স্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ । দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাদনং ।
জন্মান্তরং ন পশুন্তি রাধাকৃষ্ণ পদার্থিনঃ ॥ মনপ্রাণা বৈষ্ণবা হি তেযাং
রক্ষার্থ মেব হি । শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্ধা মৈত্রকারণং । হরিভক্তি
দ্বিধানর্থৈ শূলং সকার্য্যতে ময়া । শৃণু দেবি যথার্থং মে গদিতং ত্বয়ি স্বরতে ।

শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম ।



শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণদলভা কৃষ্ণসংযুতা । বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণ-
প্রিয়া মদনমোহিনী । শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥
যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা । দামোদরপ্রিয়া গোপী-
গোপানন্দকরী তথা ॥ কৃষ্ণান্দবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরি-
প্রিয়া । প্রধানগোপিকা গোপকন্ঠা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ বৃন্দাবন-
বিহারী চ বিকাশিতমুখাসুজা । গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দ-
দায়িনী ॥ গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া । বিষ্ণুপ্রিয়া
বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গ নিবাসিনী ॥ যশোদানন্দপত্নী চ যশোদা-
নন্দগেহিনী । কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা ॥ জয়-
প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী । নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানু-
সুতা শিবা ॥ গণাধাক্ষা গবাধাক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা । কাঞ্চনাভা
হেমগাত্রা কাঞ্চনান্দধারিণী ॥ অশোকা শোকরহিতা বিশোকা
শোকনাশিনী । গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিহুত্তমা ॥
নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতিগতি মতিরভীষ্টদা । বেদপ্রিয়া বেদগর্তা
বেদমার্গ প্রবন্ধিনী ॥ বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা ।
তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা ॥ নন্দপ্রিয়া নন্দ-
সুতারাদ্যাংনন্দপ্রদা শুভা । শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিতপরা-
জিতা ॥ জননী জন্মশ্রুতা চ জন্ম মৃত্যুজরাপহা । গতির্গতিমতাং-
ধাত্রী ধাত্র্যানন্দ প্রদায়িনী ॥ জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেম-
সুন্দরী । কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা ॥ পয়-

স্থিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সৰ্বমঙ্গলা । মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণ-
 কান্তা কমলসুন্দরী ॥ বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী ।
 নিগুণা স্কুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা ॥ গোকুলাস্তরগেহা চ
 যোগানন্দকরী তথা । বেণুবাদ্যা বেণুরতি বেণুবাদ্যপরায়ণা ॥
 গোপালস্তপ্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা । মোহাহমোহা
 বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা ॥ গীর্ষাণবন্দ্যা গীর্ষাণা গীর্ষাণগণ
 সেবিতা । ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী ॥ জিতে-
 দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা । দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা
 বিমলোদকা ॥ কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়া মতিঃ । অনু-
 ভরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা ॥ মতি লক্ষ্মীধূতির্লজ্জা কান্তিঃ
 পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা । ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দিনী ॥
 বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া । সংহত্রী সৰ্বদৈত্যানাং
 সাবিত্রী বেদগামিনী ॥ বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া ।
 নিরালম্বজনেঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া ॥ একাঙ্গা সৰ্বগা
 সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী । রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥
 রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা । রাসমণ্ডলমধ্যস্থা
 রাসমণ্ডলশোভিতা ॥ রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক्रीড়ামনোহরা ।
 পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ সেব্যা চ
 পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা । সৰ্বজীবেশ্বরী সৰ্বজীববন্দ্যা পরাংপরী ॥
 প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিব মনোহরা । ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা
 ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা ॥ বধূরূপা গোপপত্নী ভারতীসিদ্ধ-
 যোগিনী । সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যঙ্গী নিত্যগেহিনী ॥ স্থান-
 দাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা । সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী
 দ্বারকাবাসিনী তথা ॥ বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সৰ্বকারণকারণা ।

বকুলা বকুলানোদধারিণী যমুনা জয়া ॥ বিজয়া জয়পত্নী চ যমলা-
 র্জুনভঞ্জিনী । বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা ॥ অপরা-
 জিতা জগন্নাথ জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ ॥ খেচরী খেচরসুতা খেচরত্ব
 প্রদায়িনী ॥ বিষ্ণু বক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরী । চন্দ্র-
 কোটীসুগাত্রী চ চন্দ্রানন মনোহরা ॥ সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেমা
 তথা ক্ষেমঙ্করী বধুঃ ॥ যাদবেন্দ্রবধুঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবারিতা ॥
 কেবলা নিকলা স্কন্দা মহাভীমাহভয়প্রদা । জীমূতরূপা জৈমূতী
 জিতামিত্র প্রমোদিনী ॥ গোপালবণিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী ।
 জয়ন্তী যমুনাক্ষী চ যমুনাতোষকারিণী ॥ কলিকল্মষভঙ্গা চ কলি-
 কল্মষনাশিনী । কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কুপা ॥ কুপা-
 বতী কুলবতী কৈলাসচলবাসিনী । বামদেবী বামভাগা গোবিন্দ
 প্রিয়কারিণী ॥ নরেন্দ্রকণ্ঠা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী ।
 যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিক্ষেত্র নিবাসিনী ॥ ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্ররূপা
 চ ক্ষেত্রাভীতা কুলপ্রদা । কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী ॥
 কেশবা কেশবপ্ৰীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া । রাসক্ৰীড়াকরী রাস-
 বাসিনী রাসসুন্দরী ॥ গোকুলাধিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী ।
 লবঙ্গ নাম্মী নারঙ্গী নারঙ্গ কুলমণ্ডনা ॥ এলালবঙ্গ কর্পূর মুখবাস
 মুখাধি । মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যানিবাসিনী ॥ নারায়ণী
 রূপার্তী করুণাময়কারিণী । কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণানাগ
 কর্ণিকা কর্ণপিনী কোলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদম্বুজা । জটীলা
 কুটীলা শিখরীলাস্বরধরা শুভা । নীলাস্বর বিধাত্রী চ নীলকণ্ঠ-
 প্রিয়া ভাগ্য ভাগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী ॥
 বলেশ্বরী কামাখ্যা কান্তা কান্ত নিতম্বিনী । নিতম্বিনী রূপবতী
 যুবতী রূপবতী ॥ বিভাবরী বেত্রবতী শঙ্কটা কুটিলালকা । নারা-

যুগপ্রিয়া শৈলা স্বকলী পরিমোহিতা ॥ দৃকপাত মোহিতা প্রাত-
 রাশিনী নবনীতিকা । নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা ।
 হৈমীহেমমুখী চন্দ্রমুখী শশি স্নশোভনা । অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা
 রোহিণী তমিঃ ॥ তিমিঙ্গিল কুলামোদ মৎশরুপাহঙ্গ হারিণী ।
 কারণী সর্ষভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী ॥ কিশোর বল্লভা
 কেশকারিকা কামকারিকা । কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দী
 কুলদীপিকা ॥ কালিন্দ তনয়াতীরবাসিনী তীর গেহিনী । কাদ-
 স্বরী পানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী
 কামবল্লভা । তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিষদাড়িষরুপিণী ॥ বিববৃক্ষ-
 প্রিয়া কৃষ্ণাধরা বিবোপমন্তনী । বিবাত্মিকা বিববসু বিববৃক্ষ
 নিবাসিনী ॥ তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দ পরিতোষিকা । গজ-
 মুক্তা মহামুক্তা মহা মুক্তি ফলপ্রদা ॥ অনঙ্গ মোহিনী শক্তিরূপা
 শক্তি স্বরুপিণী । পঞ্চশক্তি স্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী ॥ গজেন্দ্র
 গামিনী শ্রামলতাহনঙ্গলতা তথা । যোষিৎশক্তি স্বরূপা চ যোষিদা-
 নন্দকারিণী ॥ প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দ তরঙ্গিণী ।
 প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥ কৃষ্ণ প্রেমবতী
 ধাত্রী কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী । প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দ
 তরঙ্গিণী ॥ প্রেমক্ৰীড়াপরীতাজী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী । প্রেমার্থ
 দায়িনী সর্ষস্বেতা নিত্য তরঙ্গিণী ॥ হাবভাবাহিতা রৌদ্রা রুদ্রা-
 নন্দ প্রকাশিণী । কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশ সম্বন্ধিনী ঘটী ॥
 কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী । ব্রহ্মাণ্ড গোচরা ব্রহ্ম-
 রুপিণী ভবভাবিনী ॥ সংসার নাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী ।
 শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাহতি স্নন্দরী ॥ মনোরমা বেগবতী
 বেগাঢ্যা বেদবাদিনী । দয়াবিত্তা দয়াধারা দয়ারূপা স্নসেবিনী ॥

কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা । কলাবিনাথবদনা কলা-
নাথাধিরোহিণী ॥ বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা । ভাণ্ডীর
তালবনগা কৈবর্তী পীবরী শুকী ॥ শুকদেবগুণাতীতা শুকদেব-
প্রিয়াসখী । বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কোষেয়াস্বরধারিণী ॥ কোষা-
বরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা । সৃষ্টি স্থিতিকরী সংহারিণী
সংহারকারিণী ॥ কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা ।
পদ্মাস্ররাগ সংরাগা বিদ্যাদ্রি পরিবাসিনী ॥ বিদ্যালয়া শ্রামসখী
সখী সংসাররাগিণী । ভূতা ভবিষ্যা ভব্য চ ভবাগাত্রা ভবাতিগা ॥
ভবনাশান্তকারিণ্যা কাশরূপা সুবেশিনী । রতিরঙ্গ পরিত্যাগা
রতিবেগা রতিপ্রদা ॥ তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপথদা শুভা ।
ভক্তিহেতু মুক্তিহেতু লজ্বিনী লজ্বনক্ষমা ॥ বিশালনেত্রা বৈশালী
বিশালকুলসম্ভবা । বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ ॥ ভক্ত্য-
তীতা ভক্তিগতি ভক্তিকা শিবভক্তিদা । শিবশক্তিস্বরূপা চ শিবা-
ঙ্কাস্রবিহারিণী ॥ শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা । শিরীষ-
মুদ্রী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ ॥ বামাস্রহারিণী বিষ্ণোঃ শিব-
ভক্তি স্তথান্বিতা । বিজিতা বিজিতামোদা গগণা গণতোষিতা ॥
হরাস্ত্রা হেরস্বস্তা গগমাতা সুখেশ্বরী । দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবি-
তেপ্সিত সর্বদা ॥ সর্বজ্ঞত্ব বিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী । লবঙ্গা
পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী ॥ গ্রাম্যাগীতা গয়া গম্যা গমনা-
তীতনির্ভরা । সর্কাস্রসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা ॥ গঙ্গেরিতা
পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা । পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দ-
দায়িনী ॥ পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী । কল্পমানা কংস-
হরা বিদ্যাচলনিবাসিনী ॥ গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্তা হর্য-
কৃতিঃ । মীনাবতারা মীনেশী গগণেশী হর্য গজী ॥ হরিণীহারিণী

হারধারিণী কনকাকৃতিঃ । বিদ্যাংপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা
 গয়েশ্বরী ॥ গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গতিবাসিনী । গতিজ্ঞা
 গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী ॥ নির্ঝাণধাত্রী নৈর্ঝাণী হেতুযুক্তা
 গয়োত্তরা । পর্কভাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা ॥ সন্ন্যাসধর্ম-
 কুশলা সন্ন্যাসেনী শরমুখী । শরচ্ছন্দমুখী শ্রামহারা ক্ষেত্রনিবা-
 সিনী ॥ বনস্তরাগ সংরাগা বনস্তবসনাকৃতিঃ । চতুভূজা ষড়্ভূজা
 চ দ্বিভূজা গৌরবিগ্রহা । সহস্রাশ্রা বিহাশ্রা চ মুদ্রাশ্রা মুদদারিণী ।
 প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিন্যপাবতা ॥ কৃষ্ণপ্ৰীতা কৃষ্ণরতা
 কৃষ্ণতোষণ তৎপরী । কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা ॥
 কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িণী । চৈতন্যরূপা চৈতন্য-
 প্রিয়া চৈতন্যরূপিনী ॥ উগ্ররূপা শিবক্ৰোড়া কৃষ্ণক্ৰোড়া জলোদরী ।
 মহোদরী মহার্ছগকান্তারমুখবাসিনী ॥ চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্র-
 প্রেমতরঙ্গিণী । সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী ॥ সমুদ্রামৃত-
 রূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা । কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেম-
 তরঙ্গিকা ॥ দুর্বাদল শ্রামতনু দুর্বাদলতনুচ্ছবিঃ । নাগরী নাগরী-
 রাগা নাগরানন্দকারিণী ॥ নাগরালিঙ্গনপরা নাগরালিঙ্গনমঙ্গলা ।
 উচ্চনীচা হৈমবতীপ্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা ॥ প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাস্ত্রী সিদ্ধ-
 সাধ্যে বিলাসিকা । মঙ্গলামোদ জননী মেখলামোদধারিণী । রত্ন-
 মঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্ন ভূষণভূষণা । জহ্মালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণ
 বিমোচনা ॥ সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা । জগদেবানি-
 র্জগদ্বীজা বিচিত্র মণিভূষণা ॥ রাধারমণকান্তা চ রাধা রাধন-
 রূপিনী । কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্বস্বদায়িণী ॥ কৃষ্ণাবতার-
 নিরতা কৃষ্ণভক্ত ফলার্থিণী । যাচকা যাচকানন্দকারিণী যাচকো-
 জ্জ্বলা ॥ হরিভূষণ ভূষাঢ্যাহনন্দযুক্তাহর্জ পাদগা । হৈ হৈ তানাদরা

থৈ থৈ শব্দ শক্তি প্রকাশিনী ॥ হে হে শব্দ স্বরূপা চ হী হী বাক্য
 বিশারদা । জগদানন্দকর্ত্রী চ সাল্লানন্দবিশারদা ॥ পণ্ডিতা পণ্ডিত
 গুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী । পরিপালনকর্ত্রী চ তথা হিতিবিনো-
 দিনী ॥ তথা সংহারশব্দাঢ্য বিদ্বজ্জনমনোহরা । বিহ্বাং প্রীতি-
 জননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী ॥ নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দু
 বিধারিণী । শূন্তস্থানস্থিতা শূন্তরূপপাদপবাসিনী ॥ কার্তিকব্রত-
 কর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা । জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী ॥
 ক্ষুদ্রকীটান্সসংসর্গা সঙ্গদোষ বিনাশিনী । কোটীকন্দর্পলাবণ্যা
 কন্দর্পকোটি স্নানরী ॥ কন্দর্পকোটিজননী কামবীজপ্রদায়িনী ।
 কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ কামপ্রকাশিকা
 কামিত্তণিমাধ্যষ্টসিদ্ধিতা । যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীস্বরী ॥
 যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা । কপালমালিনী দেবী
 ধামরূপিণ্যপূর্বদা ॥ রূপাষিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীত ফলপ্রদা ।
 কুশাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদাষিতা ॥ শীতলা শবলা হেলা লীলা
 লাবণ্যমঙ্গলা । বিদ্যার্থিনী বিদ্যামানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী ॥
 আবীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধাস্তকারিণী । নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ
 ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী ॥ হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরী ।
 হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবাষিতা ॥ নরকার্ণবসংহন্ত্রী
 নরকার্ণব নাশিনী । নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাজনা ॥
 যশোদানন্দন প্রাণবল্লভা হরিবল্লভা । যশোদানন্দনা রম্যা যশোদা-
 নন্দনেশ্বরী ॥ যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী । যশোদা-
 নন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনানর্থদা ॥ বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণব-
 পিণী । স্বর্গলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মীদ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া ॥ তথার্জুনসখী
 মীনী ভৈরবী ভীমকুলোদ্বহা । ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্ততরা

তথা । পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী । দুগ্ধমহনকর্মাঢ্যা
 দধিমহনতৎপর৷ দধিভাগ্যার্থিনী কৃষ্ণকোথিনী নন্দনাঙ্গনা ।
 দ্বতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা ॥ বিচিত্রকথকা কৃষ্ণ
 হান্তভাষণ তৎপর৷ গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা ॥
 রাসাসক্তা রাসরতি রাসবাসক্ত বাসনা । হরিদ্রা হারিতা হারীগ্যা-
 নন্দার্পিতচেতনা ॥ নিশ্চৈতত্যা চ নিশ্চৈততা তথা দারুহরিত্রিকা ।
 সুবলশ্রবসা কৃষ্ণভাষ্যা ভাষাতিবেগিনী ॥ শ্রীদামশ্রু সখী দাম
 দামিনী দামধারিণী । কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী ॥
 হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুক মঙ্গলা । হরিপ্রদা হরিদ্বারা
 যমুনাজলবাসিনী ॥ জৈত্রপ্রদা জীতার্থী চ চতুরা চাতুরীতমী ।
 তমিস্রাহতপরুপা চ রৌদ্ররুপা যশোহর্থিনী ॥ কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা
 কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী । কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিণী ॥
 কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তি শুভপ্রদা । শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা
 তথা বিরহিণী হরে ॥ মথুরামথুরাজগেহভাবনভাবনা । শ্রীকৃষ্ণ-
 ভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী ॥ কৃষ্ণার্থবাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম-
 ধরাগুতা । অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা ॥ ধনধাত্ত বিধাত্রী চ
 জায়া কায়া হয়৷ হয়ী । প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাক্ষহারিণী শৈবশিংসপা । রাক্ষসীনাশিনীভূতপ্রেত-
 প্রাণবিনাশিনী । সকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী ।
 পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী ॥ অশেষসাধনী
 কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী ॥

ইতি শ্রীরাধিকাসহস্রনামং সম্পূর্ণং ।